পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 75 Friday, 14 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭৫ সংখ্যা ❋ ১ ফাল্গুন ১৪৩১, শুক্রবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দিল্লির মতো বাংলা দখলেরও চেষ্টা হয়েছিল

মমতার সুরেই সরব অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থাৎ বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে দিতে হবে না কোনও কর। সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে বার্ষিক ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে প্রযোজ্য হবে এই নিয়ম। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই ঘোষণা করতেই অনেকেরই মুখে হাসি ফুটেছে। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ ভাঁওতা, তা বলছেন

তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, আয়করে ছাড় দেওয়া হয়েছে বটে, উল্টে পকেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ৯৮ হাজার টাকা! কীভাবে তারও ব্যাখ্যা দেন অভিষেক। সেবাশ্রয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বাজেট প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি স্পষ্ট করে দেন, আগে তিনি বাজেট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি আগে সম্পূর্ণ বাজেট মন দিয়ে পড়েছেন, তারপরই খুঁটিয়ে দেখে তার পর্যালোচনা করেছেন। অভিষেক বলেন, ''কেন্দ্র সরকারের বাজেট ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। বলছে, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করলে, বছরে কোনও ইনকাম ট্যাক্স লাগবে না। বছরে ১২ লক্ষ টাকা আয় মানে, মাসে তাঁর বেতন ১ লক্ষ টাকা।'' এবার তাঁর পকেট থেকেই কীভাবে ৯৮ হাজার টাকা বেরোচ্ছে, সেটা বোঝাতে গিয়ে বলেন, ''যে মাসে ১ লক্ষ টাকা আয় করে, তাঁকে তো জিনিসপত্র কিনতে হয়, তাঁকে চা খেতে দুধ-চিনি-চা পাতা সবই কিনতে হয়। জল ছাড়া সবেতেই জিএসটি। তাঁকে জিএসটি বাবদে ৯৮ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। এরপরও টোল ট্যাক্স, সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স রয়েছে, সার্চ চার্জ রয়েছে। মুদ্রাস্ফিতি যেভাবে বাড়ছে, বছরে ৬ শতাংশ করে বাড়লে, তিন বছরে ১৮ শতাংশ।'' তিনি এই বিষয়টির ডেটা সোর্স লোকসভার স্পিকারের কাছে জমা দিয়েছেন বলেও জানান। গত বছরের বাজেটে নতুন কর কাঠামোর ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের পরিমাণ বাড়িয়ে ৭৫ হাজার করেছে কেন্দ্র আগে এটি ছিল ৫০ হাজার টাকা। এ বারের বাজেটে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশানের নিয়ম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে বুধবার বিধানসভার সাংবাদিক বৈঠক থেকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, প্রতি বিধানসভার ভোটার লিস্টে ২০ থেকে ৩০ হাজার ভুয়ো নাম ঢোকানোর জন্য বাবুরা বাংলায় এসে বসে আছেন। দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ভোটে এভাবেই কারচুপি করা হয়েছে বলেও সন্দেহপ্রকাশ করেছেন মমতা। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতার সুরেই অভিষেক বলেন, ''লোকসভা ভোটের পর থেকে বিধানসভা, এই আট মাসে দিল্লিতে নতুন করে ৪ লাখ লোকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটা আমাদের জেনুইন বলে মনে হয়নি। অতীতে বাংলাতেও এই চেষ্টা হয়েছিল। আবারও হচ্ছে।'' দিল্লিতে আপের পরাজয় নিয়ে অভিষেক বলেন, ''২৩ সালে অডিন্যান্স জারি করে দিল্লির সরকারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল কেন্দ্র। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, উপ মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক মন্ত্রীকে জেলে ভরে সরকারের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়েছিল বিজেপি। আমআদমি পার্টির উচিত ছিল, রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে সঠিক তথ্যটা তুলে ধরা। ওরা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আশা করব, এই ব্যর্থতা থেকে ওরা শিক্ষা নেবে।'' এরপরই বাংলার প্রসঙ্গ টেনে এনে অভিষেক বলেন, ''একইভাবে বাংলার বরাদ্দ অর্থ আটকে রেখে বাংলা দখলের চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র। মনরেগা (১০০ দিনের কাজ) নিয়ে বাংলায় প্রচারে এসে বিজেপির নেতারা বলেছিল, আমরা টাকা তো দিয়ে দিয়েছি। ওরা মিথ্যে কথা বলেছিল। আমরা ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে গিয়ে বুঝিয়েছি, টাকা আমরা আটকে রাখিনি দিল্লি আটকে রেখেছে। গরিব মানুষের আটকে রাখা টাকা আদায়ে দিল্লিও গিয়েছিলাম। মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। সেকারণেই বাংলায় বিজেপির চক্রান্ত সফল হয়নি। ওরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। আপ দিল্লিতে মানুষের কাছে বিজেপির এই চক্রান্ত বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে।'' গত বিধানসভা ভোটে বাংলায় দুশো পারের স্লোগান তুলেছিল পদ্ম শিবির। বাস্তবে তা হয়নি। লোকসভাতেও বিজেপির ৩০টি আসন দখলের টার্গেট ব্যর্থ হয়। একথা মনে করিয়ে অভিষেক বলেন, ''গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা। বাংলার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে বলেই বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা সম্ভব হয়েছে।'' এরপরই মমতার সুরে অভিষেক জানিয়ে দেন, গতবারের মতো আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে। পদ্মশিবিরকে কটাক্ষ করে অভিষেক এও বলেন, ''এই বিজেপিই তো বলেছিল, ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেব। এখন তারাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বলছে, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এটাই সাফল্য।''

---

২৬ হাজারের চাকরি বাতিল মামলা

এসএসসি-র পর এবার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্যও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল মামলার শুনানি শেষের পরও তৎপরতা চরমে। এবার সুপ্রিমে কোর্টে যাচ্ছে রাজ্যও। বুধবার কিছু নথি পেশ করতে চেয়েছিল এসএসসি। তাদের পর এবার লিখিত যুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্য। ছাব্বিশ হাজারের চাকরি বাতিল করলে ভেঙে পড়বে শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই যুক্তি সাজিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্য। এ দিকে, মামলাকারীদের আইনজীবীদের দাবি, এটি আসলে মামলাকে দীর্ঘায়িত করার প্রক্রিয়া। কিন্তু এসএসসি ও রাজ্য সরকার সূত্রে জানা যাচ্ছে, সেদিন বলার সুযোগ পায়নি এসএসসি। সেই কারণে পৃথকভাবে লিখিত যুক্তি দিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাশাপাশি রাজ্যও নিজের আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার পৃথকভাবে যুক্তি তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি গিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই শুনানির সময় বুধবার এসএসসি কোর্টের কাছে আবেদন করে যে, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল এই মামলায় তারা নতুন করে কিছু নথি জমা দিতে চায়। প্রাথমিকভাবে এই আবেদনে প্রধান বিচারপতি উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিষয়ে দীর্ঘ শুনানি হয়েছে। নথি জমা দেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার নতুন করে কেন তারা নথি জমা দেবেন? কিন্তু তার মধ্যেও আগামী সোমবারের মধ্যে যাবতীয় নথি জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি

কৈফিয়ত দিতে হাইকোর্টে তলব স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনীকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বছর কয়েক আগে একাধিক চিটফান্ডে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ উঠে আসে। টাকা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন বহু মানুষ। সেই সব প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ দিতে বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে মাথায় রেখে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই কমিটিতে সহযোগিতা করছে না রাজ্য। এমনই অভিযোগ উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের এই ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ আদালত। অভিযোগ, দিনের পর দিন রাজ্যের কাছে ওই কমিটি চালানোর জন্য পরিকাঠামো, শূন্যপদ পূরণ সহ বিভিন্ন আবেদন করা হলেও, তা কার্যকর করেনি রাজ্য। রাজ্য কেন এভাবে অসহযোগিতা করছে? কারণ জানতে চায় হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। বিচারপতির নির্দেশ, আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত হবেন। তিনি সরকারের অসহযোগিতার কারণ ব্যাখ্যা করবেন আদালতে। হাইকোর্টের বক্তব্য, কমিটির শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। এমনকী যে সব কর্মী বা অফিসার সেখানে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে এলেও মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করছে না রাজ্য। রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কমিটির নতুন চেয়ারম্যানকে রেমুনারেশন বা টাকা দেওয়ার বিষয়ে সরকার কোনও অনুমোদন দেয়নি। আগের চেয়ারম্যানেরও মোটা টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে! এই অবস্থায় আদালতের প্রশ্ন, যেখানে রাজ্যের আশ্বাস পেয়ে এই কমিটি গঠন করেছিল হাইকোর্ট, সেখানে পরিকাঠামোর সহ সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া রাজ্যের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে তা কেন করা হচ্ছে না, সে ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করেছে আদালত।

'রাজ্যের দফতরকেই সাহায্য করছে না পুলিশ', পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের নিজস্ব দফতরকেও সাহায্য করে না পুলিশ। বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার। বিচারপতির প্রশ্ন, কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্তাকেও এভাবে হেনস্থা করে পুলিশ? পূর্ব বর্ধমানের একটি মামলায় সেই জেলার পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। টাকা নিয়েও মামলাকারীকে সম্পত্তি না দেওয়ায় ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশকে ভর্ৎসনা বিচারপতি অমৃতা সিনহার। বর্ধমানের মেমারির একটি বাড়ি বিক্রি নিয়ে মামলার সূত্রপাত। ২০২২ সালের একটি সম্পত্তি বিক্রি করে উচ্চপদস্থ কর্তার থেকে টাকা নেন। রাজ্যের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের বক্তব্য ছিল, টাকা পয়সা তাঁরা পেয়ে গেলেও, বাড়ি থেকে জবরদখলকারীদের ওঠানো যাচ্ছে না, তাই সেই ব্যক্তিকে বাড়ি 'হ্যান্ডওভার' করা যাচ্ছে না। এরপরই ওই ব্যক্তিকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয় ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন দফতর। আর সেক্ষেত্রেই আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য দফতর। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''আপনাদের জন্য মামলাকারী কেন সমস্যায় পরবেন? তিন বছর কেটে গেলেও আপনারা কেন আসেননি আদালতে? কেন মামলাকারীর কাঁধে বন্দুক রেখেছেন, কেন তাঁকে মামলা করতে বলেছেন?'' কেন এক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন দফতর রাজ্য পুলিশের সাহায্য নেয়নি, সে প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আপনাকে সাহায্য করছে না পুলিশ। তাহলে ওঁর কী হবে? আপনি রাজ্য সরকারের দফতর তাই পুলিশের বিরুদ্ধে কেন মামলা করবেন? পুরসভার উচ্চপদস্থ অফিসারকেই এভাবে হ্যান্ডেল করে পুলিশ?'' ২০২২ সালের ঘটনা। ২০২৫ সাল হয়ে গেল, এতদিনেও কেন ওই উচ্চপদস্থ কর্তা তাঁর টানা পাননি, তা নিয়ে ভর্ৎসনার মুখে পড়ে দফতর। এস পি বর্ধমান ও মেমারি থানাকে নির্দেশ দেন, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্ট আকারে পেশ করতে হবে।

দিন কয়েক থাকার নামে নিচ্ছে বাড়ি ভাড়া! তারপরই পাতছে ফাঁদ

রাজ্যে বড় চক্রান্তের খোলাসা পুলিশকর্তার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ এক মাসের প্রচেষ্টা। অবশেষে সাইবার নিরাপত্তায় বড় সাফল্য রাজ্যের। বীরভূম থেকে জামতাড়া গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের সাইবার শাখা। এছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে আরও ৪৬ জন সাইবার প্রতারককেও। 'সাইবার শক্তি' নামে শুরু হয়েছিল তল্লাশি অভিযান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে মিলল সাফল্য। তবে এখনই শেষ নয়। বরং আরও গ্রেফতারি যে হতে পারে, সেই ইঙ্গিতটাও সাংবাদিক বৈঠক থেকে দিয়ে দিলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। এদিন তিনি বলেন, ''শতাধিক ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড-সহ একাধিক জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাজ্যে সাইবার প্রতারণা রুখতে চলছে অপারেশন সাইবার শক্তি। ইতিমধ্যে ৪৬ জনকে গ্রেফতার হয়েছে। তবে এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত আছে বলেই খবর।'' কোথায় ঘাঁটি গেড়েছে এই ডিজিটাল প্রতারকরা? সাংবাদিক বৈঠকে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ জানালেন, বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলকেই নিজেদের ঘাঁটি বানাচ্ছে সাইবার প্রতারকরা। আর সেখান থেকেই চলছে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা চক্র। তাঁর কথায়, ''জামতাড়া থেকে বঙ্গে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন জেলাগুলিতে এরা আসছে। তারপর ছোট ছোট গ্যাং করে ফাঁদ পাতছে প্রতারণার। কাজ মিটলে, আবার নিজে ভূমেই ফিরে যাচ্ছে এরা।'' তাঁর আরও দাবি, ''কখনও দিন পনেরো, কিংবা কখনও দিন সাতেকের জন্য জামতাড়া থেকে বঙ্গে এসে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথমে বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে তারা। তারপর সেখান থেকে প্রতারণার কাজ চালাচ্ছে তারা।'' উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরে রাজ্যে সাইবার প্রতারণা যে হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে সেই নিয়ে কোনও মতবিরোধ রাখছেন খোদ এডিজি দক্ষিণবঙ্গও। সম্প্রতি, শ'য়ে শ'য়ে পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধন্দ। গোটা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও।

---

১৬ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার ধরেছি, বিধানসভা ভোটের আগে ডিলিট করাব শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম ঢুকিয়ে ২৬ সালে বিজেপি বাংলা দখলের ছক কষছে বলে বুধবার বাজেটের পর সাংবাদিক বৈঠক থেকে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই অভিযোগকে নসাৎ করে বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিরুদ্ধেই বড় অভিযোগ আনলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন দিল্লি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে একথা বলেছেন। ইলেক্টোরাল রোলের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কে? জেলাশাসক!'' এরপরই শুভেন্দুর দাবি, ''১৬ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার আমরা ধরেছি। বিধানসভার আগে ডিলিট করাব!'' বুধবার বিধানসভার প্রেস কর্নারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, প্রতি বিধানসভার ভোটার লিস্টে ২০ থেকে ৩০ হাজার ভুয়ো নাম ঢোকানোর জন্য বাবুরা বাংলায় এসে বসে আছেন। এ প্রসঙ্গে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের ভোটে কারচুপির প্রসঙ্গও টেনে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''মহারাষ্ট্রে ৪০ লাখ ভোটার বাড়ল কী করে? আর দিল্লিতে আপনারা কী করেছিলেন? একদিন না একদিন তো বেরোবেই। শুনুন অঙ্কটা কেউ দেরিতে কষে, কেউ আগে কষে। আমরা অঙ্কটা কষে দেখে নিয়েছি। একদিন না একদিন সত্যটা বেরোবেই।'' একই সঙ্গে মমতা এও বলেন, ''বিজেপি-কমিশনের এই পরিকল্পনা কিন্তু আমরা ভেস্তে দেব। কারণ, অন্য রাজ্য যা পারে না, বাংলা তা পারে। আমরা চুরিটা ধরে ফেলেছি!'' তারই জবাব এবার রাজ্যের বিরুদ্ধেই বড় অভিযোগ আনলেন বিরোধী দলনেতা।

অস্বস্তিতে পড়েছিলেন ফিরহাদ, বেজায় চটেছেন মমতা! শোকজ নোটিস গেল শচীনের কাছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে খাক নারকেলডাঙার রেলকোয়ার্টার বস্তি। আগুন নিভতেই প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের খবর। তা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে চাপানউতোর কম হয়নি। সূত্রের খবর, গোটা ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শো-কজ নোটিস গেল কলকাতা পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিংয়ের কাছে। তা নিয়েও ফের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। প্রসঙ্গত, রবিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম অকুস্থলে যান। কিন্তু, তার সামনেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুরু হয়ে যায় ঝামেলা। ঘটনা এমন মোড় নেয় যে শেষ পর্যন্ত এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন মেয়র। ঘটনার সময় থেকেই বারাবর উঠে আসে

একটা লোকেরই নাম। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিং! এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, ওই জায়গা কার্যত দখল করে রেখেছেন শচীন। ঝুপড়ি করতে নাকি টাকাও নিতেন তিনি। প্রতি ঝুপড়ি পিছু দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা নেওয়া হতো বলে অভিযোগ শচীনের বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনের। মেয়র যখন ঘটনাস্থলে যান তখন এ নিয়ে শচীনের নামে মেয়রের কাছে নালিশও করতে যান তাঁরা। মেয়রকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভও দেখাতে দেখা যায় অনেককে। এদিকে আবার মেয়র চলে যাওয়ার পর নারকেল ডাঙা থানার সামনে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সোচ্চার হন শচীন। সূত্রের খবর, এই সবটা নিয়েই বেজে চটেছেন মমতা। কেন থানার সামনে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হল, কেন তাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তা নিয়েই শচীনকে চিঠি দেওয়া হল কলকাতা পুরসভার তৃণমূলের পরিষদীয় দলের তরফে। সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার শাসকদলের মুখ্য সচেতক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত শচীন সিংকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। ঠিকঠাক উত্তর না দিলে দলের তরফের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও চিঠিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

লোকসভায় পেশ নয়া আয়কর বিল! বিরোধিতা করে ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। সম্ভবনা ছিল সোমবার হয়তো লোকসভায় পেশ হবে নতুন আয়কর বিল। কিন্তু তা হয়নি। সোমবার পেরিয়ে আজ বৃহস্পতিবার, লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের পরিবর্তেই এই নতুন আইন প্রণয়নে মরিয়া কেন্দ্র। সংশোধন নয়, বরং পুরনো আইনকে ভুলে নতুন আয়করের বিধানে দেশকে চালাতে চান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সংসদে বিলটি পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, 'আয়কর আইনের ধারা কমিয়ে ৮১৯ থেকে নামানো হয়েছে ৫৩৬এ'। যার মাধ্যমে সাধারণের কাছে আগের তুলনায় আয়কর বিধিগুলি বুঝতে

অনেকটা সহজ বলে মত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের। তবে আয়করের ধারা কমানো ছাড়াও আরও এক গুচ্ছ পরিবর্তন আনা হয়েছে এই নতুন আইনে। সূত্রের খবর, বিল আইনে পরিণত হলে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল আরও সহজ হবে। তবে এই নয়া আইনের হাত ধরে আয়কর স্ল্যাব যে আলাদা করে কোনও পরিবর্তন আসবে, এমনটা কিন্তু মোটেই নয়। বরং, স্ল্যাব সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে এই আইনের হাত ধরে। এছাড়াও, অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, না বুঝে আয়কর নিয়ে আইনি সংঘাতে পড়ে যান বহু করদাতা। সেই সমস্যার সুরাহা করতেই নয়া বিলে আনা হয়েছে পরিবর্তন। আইনি সংঘাত কমাতে নেওয়া হয়েছে বড় পদক্ষেপ। এদিন সংসদে বিলটি পেশ হওয়ার পর সুর চড়ান বিরোধীরা। বিলের বিরোধিতায় ওয়াক আউট করে তাঁরা। নয়া আয়কর বিলকে 'আরও জটিল' বলে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। একই সুরে সুর চড়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও।

ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু!

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভাষণ দিতে চান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়! সম্প্রতি দূত মারফ বিধানসভার স্পিকারের কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল। মঙ্গলবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তার একদিন পরেই বৃহস্পতিবার দিল্লিতে গিয়ে উপ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্বভাবতই, বিষয়টি নিয়ে জোর কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ধনকড়ের সঙ্গে শুভেন্দুর এ ব্যাপারে কোনও কথা হয়েছে কিনা স্পষ্ট নয়।

এখনও কেন অনুমোদন পায়নি 'অপরাজিতা বিল'? প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রপতির দুয়ারে হাজির সুদীপরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ তিলোত্তমাকাণ্ডের পর ধর্ষণের বিরোধিতায় বিরোধী শিবিরের মতোই পথে নেমেছিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল থেকেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, রাজ্যে ধর্ষণ রুখতে নতুন আইন আনবেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতি মতোই বিধানসভায় পেশ হয়েছিল 'অপরজিতা উইমেন এন্ড চাইল্ড বিল'। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে তা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা থেকে পাসও হয়েছিল সেটি। তবে বিধানসভায় সম্মতি মিললেও, এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি অপরাজিতা বিল। যেই কারণে এখনও যে আইন হওয়ার পথেই ঝুলে আছে এই ধর্ষণবিরোধী বিল। এই দিকে হাতেও সময় যেন ফুরিয়ে আসছে ঘাসফুল শিবিরের। চলতি বছরের গোড়ার দিকেই এই বিলকে কার্যকর করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এখনও ছাড়া পায়নি 'অপরাজিতা'। তাই

এবার বিল পাস করাতে রাষ্ট্রপতির দরবারে গিয়ে হাজির তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার দলের লোকসভা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে যায় সেই প্রতিনিধি দলটি। বিধানসভায় বিল পাস হওয়ার পরও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেতে কেন এত দেরি হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জানতে চায় তাঁরা। এছাড়াও, এই বিল যাতে দ্রুত অনুমোদন পায়, সেই নিয়ে আবেদন জানান সুদীপরা। সাংসদদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভায় সর্বসম্মতিতে পাস হয়েছে অপরাজিতা বিল। যেখানে সাত নম্বর শিডিউলের যুগ্ম তালিকা অনুযায়ী, একটি রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে অনুমোদন পেতে কেন এত সময় লাগছে? ইতিমধ্যেই তৃণমূলের ওই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি দেখা করেছেন বলেই জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''রাষ্ট্রপতিকে অনেকটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তবে তিনি মন দিয়েই সবটা শুনেছেন। এবং পর্যালোচনা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।'' অবশ্য তৃণমূল সাংসদদের এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করছে পদ্ম শিবির। এদিন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ''এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। আইন তো ছিলই। কিন্তু যেখানে সরকারই প্রমাণলোপাট করছে সেখানে আরও কঠোর আইন এনে লাভটাই বা কী?''

আজ,''১৪ ই ফেব্রুয়ারি ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার শুভ জন্মদিন''

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃপঞ্চানন বর্মা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের একজন রাজবংশী নেতা, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি ঠাকুর পঞ্চানন, পঞ্চানন সরকার ও রায় সাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের উন্নতির জন্য, বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব অনগ্রসর রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য জীবন উসর্গ করেছিলেন। তিনি রাজবংশী সমাজের জনক হিসাবে জনপ্রিয় ছিলেন।পঞ্চানন বর্মা নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ ও রীতিনীতি জাগিয়ে তোলার জন্য একটি ক্ষত্রিয় সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।১৪ ই ফেব্রুয়ারি। সন ১৮৬৬ সাল। কোচবিহার জেলার মাথাডাঙ্গা মহকুমার খলিসামারি গ্রামের জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পঞ্চানন বর্মা। পিতা খোশাল সরকার ছিলেন একজন জোতদার। মাতা ছিলেন শ্রীমতী চম্পলা সরকার।১৮৯৩ সালে সংস্কৃত ভাষায় অনার্স নিয়ে কলকাতা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৯৬ সালে মানসিক ও নৈতিক দর্শন বিষয়ে এম .এ ডিগ্রি অর্জন করেন।১৯০০ সালে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ থেকে এল.এল .বি ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম এম .এ এবং আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ব্রিটিশ সরকার রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন।তাঁর সমাজ সংস্কার কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল আধুনিক শিক্ষার প্রসার। বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার।কোচবিহারে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় টি তাঁর নাম অনুসারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। তিনি ১৯৩৫ সালের ৯ ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় মারা যান।১ লা ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে।আজ ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার শুভ জন্মদিন। আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানিয়েছেন, রেডিও অনেক মানুষের জন্য একটি চিরন্তন জীবনরেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে - তথ্য প্রদান, অনুপ্রেরণা এবং মানুষকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে।সংবাদ এবং সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সঙ্গীত এবং গল্প বলা পর্যন্ত, এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা সৃজনশীলতা উদযাপন করে। আমি রেডিও জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কোনও অংশ অপসারণ করা হয়নি, ওয়াকফ বিল নিয়ে বিরোধীদের জবাব রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে তুমুল হট্টগোল। জানা গেছে, জেপিসি রিপোর্ট সংসদে পেশ হতেই বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের। এই নিয়ে এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।যদিও কোনও বেনিয়ম কিছু হয়নি, বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি সরকারপক্ষের। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, কোনও অংশ মুছে ফেলা বা অপসারণ করা হয়নি। সবকিছুই সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত ভিন্নমতের নোট প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে স্কুলের গাড়ি, আহত ৯ পড়ুয়া

কনৌজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্ঘটনার কবলে স্কুলের গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের কনৌজে।জানা গেছে, একটি স্কুল ভ্যানের সঙ্গে সুইফট ডিজায়ার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষর জেরে আহত হয় ৯ স্কুল পড়ুয়া আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের কনৌজে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই গাড়িটিতে ধাক্কা মারে

সাইবার সুরক্ষিত দেশ গঠনে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ গত মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে সাইবার নিরাপত্তা এবং সাইবার অপরাধ বিষয়ে সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, স্বরাষ্ট্র সচিব,

কমিটির অন্য সদস্য এবং মন্ত্রকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অমিত শাহ বলেন, ভারতে ডিজিটাল পরিকাঠামোর বৃদ্ধির ফলে এই ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধও বেড়েছে। সফটওয়ার, সার্ভিসেস এবং ইউসার্স ক্ষেত্রে সাইবার জালিয়াতি দূর করার ওপর জোর দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাইবার সুরক্ষিত দেশ গঠনে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে তিনি জানান।অমিত শাহ বলেন, ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত ফরেনসিক ট্রেনিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।

উদ্যোগ ভারতীয় রেলের, বিশ্বমানের সুবিধায় সেজে উঠবে এনজেপি স্টেশন

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বমানের সুবিধায় সেজে উঠবে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন। এমনটাই উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের উদ্যোগে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনকে বিশ্বমানের সুবিধার সঙ্গে সাজিয়ে তোলা হবে। এ প্রসঙ্গে বুধবার হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-

এর সেক্রেটারি সম্রাট সান্যাল বলেছেন, কাজ চলছে এবং আমরা খুশি যে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা-সহ আপগ্রেড করা হচ্ছে। আমরা আশা করি কাজ শীঘ্রই শেষ হবে, কারণ প্রতিটি কাজের একটি সময়সীমা থাকা উচিত। এই আপগ্রেডটি পর্যটকদের সাহায্য করবে এবং তাদের আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। আমরা আরও আশা করি, নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে আরও ভাল সংযোগের জন্য আরও ট্রেন উপলব্ধ করা হবে।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাজ্য বাজেটে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ বারের বাজেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ 'পুর্ণাঙ্গ বাজেট'। রাজ্য বাজেটে বাংলার বাড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের। বাজেটে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হল ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ১৬ লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, ১৬ লক্ষ অতিরিক্ত যোগ্য পরিবারকে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই পর্যায়ের প্রথম কিস্তির টাকা, পরিবার পিছু ৬০,০০০ টাকা হারে, এই বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রদান করা হবে বলে বাজেটে জানানো হয়েছে। যে কারণে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বাড়ি নির্মাণের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। এছাড়া, আরও আবেদনকারী থাকলে এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে একই প্রক্রিয়ায় সেই আবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে বলেও জানানো হয়েছে রাজ্য বাজেটে।

দেশীয় রঙ্গম-২০২৫,ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার আয়োজিত দুই দিনের অভিনব নাট্যসন্ধ্যা

মহন্ত দাশগুপ্ত,১৩ফেব্রুয়ারিঃনৈহাটি ঐকতান মঞ্চে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ সাড়ম্বরে পালিত হল ভাটপাড়া আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপের আয়োজনে দুই দিন ব্যাপী নাট্যোসব দেশীয় রঙ্গম-২০২৫ সাভারে অনুষ্ঠিত হলো। মঞ্চ পর্যায়ে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে নাট্যোসবের শুভ সূচনা করলেন প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক-অভিনেতা ও বিজ্ঞানী গৌরব দাস এবং ব্লাইন্ড অপেরার অভিনেতা অমল কর্মকার স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করলেন নাট্যোসবের।আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপের স্কুল ওয়ার্কশপ ভিত্তিক নাটক সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের শতবর্ষ উপলক্ষে হালিশহর আদর্শ বিদ্যাপীঠের মূর্খ মাছি পরিবেশিত হল প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে। এরপর পরিবেশিত হল

নাবিক নাট্যমের নাটক নিহত শতাব্দী, পরবর্তীতে অনুচিন্তনের পূর্নাঙ্গ প্রযোজনা কিষান রাজ এবং সব শেষে পরিবেশিত হল সমরেশ বসুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে সঞ্জয় আচার্য পরিচালিত শিশুশ্রম বিরোধী আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপের নাটক মূষিক।দর্শকদের মুখরতায় ও আবেগে সমাদৃত হল নাটকগুলো। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় দলের সভ্যবৃন্দদের গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। সংবর্ধিত হলেন দেবাশীষ সরকার,দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল চক্রবর্তী প্রমুখ।দলের তরফ থেকে স্কলারশিপ পেল শিশু অভিনেতা মোহনা গোস্বামী। বাদল সরকারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে দলের শিশু কিশোর বিভাগের নাটক হট্টমালার ওপারে প্রদর্শিত হল। পরিচালনায় কেয়া ঘোষ। এরপর একের পর এক নাটক উত্তরায়ণের নাটক খেলাঘর,ফিনিকের নাটক বারবার ফিরে আসি এবং আরণ্যক থিয়েটার গ্রুপের নিজস্ব প্রযোজনা সঞ্জয় আচার্য নির্দেশিত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইয়ে কাহানি আনহোনি নাটকগুলি দেখে বহু গুণি মানুষ ও বন্ধু নাট্যদল ও দর্শকদের প্রাণবন্ত উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মত। এই দিনের প্রতিটি নাটক নাট্যমোদিদের মনে রেখা পাত করে। তারা বলেন এ রকম নাটক আরো দেখতে চাই।

উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন অব্যাহত

নৈনিতাল, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরাখণ্ডে ৩৮তম জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণকারীদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন রেকর্ড গড়েছেন। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোতে উত্তর প্রদেশের শচীন যাদব ৮৪.৩৯ মিটার থ্রো করে ইতিহাস তৈরি করেছেন। ১০ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে তিনি স্বর্ণপদক জিতেছেন। উত্তরাখণ্ডের দৌড়বিদ অঙ্কিতা ধ্যানি ৫০০০ মিটার দৌড়ে তিনি সোনা জিতেছেন। জিম ন্যাস্টিকসে মজিদা খাতুন রূপো এবং অনিকেত চক্রবর্তী ও প্রতিষ্ঠা সামান্থা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

মেঘালয়ে বিএসএফ-এর হাতে ধৃত তিন বাংলাদেশি মহিলা অনুপ্রবেশকারী

শিলং, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মেঘালয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর হাতে ধরা পড়েছেন তিন বাংলাদেশি মহিলা অনুপ্রবেশকারী। তাদের মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্তে আটক করেছেন বিএসএফ-এর কর্তব্যরত জওয়ানরা।গত মঙ্গলবার বিএসএফ-এর আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত সোমবার বিকালে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সজাগ জওয়ানরা পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে

প্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর প্রাক্কালে প্রভাববিস্তারকারী, পডকাস্টার, অ্যানিমেশন নির্মাতা, গেমস ডেভেলপার প্রমুখদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ১৩ফেব্রুয়ারিঃপ্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে আজ একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিশ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেদী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা - দাভোস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতিধ্বনি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ' ইকোনমি'-র উপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হলগুলিতে অনুরণিত হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যোগ, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও আয়ুর্বেদের মাধ্যমে সেই ধারাকেই বহন করছেন। ওয়েভস এই প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ। এর লক্ষ্য হল, ভারতকে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানী করে তোলা। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়েভস বাজার, তিনটি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ, ওয়েভস পুরস্কার এবং আরও একটি চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেন। ওয়েভস বাজারঃসৃজনশীলঃ অর্থনীতির সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার - অনুষ্ঠানে ওয়েভস বাজারের সূচনা করা হয়। এটি একটি বিশ্বজনীন ই-মার্কেটপ্লেস, এর লক্ষ্য ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগসাধন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্ডি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন। এখানে প্রয়োজনমাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানকে সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপনী প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকৃতি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি নতুন ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ -১. ওয়াহ উস্তাদঃকেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও দূরদর্শনের সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ভাবনায় এই চ্যালেঞ্জের আওতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমপ্রাপ্ত তরুণ কন্ঠ শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দুটি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গ্র্যান্ড ফিন্যালে হবে ওয়েভস ২০২৫-এ। এর জন্য নথিভুক্তিকরণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। প্রসার ভারতীর ওয়েবসাইটে প্রতিযোগীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। (বিশ্বকে খাদি পরানোর চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জের আওতায় খাদিকে একটি বিশ্বজনীন ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রচারাভিযান চালাতে বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রের পেশাদার ও ফ্রিল্যান্সারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদির প্রসার ঘটানো এর লক্ষ্য। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন আঙ্গিকে (ডিজিটাল, প্রিন্ট, ভিডিও প্রভৃতি) প্রচারের উদ্ভাবনী ধারণা পেশ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উসাহ দেওয়া হবে। অনুরণনঃ ইলেক্ট্রনিক ডান্স মিউজিক চ্যালেঞ্জ ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের এই চ্যালেঞ্জের আওতায় সারা বিশ্বের শিল্পী, সুরস্রষ্টা, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের প্রসারে নতুন চ্যালেঞ্জ - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আরও একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করেছে। যে সব চলচ্চিত্র ভারতের সমৃদ্ধ পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে, সেগুলিকে এর আওতায় উৎসাহ দেওয়া হবে। ওয়েভসঃভারতের সাংস্কৃতিক দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন - অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল আমাদের গৌরবজনক অতীতের নিদর্শনই নয়, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ভবিষ্যতের মেরুদন্ডও বটে। সমৃদ্ধ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ওয়েভসের মতো গতিশীল প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দক্ষতাই আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এই উদ্যোগের জন্য তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জে সারা বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এপর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি পেশাদার ও উঠতি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এই চ্যালেঞ্জে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। এপর্যন্ত ৩১টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টিতে এখনও নাম নথিভুক্তি করার সময় রয়েছে। ২২টিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভারতঃ গল্পকথনের দেশ -বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাণের এক শক্তি কেন্দ্র। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গেমিং সর্বত্রই এর বিস্তার। সে জন্যই এই দক্ষতাকে আমরা আমাদের ' পাওয়ার' বলি। সুবিস্তৃত এই সৃজনশীল শক্তি আসন্ন ওয়েভস সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাবে এবং এটি বিশ্বের সৃজনশীল অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটি মঞ্চ হয়ে উঠবে বলে শ্রী কাপুর আশা প্রকাশ করেন। এ সুযোগ হারানো চলবে না -এই প্রথম এমন এক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে অডিও, ভিডিও এবং বিনোদন এক মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে। সারা বিশ্বের সৃজনশীল মানুষের কাছে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অনন্য সুযোগ। এই সুযোগ কোন ভাবেই হারানো চলবে না বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্তব্য করেন।

মার্কিন গোয়েন্দা প্রধান তুলসি গ্যাবার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমবার আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে আমেরিকায় পা রেখেই মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা প্রধান তুলসি গ্যাবার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের সঙ্গে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলসি গ্যাবার্ডের সঙ্গে বৈঠকের ছবি শেয়ার করেছেন মোদী।অন্যদিকে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমবার আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে ওয়াশিংটনে পৌঁছন তিনি। মোদীর পৌঁছনোর আগেই সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে বসবাসকারী ভারতীয়রা। প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান তাঁরা। মার্কিন মুলুকে তাঁকে ঘিরে ভারতীয়দের উচ্ছ্বাসের ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মোদী লিখেছেন, 'প্রবল শীতে উষ্ণ অভ্যর্থনা।'আমেরিকার ডিরেক্টর অফ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এর অধিকর্তা তুলসি গ্যাবার্ডের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ।তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওয়াশিংটন ডিসি-তে মার্কিন জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা তুলসি গ্যাবার্ডের সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন। দু'জনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সহযোগিতা বৃদ্ধির উপরও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ।

দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে তুমুল হট্টগোল। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তুমুল হট্টগোল ওয়াকফ বিল নিয়ে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার জেপিসি রিপোর্ট সংসদে পেশ হতেই বিক্ষোভ দেখায় বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের। যদিওকোনও বেনিয়ম কিছু হয়নি, বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি

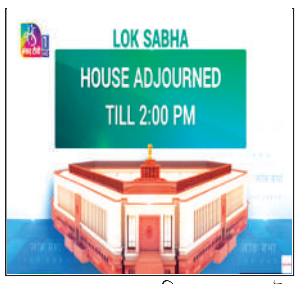

সরকারপক্ষের। এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি হবে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃচলতি মাসের ২৩ তারিখে সম্প্রচারিত হতে চলেছে মন কি বাত অনুষ্ঠানটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রেডিও জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের।প্রধানমন্ত্রী চাইছেন এই অতিথিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই তিনি রেডিও জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও মন কি বাত অনুষ্ঠানে মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়ার ঘোষণা বাজেটে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়া হবে। পাশাপাশি এক লক্ষেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। বুধবার রাজ্য বাজেটে স্মার্টফোন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন চঃন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।রাজ্য বাজেটে এই ঘোষণা করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা তৃণমূল স্তরে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন। প্রতিটি মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবাও দেন। তাঁদের কাজকে সম্মান জানিয়েই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়া ছাড়াও এক লক্ষের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে। এর জন্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চিনাবাদাম ও সয়াবিন চাষিদের জন্য সুখবর, ক্রয়ের সময়সীমা বাড়লো

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চিনাবাদাম ও সয়াবিন চাষিদের জন্য সুখবর, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান চিনাবাদাম এবং সয়াবিনের ক্রয়ের সময়সীমা বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছেন। এছাড়াও ২০২৫-২৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী-আশা যোজনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সয়াবিন ক্রয়ের সময়কাল মহারাষ্ট্রে ২৪ দিন এবং তেলেঙ্গানায় ১৫ দিন বাড়ানো হয়েছে। চিনাবাদাম কেনার সময় কর্ণাটকে ২৫ দিন এবং গুজরাটে ৬ দিন বাড়ানো হয়েছে।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন তুর, মসুর এবং উরদের ১০০ শতাংশ ক্রয় আগামী ৪ বছর অব্যাহত থাকবে। দেশীয় উৎপাদন বাড়বে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে। ভারত ডালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকারের

প্রয়াগরাজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হন অসমের বিধায়ক বিজয় মালাকার। তিনি সেক্টর ১৮-র হর্ষবর্ধন মার্গে অবস্থিত গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্যের শিবিরে গিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।শিবিরে পৌঁছে তিনি পূজা-অর্চনা করেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্যের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করার পাশাপাশি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি।

বিজেপি ও তৃণমূল উচ্চস্তরে একসঙ্গে কাজ করছে ঃনওশাদ সিদ্দিকী

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর মতে, বিজেপি ও তৃণমূল উচ্চস্তরে একসঙ্গে কাজ করছে। ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একা লড়তে চায়, এ প্রসঙ্গে আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, যদি তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে, তবে তারা অবশ্যই পূর্ণ আসন পাবে। বিজেপি এবং তৃণমূল উচ্চ স্তরে একসাথে কাজ করছে। আসন্ন নির্বাচনে বাংলার মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে প্রস্তুত। ভারতীয় সেক্যুলার ফ্রন্ট বাম এবং কংগ্রেসের মতো সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সাথে একসাথে লড়াই করবে উভয় দলের বিরুদ্ধে।

বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব বেতার দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব। প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় এই দিনটি।বিশ্ব বেতার দিবসের বিশেষ দিনে তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, বিশ্ব বেতার দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সংবাদ পরিবেশন, চলচ্চিত্রের গান, বিনোদনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রচারে রেডিওর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রেডিওর সঙ্গে আমাদের সবার অমূল্য স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক যোগাযোগের যুগেও রেডিও আমাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ।

আজ ঝাড়খণ্ডে সবেবরাতের ছুটির ঘোষণা

রাঁচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার সবেবরাত উপলক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, আগে বিজ্ঞপ্তিতে যে ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল ওই বিজ্ঞপ্তিতে আংশিক সংশোধন করে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার) সবেবরাত উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৬ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

ডাম্পার-ট্যাক্সি মুখোমুখি, বালিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ২ জনের মত্যু ,আহত আরও ৪

বালি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ডাম্পার-ট্যাক্সি মুখোমুখি। বালিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু, আহত আরও ৪। বুধবার রাতে একটি সিমেন্ট ঢালাই মিক্সার মেশিনের সঙ্গে উল্টোদিক থেকে আসা ট্যাক্সির ধাক্কা লাগে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ট্যাক্সি চালকের নাম সিয়ারাম প্রসাদ (৪৯)। তিনি কলকাতার গোবিন্দ খটিক রোড এলাকার বাসিন্দা। মৃত যাত্রীর নাম দিব্যেন্দু দেবনাথ (৩৭)। তিনি বেলুড়ের লালাবাবু শায়র রোডের বাসিন্দা। গ্যাস কাটার দিয়ে মৃতদের উদ্ধার করে বালি ট্রাফিক এবং বালি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বালি থানা এলাকার জি টি রোডের দেওয়ানগাজি তর্ক সিদ্ধান্ত লেন এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ১২টা নাগাদ জি টি রোড দিয়ে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল সিমেন্ট ঢালাই মিক্সার মেশিন। দেওয়ানগাজির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হটাৎই

উল্টোদিক থেকে আসা ট্যাক্সিটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে সিমেন্ট ঢালাই মিক্সার মেশিনের। ট্যাক্সিটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ধাক্কা লাগার পর ট্যাক্সিটি দুমড়ে মুচড়ে মিক্সার মেশিনের তলায় চলে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকল। ডাম্পারটি সরানোর জন্য নিয়ে আসা হয় আর্থ মুভার। পরে গ্যাস কাটার দিয়ে ট্যাক্সি কেটে ২ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যায়। দুর্ঘটনায় তিন বাইক আরোহী ও পথচারী জখম হন। আহত ৩ জনকে জয়সোয়াল হাসপাতালে এবং ১ জনকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতেরা হল ছোট্টু রায় (২৮), সুজয় দাস (২৫), রাজা মন্ডল (৩৪) এবং বাবাই দাস (২৪)। রাজা মন্ডল কলকাতার জোড়াবাগানের বাসিন্দা। বাকি আহতেরা হাওড়ার বাসিন্দা। সিভিল ডিফেন্স, বালি ট্রাফিক, বালি থানা, স্থানীয় বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়, এমনকি স্থানীয় মানুষেরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারের কাজে হাত লাগান।

এই দুর্ঘটনায় কয়েক ঘন্টা যানজটের সৃষ্টি হয় জি টি রোডে। বালির বিধায়ক ডা.রানা চ্যাটার্জি জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আনুমানিক রাত প্রায় ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাক্সিটাই বোঝা যাচ্ছে না। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হবে। দুটো বডি দেখা গিয়েছে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু এবং ৪ জন জখম হয়েছেন। কি করে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি। তদন্ত চলছে।

পাণ্ডুয়ায় রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার ১৯ বছরের তরুণের মৃতদেহ

বনস্পতি দে, পান্ডুয়া হুগলি,১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বাড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে আর ফেরেননি তরুণ। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর বাড়িতে পৌঁছয় খবর। রেল লাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৯ বছরের তরুণের দেহ। আর সেই ঘটনায় উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। খুন বলেই দাবি তরুণের পরিবারের। সমকামী সম্পর্কের জেরেই খুন! এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছেন তরুণের দিদি। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণ প্রীতম দাস(১৯)-এর বাড়ি হুগলির পাণ্ডুয়ার রওজা পাড়ায়। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণ। বন্ধুদের সঙ্গে মহানাদ যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। পরের দিন ভোরে ব্যান্ডেল জিআরপি ওই তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পান্ডুয়া আর খন্যানের মাঝে রেললাইন থেকে উদ্ধার হয় দেহ। উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। বৃহস্পতিবার তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ঘটনার পর মৃত তরুণের দিদি প্রিয়াঙ্কা দাস পান্ডুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। প্রীতমের দুই বন্ধু অভি ঘোষ ও কুশল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পান্ডুয়ার রবীন্দ্রপল্লীর বাসিন্দা অভি ঘোষ আর কাজি মহল্লার বাসিন্দা কুশল ঘোষকে গ্রেফতার করে পান্ডুয়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্রীতমদের আদিবাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায়। গত কয়েক বছর ধরে পান্ডুয়ায় দাদুর বাড়িতে থাকতেন তাঁর মা ও দুই বোন। সেখানে যাওয়া-আসা করতেন প্রীতম। প্রীতমের মাসতুতো দিদি রিয়া কুন্ডু জানান, প্রীতম নাচের শো করতেন। অভি ডিজে বাজতেন। তাঁদের দু'জনের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। গত প্রায় তিন মাস ধরে অভির জন্যই পান্ডুয়াতেই ছিলেন প্রীতম। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁরা দুজন ভিডিয়ো কলে কথা বলতেন। তাঁদের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ছিল বলেই সন্দেহ প্রীতমের দিদির। তাঁর কথায়, অভি-র প্রতি দুর্বলতা ছিল প্রীতমের। দুজনের অভিমান হত, ঝগড়াও হত। প্রীতমকে নখ দিয়ে খামচে দেওয়ার দাগও দেখেছিলেন দিদি। ইদানিং নাকি প্রীতমকে সহ্য করতে পারছিলেন না অভি। সেই কারণেই প্রীতমকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি প্রীতমের দিদির। হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে রেললাইন থেকে। তাঁর পরিবারের তরফে পাণ্ডুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু হয়েছে। পুলিশ বিষয়টা খতিয়ে দেখছে।

প্রতিশ্রুতি মিললেও হয়নি কংক্রিটের সেতু, ক্ষোভ স্থানীয়দের

বাগদা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বাগদা উপনির্বাচনের আগে তৃণমূল নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ভোটের ফল বেরোনোর সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু করবে অভিযোগ ভোট মিটলে দেখা নেই কারোর মিলেছে বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি ছিল উপনির্বাচনে বিধায়কের আসনে তৃণমূল প্রার্থী মধুপনা ঠাকুর জয়ী হলে ফলাফল বেরোনোর সাত দিনের মাথায় ব্রিজের কাজ শুরু হয়ে যাবে। উপনির্বাচনের আগে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূল সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। এমন কি তিনি বলেন ব্রিজের কাজ না হলে জুতোর মালা গলায় পড়ে দেওয়ার এমনটাই জানায় স্থানীয়রা। কিন্তু আজও তা হয়নি ব্রিজের কাজ। বৃহস্পতিবার সকালে বাগদা থানার সিন্দ্রানি পঞ্চায়েতের রাঘবপুরে কয়েকশো মানুষ বাওরের উপরে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবিতে ক্ষোভ উগড়ে দেয় কাঠের সেতু ভেঙে যাতায়াত বন্ধের মুখে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

ডুবন্ত বাংলদেশি জাহাজ থেকে ১২ জন উদ্ধার করল ভারতীয় পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর,১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে ডুবন্ত বাংলাদেশি জাহাজ থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করল ভারতীয় পুলিশ। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাগর থানার পুলিশকর্মীরা খবর পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধারকাজে। এই ঘটনায় প্রশংসা কুড়িয়েছেন পুলিশকর্মীরা। সূত্রের খবর এম ভি সি ওয়ার্ল্ড নামের ওই জাহাজটি ছাই নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছিল। ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই জাহাজটি বজবজ থেকে মুড়িগঙ্গা হয়ে সমুদ্রে যাওয়ার পথে ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে চড়ে ধাক্কা মারে। ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্পণ নায়েকের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছায়। এরপর ডুবন্ত জাহাজ থেকে একের পর এক বাংলাদেশিদের উদ্ধার করা হয়। জাহাজের সবাই সুস্থ আছে বলে জানা গিয়েছে। নদীতে ভাটার টান থাকায় জল কমে গিয়েছিল অনেকটাই। সেসময় জাহাজটি ধারে চলে আসে। উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশীদের পরিচয় নেওয়ার কাজ হচ্ছে। প্রাশাসনিকভাবে তাদের বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি, কি কাজ করতেন সমস্ত কিছু জানার কাজ চলছে। ডুবন্ত জাহাজটিকেও সরানো যায় কিনা তা ভেবে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঘটনাটি কিভাবে ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেই বিএসএফের হাতে আটক যুবক

সৌরভ দাশ, স্বরূপনগর,১৩ অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে ঢুকেই সীমান্তে প্রহরারত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের হাতে আটক যুবক। বিএসএফের তরফ থেকে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় আটক যুবক কে। স্বরুপনগর এর বিথারী সীমান্ত এলাকার ঘটনা। ধৃতোর নাম-কাঞ্চন সাহা, বাড়ি মেদিনীপুর বলে জানা গেছে। জানা গেছে, পুলিশি জিজ্ঞাসা বাদে সে জানায় -তার বাড়ি মেদিনীপুরে, সে অবৈধ ব্যবসার সূত্রে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করে। কয়েক মাস আগে সে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরেই বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়। সীমান্তে কড়া নজরদারির ফলে সে ভারতে ফিরে আসতে পারছিল না। গতকাল রাতে বিথারী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার পরেই বিএসএফ তাকে আটক করে। বৃহস্পতিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের তরফে।

চিফ একজিকিউটিভ অফ দি ইয়ার পুরস্কারে ভূষিত হলেন WBPDCL এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ পি বি সেলিম, আই এ এস

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড WBPDCL এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিটেক্টর ডঃ পি বি সেলিম, আই এ এসএর দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ,WBPDCL পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা বিদ্যুৎ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে চলেছে। ২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস ডঃ সেলিম, দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের অধিবাসী। জুন ২০১৯ সাল থেকে তার সুষ্ঠু নেতৃত্বে WBPDCL এক অতুলনীয় সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। শক্তি উৎপাদনের মানচিত্রে উদ্ভাবনের আলোক স্তম্ভ হয়ে উঠেছে এই সংস্থা। WBPDCL রাজ্যের মানুষের স্বার্থে সুলভে, উৎকৃষ্ট মানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আগামীর চাহিদা পূরণে, এই সংস্থা সক্রিয়ভাবে শক্তির যোগান দিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নে যথাযথ অবদান রেখে চলেছে। WBPDCL এর সাগরদিঘী সাঁওতালি ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সর্বভারতীয় পি এল এফ সরণিতে নিয়মিত ভাবে উচ্চস্থান অর্জন করে এসেছে এবং দেশের মধ্যে সেরার শিরোপা অর্জন করেছে। স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে সংস্থার ক্যাপটিভ কোল প্রোডাকশন এর যাত্রা শুরুর সুফল এখন আর এই সংস্থাকে বাইরের কয়লা সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হয় না। এর উন্নতি সাধনে চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর পি বি সেলিম এর অপরিমেয় অবদানের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সম্প্রীতি, গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ASSOCHAM কর্তৃক আয়োজিত, এনার্জি এক্সেলেন্স এওয়ার্ড ২০২৫ এ ডক্টর পি বি সেলিমকে চিফ একজিকিউটিভ অফ দি ইয়ার পুরস্কারের ভূষিত করা হয়।

বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী সম্মেলনে বাঁকুড়ার নতুন কমিটি গঠন

অনিরুদ্ধ সরকার,বাঁকুড়া, ১৩ ফব্রুয়ারিঃ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের চতুর্দশ বাঁকুড়া জেলা বিজ্ঞান কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। জানা যায় গত ৯ ই ফেব্রুয়ারী শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন ছাতনা অডিটোরিয়ামে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিকেল বায়োলজি, যাদবপুরের সিনিয়র প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডাঃ পার্থ চক্রবর্তী । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও

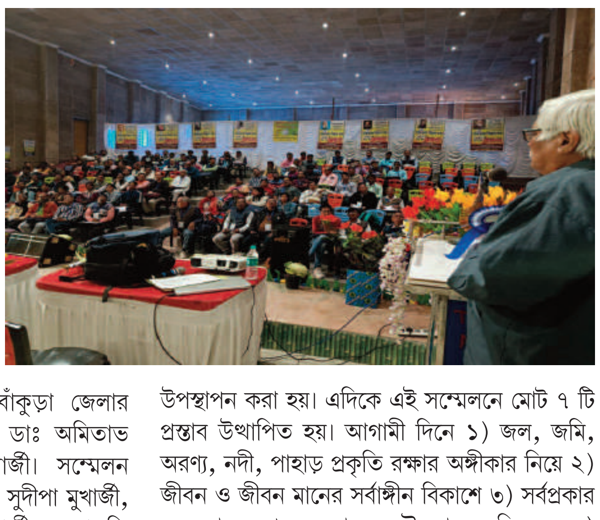

বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন বাঁকুড়া জেলার স্বনামধন্য চিকিৎসক তথা চিন্তাবিদ ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ এবং ডাঃ সোমরাজ মুখার্জী। সম্মেলন পরিচালনায় ছিলেন দুর্গাদাস হালদার, সুদীপা মুখার্জী, হেলেন বসু ও অধ্যাপক স্বপন মুখার্জীর সভাপতি মন্ডলী। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে বাঁকুড়া জেলার সম্পাদক জয়দেব চন্দ্র, অধ্যাপক তপন মিশ্র, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক পুরুলিয়া জেলার সম্পাদক ডাঃ নয়ন মুখার্জী অভিবাদন বক্তব্য রাখেন। এদিন এই সম্মেলনে জেলার প্রতিটি প্রান্ত থেকে ১২৮ জন বিজ্ঞান কর্মী প্রতিনিধিত্ব করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেক্টারের সম্মেলনে গত তিন বছরের কাজের পর্যালোচনা ও আগামী কর্মসূচীর রূপরেখার প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এদিকে এই সম্মেলনে মোট ৭ টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আগামী দিনে ১) জল, জমি, অরণ্য, নদী, পাহাড় প্রকৃতি রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে ২) জীবন ও জীবন মানের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ৩) সর্বপ্রকার কুসংস্কার কুপমন্ডুকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে ৪) বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসাতে ৫) বিজ্ঞানের উপর আক্রমন প্রতিরোধ করার অঙ্গীকার নিয়ে একে বাস্তবায়িত করতে জেলার অভ্যন্তরে কর্মসূচী রূপায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি এদিন এই সম্মেলন থেকে জেলার নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়। ৬২ জনের নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। নতুন কমিটির জেলা সভাপতি - জয়দেব চন্দ্র ও সম্পাদক - প্রশান্ত দাস এবং কোষাধ্যক্ষ - নারায়ণ পরামানিক নির্বাচিত হয় বলে জানা যায়।

পূজোর ডালা মাথায় নিয়ে তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতির সঙ্গে ড.স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ

বনস্পতি দে, তারাপীঠ,১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মাঘী পূর্ণিমায় তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে পুজোর ডালা হাতে নিয়ে, পূজোর ডালা মাথায় নিয়ে এবং তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখার্জীর সঙ্গে ছবিতে স্বামীজি সম্মানিত ড. স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাঘী পূর্ণিমায় তারাপীঠ মন্দিরে তারামায়ের চরণ তলে (১) জগতের মঙ্গল কামনায় এবং (২) সকল ভক্ত বৃন্দ দের নাম গোত্র ধরে পুজো করলাম ও (৩) মহা শ্মশানে ভক্ত বৃন্দ দের নানান সমস্যা

সমাধানের জন্য ভক্তি ভরে মঙ্গলের কাজ করলাম (৪) জগতের মঙ্গল কামনায় এছাড়া (৫) তারা মায়ের মন্দিরে সাধু সেবা করে পেট ভরে নানান পদ দিয়ে মায়ের মহা প্রসাদ বাসন্তী পোলাও খেতে পেরে আমার জীবন ধন্য হলো,স্বামীজি সম্মানিত ড স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ। তারাপীঠ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখার্জি খুবই খুশি ও মুগ্ধ , নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতন ও প্রতিবাদী বাউল শিল্পীর বাউল গানে সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখে এবং সবসময় তারা মায়ের কাছে , ও জগতের মঙ্গল কামনায় শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় তারা মায়ের আশীর্বাদ পাবার জন্য মহা শ্মশানে পুজো ,হোম, যজ্ঞ করা। সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে গিয়ে জগতের মঙ্গল কামনা দেখে তারাপীঠ মন্দিরের আগত ভক্তবৃন্দরা ও সকল পান্ডা পূজারীরা এবং তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখার্জী প্রশংসায় পঞ্চমুখ ড.স্বপন দত্ত বাউল মহারাজের।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া টানতে উদ্যোগ নিলো স্কুল কর্তৃপক্ষ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বর্তমানে বেসরকারি স্কুলের কাছে সরকারি স্কুল পিছিয়ে পড়ছে। পড়ুয়ার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সরকারি স্কুলে। আর তাই সরকারি স্কুলে পড়ুয়া ফেরাতে উদ্যোগ নিলো স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত বছর নতুন ভবন তৈরি হয়েছে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ব্যানার্জির আবাদ প্রাথমিক স্কুলে। তাঁর পরে প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে পড়ুয়ার সংখ্যা সে ভাবে বাড়েনি। তাই নতুন বছরে ওই স্কুলে পড়ুয়া টানতে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এলাকায় মিছিল করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এক সময়ে এই স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছিল। বছর দশেক আগেও স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ছিল তিনশোর বেশি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুল ভবন বেহাল হয়ে পড়েছিল। পরিকাঠামো ও পঠনপাঠন নিয়ে আরও নানা অভিযোগও উঠছিল। এ সবের জেরে পড়ুয়া কমতে শুরু করে। অনেকেই সরকারি প্রাথমিক স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করান।

বছর তিনেক আগে স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা একশোর নীচে নেমে যায়। বর্তমানে চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। গত বছর থেকেই এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে আনতে উদ্যোগী হন শিক্ষকরা। বর্তমানে দেড়শোর কাছাকাছি পড়ুয়া রয়েছে স্কুলে। যাতে আরও পড়ুয়া স্কুলে আসে, সেই কারণেই বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়ারা গ্রামের পথে মিছিল করে। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। গ্রামের স্কুলেই ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের বার্তা দেওয়া হয়।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার দাস বলেন, আমরা চাই গ্রামের সব ছেলেমেয়ে গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করুক। ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলের মাধ্যমে একটি বার্তা দেওয়া হল। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বৈঠক করেও আমরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর আর্জি জানাব। এব্যাপারে জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, পঠনপাঠন, পরিকাঠামোর দিক থেকে সরকারি স্কুল কোনও ভাবেই পিছিয়ে নেই। অভিভাবকেরা নিশ্চিন্তে বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন। সেই বার্তাটাই আমরা পৌঁছে দিতে চাইছি। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকেরা।

মিছিল সহকারে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বহড়ু সমবায় সমিতিতে

দুরন্ত বার্তা, বহড়ু, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ সামনের বছর বিধানসভার ভোট। আর তাঁর আগে সারা রাজ্যে নিজেদের সংগঠনকে আরো মজবুত করতে দীর্ঘ দিন প্রশাসকের হাতে থাকা সমবায় সমিতি গুলোতে নির্বাচনের কাজ শেষ করে নিতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত সরকার। আর সেই মতো জয়নগর থানার বহড়ু সমবায় সমিতির নির্বাচনের দিন ঠিক হয় আগামী ৯ ই মার্চ। গত ১১ ই মার্চ থেকে মনোনয়ন জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ২০১৫ সালের পর দীর্ঘ দশ বছর পর এই সমবায়ে নির্বাচন হতে চলেছে। কোভিড সময়কালে ২০২০ সাল থেকে দীর্ঘ ৫ বছরপ্রশাসকের হাতে ছিলো এই সমবায়। আর এই সময়ে সমবায়ের শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য ডিভিডেন্ড থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি বাৎসরিক মিটিং পর্যন্ত করা হয় নি এখানে। ২০১৫ সালে এখানে তৃনমূল,কংগ্রেস,এস ইউ সি আই, সিপিআইএমের মিলিত বোর্ড ক্ষমতায় এসেছিল। আর এবারে তৃনমুল এখানে একাই লড়ছে। সিপিআইএম,এস ইউসি আই, বিজেপি আলাদা করে মনোনয়ন জমা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে এখানে নির্বাচন হতে চলেছে ওই দিন।

১২৩২ জনের জয়ের ভাগ্য নির্ধারিত হবে ৪৯ জনের।আর সেই জয়ী ৪৯ জন থেকে ১২ জনের মূল কমিটি তৈরি হবে।

এই ৪৯ জনের মধ্যে তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। একটি তপশিলি জাতি বা উপজাতি ও দুটি কেবল মহিলাদের জন্য। এই সমবায়ের অধীন বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও আশেপাশের দক্ষিন বারাশত পঞ্চায়েত,শ্রীপুর ও উওর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সদস্য আছে। এই সমবায় টির বয়স বর্তমানে একশো বছর। বৃহস্পতিবার জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বহড়ু বলাকামাঠ থেকে বহড়ু বাজারের সমবায় সমিতির অফিস পর্যন্ত দলীয় কর্মী সমর্থক সহ ৪৯ জন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা একসাথে মনোনয়ন জমা করতে আসেন বিশাল মিছিল সহকারে। আর এদিনের এই মিছিলে যে কোনো ধরনের গন্ডগোলের আশংকায় জয়নগর থানার পুলিশের বিশাল টিম মোতায়েন করা হয়েছিল বহড়ু এলাকায়।

এ দিন এ প্রসঙ্গে জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস বলেন, এতদিন বহড়ু সমবায় সমিতিতে এককভাবে তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল না,তাই এলাকার মানুষ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এবার থেকে তৃনমূল ক্ষমতায় এসে মানুষের পাশে থেকে কৃষকসহ সাধারণ মানুষদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান করবে। আমাদের জয় শুধু এখন সময়ের অপেক্ষা।

এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির ডিএম অফিস অভিযানের ডাক

হাওড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে কয়েক দফা দাবিতে আগামী ৮ই এপ্রিল এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির ডাকে ডিএম অফিস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে আগামী দিনের এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক সৌরভ মন্ডল, এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি মহঃ তমজিদুর, এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির পত্রিকা সম্পাদক নীলাঞ্জন প্রামাণিক প্রমুখ। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে এসএফআইয়ের দাবি, তাদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে পড়েই হাওড়া জেলার শিক্ষা অধিকর্তা গত ৬ ফেব্রুয়ারি একটি সার্কুলার প্রকাশ করেন যাতে বলা হয় যে ২০০৯ সালে প্রকাশিত শিশু শিক্ষা অধিকার আইন অনুসারে প্রত্যেকটি সরকার

অনুমোদিত বা সরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ২৪০ টাকার বেশি ফি গ্রহণ করতে পারবেনা। কিন্তু বর্তমানে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্কুল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের থেকে অতিমাত্রায় ফি কালেক্ট করা যায় তার পরিকল্পনা করে চলেছেন। এবং এই শিক্ষাবর্ষেই পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর অতিরিক্ত ফি কালেক্ট করা হয়েছে অনেক স্কুলে। তার প্রতিবাদেই ডিআই এর কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ডিআই একটি সার্কুলার পাশ করেন এবং তাতে স্পষ্ট করে বলা হয় যে প্রত্যেকটি স্কুলকে অতিরিক্ত টাকা অভিভাবকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। যে স্কুল কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেবে না সেই স্কুলে এসএফআই আবারও আন্দোলনে যাবে। হাওড়া জেলার শিক্ষা স্বার্থে, আইনে যা বলা রয়েছে তা রক্ষার্থে এবং রাজ্য সরকারের অপদার্থতার জন্য যে স্কুলগুলো বন্ধ হয়েছে তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে এসএফআই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং ভবিষ্যতে হাইকোর্টের মামলার দিকেও এগোবে। এই মুহূর্তে হাওড়া জেলায় যে ২৮৭টি স্কুল বন্ধ হওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে সেই বিষয়েও ডিআই-কে জানানো হয়েছিল। গ্রামীন এলাকায় ছাত্রী কলেজ বাড়ানোর দাবিও জানানো হয়। কারণ হাওড়া জেলায় স্নাতক স্তরে ড্রপ আউটের সংখ্যা ৪১ শতাংশ যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। অথচ যেখানে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে ৬ লক্ষেরও বেশি ছাত্রীর নাম এনরোলমেন্ট করা রয়েছে। গত কয়েক বছর রাজ্যে স্কুলগুলোতে, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলিতে কোনরকম নিয়োগ হয়নি। স্নাতক স্তরে যা সিলেবাস সেট করা হয়েছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের সিলেবাস শেষ করার আগেই সেমিস্টার চালু হয়ে যাচ্ছে। কলেজের গভর্নিং বডিতে কোনরকম নির্বাচন হচ্ছে না। কলেজগুলিকে শাসকদলের পার্টি অফিস বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল কলেজের সার্বিক উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের থেকে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফান্ড পাওয়া উচিত তা পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে থাকা বিভিন্ন কলেজে ভর্তির ফি এর ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হাওড়া জেলায় থাকা ১৬ টি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর কোনরকম অসুবিধার জন্য তাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন ক্যাম্পাসে ছুটতে হচ্ছে। এসএফআইয়ের দাবি এই ভর্তির ফিসের বৈষম্য থামাতে হবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি বোর্ড হাওড়া জেলায় স্থাপন করতে হবে যা শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা হাওড়া জেলার ১৬ টি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধান করবে। এই দাবি নিয়েই আগামী ৮ই এপ্রিল এসএফআই হাওড়া জেলা কমিটির ডাকে ডিএম অফিস অভিযান হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৫ সংখ্যা, শুক্রবার ১ ফাল্গুন, ১৪৩১

রসিক দেবব্রত বিশ্বাস

রসিক রাজা জর্জদা। দেবব্রত বিশ্বাস। শরতের এক সকালে জর্জদা গাইছেন হৃদয়ে ছিলে জেগে গানটা। শুনে শুনে শেখার চেষ্টা করছি। স্থায়ীটা গাওয়া সবে শেষ করেছেন, খোলা একটা জানালার পাশে পাঁচিলের গায়ে রোগা কুল গাছটার ডালে বসে একটা কাক হঠাৎ কা-কা করে উঠলো। জর্জদা হারমোনিয়াম থামিয়ে কাকটার দিকে চেয়ে বললেন, ভূষন্ডি দ্যাহেন! তাও কাউয়া আইস্যা আমার এইহানে। ঠিক আর কোকিলগুলান সব রাসবিহারীর মোড় দিয়া উইড়্যা যায়। এর লাইগ্যা সারাজীবন আমার বিয়াই হইলো না। জর্জদার রসিকতা নিয়েই শুধু একটা বই লেখা যায়। শিল্পীদের নিয়েও কি রসিকতা কম ছিলো তাঁর? বিমান মুখোপাধ্যায় তখন এইচ এম ভি এর উপদেষ্টা মন্ডলের সদস্য বা ওই ধরণের কিছু। জর্জদার ছাত্র স্বপন গুপ্ত অডিশন দিয়ে এসেছেন এইচ এম ভি-তে রেকর্ড করার জন্য। জর্জদা একদিন বিমানদাকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বকেমন করছে স্বপন, শুনলেন কিছু? বিমানদা বললেন, গায় তো খুবই ভালো, কিন্তু হুবহু আপনার মতো। জর্জদার সহাস্য উত্তর, আমার ছাত্র কি আপনার মতো গাইবো? মনে পড়ে একদিন, যাকে বলে ওভার স্মার্ট এক যুবক হঠাৎ ঘরে ঢুকেই বললো, জর্জদা, যেমন করেই হোক আমাকে তৈরী করে দিতেই হবে, যাতে আমি অবিকল আপনার মতো গাইতে পারি। জর্জদা খুব শান্তস্বরে বললেন, উত্তেজিত ক্যান? বসেন। মন দিয়া শোনেন। আমার এইহানে ঢোকার আগে ডানদিকে যে ওষুধের দোকান আছে, দ্যাখছেন? ওই দোকানে যান, গিয়া কইবেন, 'দুই ফাইল হাঁপানীর ওষুধ দ্যান'। ওই ওষুধ শেষ কইরা তারপর আমার কাছে আসবেন। আমার মতো হাঁপানী না জুটাইলে তো আমার মতো গাইতে পারবেন না। কেউ একবার জানতে চেয়েছিলেন জর্জদার কাছে,আপনি বাঙাল ভাষায় কথা বলেন, তাহলে গান গাওয়ার সময় তা' করেন না কেন? জর্জদা তার উত্তরে বলেছিলেন, আমার জন্ম হইল গিয়া ওপার বাংলায়, আমার ভাষা বাঙাল, তো আমি সেই ভাষা ক'মু, না ফরাসী ভাষা ক'মু? তাছাড়া ভালো লাগবো আপনের, যদি ওই ভাষায় রবিবাবুর গান গাই? শোনেন না বলে তা'কে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, এতদিন যে বস্যে সিলেম পথ চিন্যে আর কাল গুন্যে। বলা বাহুল্য হাসি চেপে রাখতে পারেন নি প্রশ্নকর্তা। নিজেই একদিন বললেন, বিকালে যতো বুড়াগুলা আসে আমার কাছে তাস খেলতে। বকরবকর করে। একেকদিন মাংসের কিমা বানাইয়া তেনাগো মুখ বন্ধ কইরা দেই। আপনি আমার কাছে সকালের দিকটায় আসেনস্ব। সাধারণত সকলকেই আপনি বলতেন জর্জদা। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় নি তা'র। রেডিওতে আমার পড়া সমীক্ষা, সংবাদ পরিক্রমার খুব তারিফ করতেন জর্জদা। বলা বাহুল্য, সেটা ছিলো আমার পরম প্রাপ্তি। একদিন জর্জদা বললেন, আমার মাথার পিছনে দ্যাহেন কয়েকটা ফাইল আছে, নামান তো। কত মানুষ কত জায়গা থেকে চিঠি লিখতেন জর্জদাকে। জর্জদা সেগুলির উত্তর দিতেন এবং যত্ন করে চিঠিগুলি রেখেও দিতেন। মজার সব শিরোনাম ছিলো ফাইলগুলোর- কোনোটা পাগলামী, কোনোটা ভালোবাসার অত্যাচার, কোনোটা বা টিন এজার, সেন্টিমেন্টালিস্ট এডাল্টস ইত্যাদি। নানা ধরণের পত্রপ্রেরকদের ওইভাবে শ্রেণীবিভাগ করে রাখতেন জর্জদা। যত্ন করে যেমন সেগুলির উত্তর দিতেন, তা'র কার্বন কপিও করে রাখতেন। একটা ফাইল থেকে বেছে আসা একখানি চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, এক্কেরে সংবাদ পরিক্রমার মতো কইরা পইড়্যা দ্যান দিহি। চিঠিটা পড়লাম, জর্জদার এক অনুরাগিনী লিখেছেন। চিঠির ওপরে গোলাপফুল আঁকা। ভালোই তো, আপনার গান খুব ভালোবাসেন, তারই প্রশংসা করেছেন। জর্জদার সহাস্য উত্তর, হ, মহিলা সেই ফরিদপুর থিক্যা ল্যাখছেন।

ধর্ম বিচ্ছেদ করে, সংস্কৃতি ঐক্য

কলেজ স্ট্রিট। শুধু বাংলা বা ভারত কেন, সারা বিশ্বে এমন রাস্তা খুব কমই আছে, যার অলিগলি পাকস্থলির ভিতরে শুধু বই আর বই। তবে কোন সুদূর অতীতে এক আশ্চর্য বইয়ের বীজ কেউ পুঁতে দিয়েছিল এর মাটিতে। তা থেকেই ডালপালা বার করে তৈরি হয়েছে এই মহীরুহ। এই পাড়া স্বয়ম্ভূ। এর আদি নেই, অন্ত নেই, লয় ক্ষয় নেই। ঠিক তখনই হাতে আসে রেভারেন্ড জেমস লং-এর আক্ষেপভরা লেখা। সেই জেমস লং, যিনি মাইকেলকে দিয়ে নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়ে হাজতবাস করেছিলেন। দেড়শো বছরের কিছু আগে, ১৮৫৭ তে জেমস লং দুঃখ করে লিখছেন তৎকালকাতায় কোনো বইয়ের দোকান নেই, আছে শুধু ফেরিওয়ালা। তাঁরা মাথায় ঝাঁকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বইফিরি করে বেড়ায়। এই কায়দাও অবশ্য নতুন কিছু না। ইউরোপে বই ছাপা শুরু হলে ভাল বইয়ের এত দাম ছিল, যে সাধারণ মানুষ তা কিনে পড়তে পারতেন না। তাঁদের জন্য ছিল সস্তা কাগজে বাজে ছাপা কিছু বই। এদের বলা হত চ্যাপবুক। চ্যাপবায় নামে ছেলেরা কয়েক পেনির বদলে পাড়ায় পাড়ায় এদের ফেরি করে বেড়াত। কলকাতায় সবেধন নীলমণি হিসেবে লালদিঘির পাশে 'সেন্ট অ্যান্ড্রুজ' নামে একটা বিলিতি বইয়ের দোকান ছিল। লন্ডন থেকে জাহাজে করে বই এলে সাহেবে মেমসাহেবরা এই দোকান থেকে বই কিনতেন। ১৭৭৮ সালে প্রথম বাংলা বই হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হলে তা এই দোকান থেকেই বিক্রি হত। এদিকে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে সাহেবদের নেটিভ ভাষা শেখানোর জন্য দেদার বাংলা বই ছাপা হতে লাগল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রীতিমতো গ্রন্থাগার স্থাপন হল। মুশকিল হল যেহেতু খোলা বাজারে সেসব বই পাওয়া যায় না, তাইও বই চুরি হতে শুরু করল আর কালোবাজারে বিকোতে লাগল চড়া দামে। কলেজ কাউন্সিল ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেরাই বই ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায্য দামে বেচবেন। কলকাতা নতুন এক ব্যাবসার নাম শুনল। বই ব্যাবসা। কলকাতায় প্রথম বই বিক্রেতা তিনি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। প্রথমে শুধু বই বিক্রেতা হলেও পরে একাধারে প্রেসের কর্মী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা সঠিক উপায় বলে দেন। শিশুকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তিনি দিশা দেখান। ঠাকুর প্রায় বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে ভক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মনে ভক্তি আনতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

জাগরিত করতে হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত নতুনভাবে গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে আনতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশের উন্নতির কাজ করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে। মা ভবতারিণী সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন।

বাংলার সাহিত্য জগতে একটি নতুন দিককে প্রকাশ করতে কলম ধরলেন কথা সাহিত্যিক ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ সান্যাল যা আজও পাঠকদের মুগ্ধ করে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঠিক কী নামে ওঁকে ডাকা হবে, তা নিয়ে নিজেই সন্দিহান ছিলেন নারায়ণ সান্যাল। কলেজ স্ট্রিটে দে'জ পাবলিশিং-এর কাউন্টারে বসে শুনতে পেতেন অফিস ফেরতা মানুষগুলো শেষবেলার যাই যাই ট্রেন ধরার আগে ছুটে এসে কিনে নিতেন ওঁর লেখা বই। কাউন্টারে এসে চাইতেন আমাকে একখানা বিশ্বাসঘাতক নারায়ণ সান্যাল, এদিকে একখান না-মানুষ নারায়ণ সান্যালদ কিংবা রাস্কেল নারায়ণ সান্যাল দেখি।দ শুনে কাউন্টারে বসে থাকা প্রকাশক মশাইয়ের রক্তচাপ বেড়ে গেলেও তিনি স্বয়ং তা সানন্দে উপভোগ করতেন। নিজেই লিখেছেন এ গল্প। আসলে ঠিক এটাই নারায়ণ সান্যাল।

আর উপভোগ করবেন না-ই বা কেন? সারা জীবনে প্রায় দেড়শো বই লিখেছেন। কিন্তু একটা বইতেও নিজেকে পুনরাবৃত্তের চেষ্টাও করেননি। তাঁকে দেগে দেওয়া যায়নি কোনও একটা বই বা একটা চরিত্র দিয়ে। প্রকাশক গলদঘর্ম হয়েছেন তাঁর লেখা বইকে বিষয়ভিত্তিক সাজাতে। যদিও কোনওক্রমে উনিশটি বিষয়ে সাজিয়েছেন তাঁর লেখাকে, তবুও প্রতিটি বই আবার দু' তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভুক্ত।

তাঁর বহুপঠিত 'বিশ্বাসঘাতক' উপন্যাসটিকেই ধরা যাক। গদে বাঁধা উপন্যাস বলতে বাধে একে, কারণ উপন্যাসে কেমিস্ট্রির ফরমুলা অপ্রত্যাশিত। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও না, কারণ সেক্ষেত্রে রোম্যান্টিক কাহিনি অপাঙক্তেয়। শেষ দৃশ্যে অপরাধী নিজেই ধরা দিচ্ছে, তাই গোয়েন্দা কাহিনি হবার প্রশ্নই নেই। এই উপন্যাস আসলে এই সবকটা ঘরানার অনবদ্য এক মিশ্রণ। বড় যত্নে তৈরি এক ভার্সেটাইল খিচুড়ি।

নারায়ণ সান্যাল জানতেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জাত নির্ধারণে বারবার অসমর্থ হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের হাত একবার হলেও আটকে যাবে তাঁর বই হাতে নিয়ে। কোন তাঁকে রাখা যাবে এই বইকে? বিষয়ভিত্তিক আলমারি তাঁর জায়গা নয়। তাঁর নামে নতুন তাক খোলা হবে। তিনি বিষয়ে নয়, বিষয় তাঁর মধ্যে সম্পৃক্ত হবে। নারায়ণ সান্যাল নিশ্চিত জানতেন।

১৯২৪ সালের ২৬ এপ্রিল কলকাতায় জন্ম। বাবার দেওয়া নাম নারায়ণদাস সান্যাল। বেড়ে ওঠা কৃষ্ণনগরে। সেই আবেশ চিরটাকালই সম্পৃক্ত ছিল তাঁর মনে। নিজেকে পরিচয় দিতেন 'কৃষ্ণকলি' হিসেবে। সাহিত্যিক হয়ে ওঠার চেনাপথে হাঁটেননি।

১৯৪৮ সালে শিবপুর বিই কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যোগ দিয়েছিলেন সরকারি পিডব্লুডি বিভাগে। সে জীবন এক সফল বাস্তুকারের। পেয়েছেন 'ফেলো অফ দি ইনস্টিটিউশান অফ ইঞ্জিনিয়ারস' আর 'ফেলো অফ দি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স' -এর মতো সম্মান।

আর দশটা সাধারণ মানুষ হয়তো এই সাফল্যের ওমটুকু নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু নারায়ণ সান্যাল অন্য ধাতুতে গড়া। ক্রমাগত নিজের কমফর্ট জঙ্গোনকে ভেঙেছেন। একেবারে শুরুর দিকে

তাঁর লেখা 'বকুলতলা পিএল ক্যাম্প' উপন্যাসে প্রথমবার দেখতে পাই দান্তের 'ইনফারনো'-র সেই অমোঘ লাইন তত্যাজ সব আশা, যারা প্রবেশ নিরত এইখানে। জীবনের শেষ লগ্নে সেই দান্তের জীবন নিয়েই লিখলেন দান্তে ও বিয়েত্রিচে। বাংলা ভাষায় দান্তে চর্চার মাইলস্টোন। বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। বাংলা ভাষায় দান্তে চর্চার মাইলস্টোন রচনা তাঁরই হাতে

একদিকে যখন খটোমটো হিসেবনিকাশে ভরা রসকষহীন বাস্তুবিজ্ঞানের টেক্সট বই লিখছেন, প্রায় একই সঙ্গে লিখে চলেছেন শিশুদের জন্য একেবারে যুক্তাক্ষর বর্জিত হাতি আর হাতি-র মতো আশ্চর্য বই। শুধুমাত্র একটা সত্যকাম লিখেই অমর হতে পারতেন তিনি। কিংবা 'রূপমঞ্জরী' কিংবা 'অজন্তা অপরূপা'। কী অপূর্ব ছবিই না এঁকেছিলেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়! ইতিহাস, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং আর সাহিত্যের এমন মেলবন্ধন বাংলা সাহিত্যে আজ অবধি আর হয়নি।

স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এই কাজে। নিজের হাতে সংশোধন করে দিয়েছিলেন বইয়ের বেশ কিছু অংশ। ১৯৬৯ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার এই অসামান্য কাজের স্বীকৃতি মাত্র। অন্য যে কেউ হলে এই 'মৌলিক গবেষক', 'প্রাবন্ধিক', 'সিরিয়াস লেখক' তকমার ঢালে পরম যত্নে নিজেকে চিরকাল আগলে রাখতেন। নারায়ণ সান্যাল কী করলেন? এর পরেই প্যারি ম্যাসনের তথাকথিত পাল্প গোয়েন্দাগল্প অবলম্বনে 'কাঁটা সিরিজ' লিখতে বসলেন। এখানেই উনি অনন্য।

নারায়ণ সান্যালের বিরুদ্ধে ঘোরতর এক অভিযোগ একটু কান পাতলেই শোনা যায়। তাঁর কোনও উপন্যাসই নাকি সেই অর্থে 'মৌলিক' না। বিদেশি উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত। কথাটা নেহাত ভুল, তা-ও বলা যায় না। 'বিশ্বাসঘাতক'-এর বীজ রয়েছে রবার্ট ইউংয়ের 'ব্রাইটার দ্যান অ্যা থাউজেন্ড সানস' বইতে, 'তিমি তিমিঙ্গিল'-এর মূল ভাবনা নেওয়া রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকার এক প্রবন্ধ থেকে, 'নক্ষত্রলোকের দেবাতাত্মা' আর্থার সি ক্লার্কের '২০০১-এ স্পেস ওডিসি' থেকে অনুপ্রাণিত, পুরো কাঁটা সিরিজ পেরি ম্যাসন, পোয়ারো, হোমস থেকে আহরিত।

কিন্তু তাতে কী? সমালোচকদের উত্তর নিজেই দিয়ে গেছেন নারায়ণ সান্যাল। নিজের অননুকরণীয় ভাষায়, ভঙ্গিতে মাকড়সার জাল তার নিজস্ব কীর্তি। মৌমাছির মৌচাক তা নয়। যারা সাহিত্যে মৌলিকতাভিন্ন রস আস্বাদনে অক্ষম, তাঁরা মাকড়সার জাল চর্বন করতে থাকুন, আমার মধুকরবৃত্তিতে বাধা দেবেন না। সত্যজিতের 'ভক্ত' গল্পের সেই মৌলিক মশাইয়ের কথা মনে পড়ে। লেখা ততটা মৌলিক না হলেও তিনি ছিলেন মৌ-লিক। মধু-চাটা বাবু। এ যেন স্বয়ং নারায়ণ সান্যালের বর্ণনা।

দান্তের দিভিনা কোম্মেদিয়া, লেওনার্দোর নোটবই, ডিজনি ল্যান্ডের দরজা, চার্লস লিন্ডবার্গের অভিযান, রোঁদ্যার দ্য থিঙ্কার আর দ্য কিস-এর মতো ভাস্কর্য, ভ্যান গখের চিত্রকলাকে দুই মলাটের বাঁধনে হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। বাঙালি পাঠক সেই মধুভাণ্ড চেটেপুটে খেয়েছে। আবার চমকিত হয়েছে যখন এই লেখকই লিখছেন 'আমি নেতাজীকে দেখেছি', 'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' কিংবা 'নেতাজীর রহস্য সন্ধানে'-র মতো গবেষণামূলক বই।

পত্রপত্রিকার আনুকূল্য পাননি কোনওদিনই। সেই অর্থে 'হাই ব্রো' লেখক ছিলেন না। কিন্তু জীবদ্দশাতেই দেখে গেছেন, তাঁর পাঠকের ঢল নেমেছে বইমেলায়। কলেজস্ট্রিটে। পাড়ার বইয়ের দোকানে।

লেখকের আসল মূল্যায়ন হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। আজও যখন তাঁর লেখা বইগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়, বেস্টসেলার লিস্টে জায়গা পায়, তখন বনফুলের সেই চিঠির কথা মনে পড়ে আপনি অনেক খেটেছেন, অনেক পড়েছেন। সস্তা হাততালি নাই বা পেলেন। বাংলা সাহিত্যের যে উপকার আপনি করলেন তার মূল্য তাতে একতিলও কমবে না।

নারায়ণ সান্যাল নিজেই একবার বলেছিলেন তআমি ক্রমাগত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেছি মুখ্যত অন্তরের তাগিদে আর সেই তাগিদেই তিমি থেকে দেবদাসী, চিত্রকলা থেকে বিজ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে তিনি নিজের পাঠক করে নিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার যে কোনও সাহিত্যিককে পাওয়া মুশকিল যিনি এককভাবে নারায়ণ সান্যালের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি।

২০০৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, যেদিন আচমকা এই নশ্বর দেহ অপাঙক্তেয় বলে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তার পরের দিন কোনও পত্রিকায় প্রথম পাতায় ঠাঁই হয়নি তাঁর। কেউ কেউ

নেহাত করুণাবসে ভিতরের পাতায় এক কলাম খবর করেছিলেন। বেঁচে থাকতে এসবকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতেন তিনি। সেই 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব তাঁর মধ্যে ছিল। ছিল তাঁর তৈরি অমর চরিত্রগুলোর মধ্যেও। হটি বিদ্যালঙ্কার, ক্লাউস ফুকস, বিয়াত্রিচে কিংবা ভ্যান মিগরঁ। এরা তো সব ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু কী পরম মমতায় নিজের জাদুকলমে এদের নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারায়ণ সান্যাল। একেবারে নিজের পুত্রকন্যার মতো। সাদাকালো অক্ষরের নিগড় ভেঙে যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে বড্ড মনের কাছের, নিজের মানুষ হয়ে ওঠেন সবাই। এদের সঙ্গে একলা থাকা যায়, কথা বলা যায়, এদের দুঃখে দুঃখ পেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদা যায়।

নারায়ণ সান্যালের কাজ নিয়ে বহুলতর, ব্যাপকতর চর্চার সুযোগ আছে আর কী অপুর্ব তাঁর ভাষা! কখনও একেবারে শরদিন্দুসম মহাকাব্যিক, আবার তারপরেই নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। আম্র পালীতে যিনি লেখেন এমন কত কত পুরুষই তো সম্ভোগরাত্রি শেষে যাত্রা করেছে প্রাসাদ ত্যাগ করে; কিন্তু এ প্রস্থান তো শুধু প্রস্থান নয়, এ যে আম্রপালীর জীবনে এক মহাভিনিস্ক্রমণ! তিনি আবার 'নক্ষত্রলোকের দেবাতাত্মা'-তে বিজ্ঞান বোঝান এই ভাষায় আইন্সটাইন তাঁর স্পেশাল থিয়োরিতে দুয়ে দুয়ে খাঁটি দুধই বানালেন না, ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরিতে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীরও তৈরি করলেন। দল বেঁধে ফুচকা খেতে অভ্যস্থ তোমার আমার পাকস্থলী যদি সেই ক্ষীর হজম করতে না পারে তবে দোষ আমাদের পাকস্থলীর- ওই খাঁটি ক্ষীরের নয়। বিজ্ঞান আলোচনায় আচমকা লিখে ফেলেন লিমেরিকও-বাপরে কি চটপটে পালোয়ান ভোম্বল, বন-বন, সাঁই সাঁই ঘোরাতো সে ডাম্বল! বিদ্যুৎগতি বেগে ফিটজেরাল্ড চাপ লেগে ডাম্বেল চেপ্টিয়ে হল শেষে কম্বল। শুধু কবিতা! নিজের হাতে আঁকা ছবি, মডেল, ডায়াগ্রামে ভরা থাকত তাঁর বইয়ের পাতার পর পাতা। জটিল তত্ত্ব সব নিমেষেই জল হয়ে যেত। টেলিভিশনের জন্য লিখেছেন উরু কাতু মদনাদ-র মতো টেলিসিরিয়ালের গল্প। নিজে পরিচালনা করেছেন। অভিনয় করেছেন। তাঁর লেখা গল্প থেকে ছবি হয়েছে। সত্যকাম, যদি জানতেম, পাষণ্ড পণ্ডিত, নীলিমায় নীল, অশ্লীলতার দায়ে। সংস্কৃতির কোনও আনাচকানাচে হাত রাখতে বাকি রাখেন নি। তিনি যেন পুরানের ইউলিসিস, যিনি বলেন আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ সান্যাল এক বিশেষ ব্যাতিক্রম। তাঁকে উপেক্ষা করা যায় না কোনওমতেই। প্রতিভা যদি বহুমুখী হয়, তবে তাঁকে নির্দিষ্ট ধাঁচে দাগানো যায় না। আর ঠিক সেই জন্যেই হয়তো আজও তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হল না। তাঁর কাজ নিয়ে বহুলতর, ব্যাপকতর আলোচনার সুযোগ আছে। কিছুদিন আগে 'দীপন' পত্রিকা তাঁকে নিয়ে সুবৃহৎ এক সংকলন প্রকাশ করেছিল। তারও আগে 'অহর্নিশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তাঁর লেখা 'ব্যোমকেশের বিশুপাল বধ'-এর উপসংহার। সটীক। কিন্তু তাও গোস্পদে আকাশ দেখার সামিল। আমি নিশ্চিত, সত্যজিতের মতো ভার্সেটাইল মানুষকে নিয়ে যা উন্মাদনা, নারায়ণ বাবু যতই ভুয়োদর্শী হন না কেন, তাঁর কপালে এর সিকিভাগও জোটে না। তবে আবারও বলছি, তিনি বেঁচে থাকলে এসব কেয়ারও করতেন না।

বাংলা উপন্যাস জগতে একটি জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন নারায়ণ সান্যাল। তিনি ঠিক কী ধরনের গল্প লিখকে পাঠকদের মুগ্ধ করতেন সেটা পাঠকেরাই বলতে পারবে। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রসিক নারায়ণ সান্যাল গল্প লিখতে শুরু করতে গিয়ে বেশ সিরিয়াস হয়ে গিয়েছেন। তিনি ভ্যান গগকে নিয়ে এমন উপন্যাস রচনা করেছেন মনে হচ্ছিল কেনও একজন বড় শিল্পীর জীবন কথা পড়ছি। শুধু পড়ছি না. ছবি দেখছি। আসলে গল্পকে সত্যের আলোকে মেসে ধরার জাদুকাঠি নারায়ণ সান্যালের হাতে ছিল। তার কলম থেকে জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাস লিখছেন সত্যের আলোকে। এখানেই নারায়ণ সান্যালের কৃতিত্ব। তিনি বাজরের লেখক ছিলেন না। লেখখ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে তিনি প্রতি বছরই একটি করে গল্প বা উপন্যাস শারদীয়ার সংখ্যার জন্য লিখতেন না। তিনি বলতেন যে লেখাটা হচ্ছে একটি দর্শন। যাকে নিয়ে লিখছি তাকে পাঠকদের সমানে মেলেই ধরাই হল মূল লক্ষ্য। পাঠকেরা তাঁর লেখার ওপরে নির্ভর করে বহু জীবন সত্যকে জেনেছে। কী করে গল্প তৈরি করতে হয়, গল্পকে আকর্ষনীয় করে তুলতে হয় সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন। সেই কারণে বারবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তিনি বেশ কসরৎ করে গল্প প্লট তৈরি করছেন। রাসবিহারী এবং নেতাজির রহস্য এর সন্ধান করেছেন। সত্যের সন্ধান।

মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁর গ্রন্থাগার খুলে দিয়েছিলেন অঙ্কের স্যার কেসি নাগকে

শঙ্করলাল কর্মকার

উপরে কে সি দাসের ছবি, তিনি বলছেন 'আমি রসগোল্লা বানানোর জন্য বিখ্যাত। তলায় কে সি নাগের ছবি, তিনি বলছেন, আমি রসগোল্লা পাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত। ..... নেপথ্যের আসল রহস্য কী!

তিনি বাঙালির অঙ্কের মাস্টারমশাই। কে সি নাগের অঙ্ক আজও যেন ভয়ের এক প্রতিচ্ছবি! দাঁত ফোটানো যায় না অঙ্কের এমন সব সংখ্যা, বিটকেল ভগ্নাংশের হিসেবপত্তর। চৌবাচ্চার এক দিক দিয়ে জল বের হচ্ছে আর এক দিক দিয়ে ঢুকছে। তেলমাখা বাঁশে বাঁদর উঠছে আর নামছে। সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গতিময় ট্রেন। দাঁত ভাঙা অঙ্ক আর কেসি নাগ যেন সমার্থক। মেধাবীদের কাছে অবশ্য কেসি নাগের অঙ্কের সমাধান করতে পারা বাড়তি মানসিক তৃপ্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি অনেকের চোখে পড়েছে উপরে কে সি দাসের ছবি, তিনি বলছেন, আমি রসগোল্লা বানানোর জন্য বিখ্যাত। তলায় কে সি নাগের ছবি, তিনি বলছেন আমি রসগোল্লা পাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত।

সত্যিটা কী! অঙ্ক ভীতি দূর করে অঙ্ককে কী ভাবে প্রাঞ্জল করে শেখানো যায়, কেশবচন্দ্র জীবনভর সেটাই শিখিয়েছেন। একটার পর একটা অঙ্ক বই লিখে যিনি আজ বরেণ্য বাঙালি জাতির কাছে, উচ্চশিক্ষায় তিনি বিজ্ঞান নয়, চেষ্টা করেছিলেন যদি কলা বিভাগেও স্নাতক হওয়া যায়! অবশেষে ১৯১৭ সালে অঙ্ক ও সংস্কৃত নিয়ে জোড়া বিএ পাশ করেন । শিক্ষকতা আর সামান্য রুজিরোজগার নিয়ে সহজ মধ্যবিত্ত জীবন কাটছিল হুগলির কেশবের । ততদিনে শিক্ষক হিসেবে সুখ্যাতি ছড়িয়েছে অনেকটা। সেই সুখ্যাতি গিয়ে পৌঁছল বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কানে। তাঁর ডাকে মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুরে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন কেশবচন্দ্র নাগ। শুরু হয় কলকাতার মেস-জীবন। রসা রোডের মেসবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। পাকাপাকিভাবে কলকাতার বাসিন্দা হলেও মনেপ্রাণে ছিলেন মফস্বলের ছেলে। মাটির টানে বারবার ফিরে গিয়েছেন হুগলির গুড়াপে, তাঁর আদি বাড়িতে।

কেশব নাগের গুণগ্রাহী ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁর বিশাল লাইব্রেরি তিনি কেশব নাগের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন,কার্যত সেখানেই গণিতের আসল ধ্যানজ্ঞান ও সাধনা শুরু করেন কেশব নাগ। নিজে লিখবেন কোনওদিন তাঁর ভাবনায় ছিল না। কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে সাহিত্যিকদের আড্ডা রসচক্র সাহিত্য সংসদ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেনের মতো সাহিত্যিকের নিত্য যাতায়াত সেখানে। কেশবচন্দ্র ছিলেন আড্ডার অন্যতম মুখ। কবিশেখরই তাঁকে প্রথম বলেছিলেন অঙ্কের বই লেখার কথা। তোমার ক্লাস ছেলেরা গোগ্রাসে গেলে, তুমি বই লিখবে না? তিনের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় নব পাটীগণিত। প্রকাশক ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্স। শিক্ষক কেশবচন্দ্র নাগের সেই কে সি নাগ হয়ে ওঠার শুরু। বছর কয়েকের মধ্যেই বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে বইটি। পাঠ্যপুস্তক হিসেবেও অনুমোদিত হয়। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ের রচয়িতাকে লেখক বলে স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের অভ্যাসে নেই যে! কে সি নাগকে তাই আমরা লেখক বলিনি। যদিও কে সি নাগের সব অঙ্ক বই মৌলিক ছিল বলেই তা আজও অম্লান।

কেশবচন্দ্রের মেসে একদিন এসে পড়েছিলেন ক্যালকাটা বুক হাউসের পরেশচন্দ্র ভাওয়াল। টেবিলের উপরে রাখা ছিল বাঁধানো অঙ্কের খাতা। কোন জটিল অঙ্ক কোন উপায়ে করলে সহজেই তা বোধগম্য হবে, তার সব টেকনিক লিখে রাখা আছে পাতার পর পাতায়। উল্টেপাল্টে দেখে উঠে ছিলেন পরেশবাবু। কেশব নাগকে সেই খাতা বইয়ের আকারে ছাপার প্রস্তাব দেন তিনি। প্রথমে রাজি হননি কেশবচন্দ্র। প্রশ্ন জেগেছিল, অঙ্কের কি হেল্প-বুক হয়? শেষমেশ কেশবচন্দ্রকে রাজি করাতে সফল হন ওই প্রকাশক। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হল অঙ্কের সহায়িকা ম্যাট্রিক ম্যাথমেটিক্স। নব পাটীগণিত'-এর মতোই, মার্কেট ও মন, দুই-ই জয় করল বইটি,আর ফিরে তাকাতে হয়নি। মোট ৪২টা বই লিখেছেন। ততদিনে 'অঙ্কের বই মানেই কে সি নাগ।

ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু ভাষায় অনূদিত হয় কেশবচন্দ্র নাগের বই। পাকিস্তান বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী লিখেছিলেন পাক ম্যাথমেটিক্স।

কার্টুন সেরা টম অ্যাণ্ড জেরি

শুভ জন্মদিন টম এন্ড জেরি । টানা ৮৫ বছর ধরে এই দুটি কার্টুন চরিত্র সবার মনে আনন্দ দিয়ে আসছে। ১৯৪০ সালের আজকের দিনে উইলিয়াম হানা এবং জোসেফ বারবেরা প্রথম দর্শকের সামনে আনেন টম এন্ড জেরিকে -'পুস গেটস্ দ্য বুট' নামক নয় মিনিটের এক কার্টুন ছবিতে। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন কার্টুনটির ১১৪টি পর্ব। জনপ্রিয় এই কার্টুনটি সাতবার অস্কার বিজয়ী হয়। প্রথম পর্বটি থেকেই তারা অস্কার ও কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জিতে নেয়। এই কার্টুনের প্রধান দুটি চরিত্র হচ্ছে টম নামে একটি বিড়ালের এবং জেরি নামের একটি ইঁদুরের। মূলত এই টম ও জেরি চরিত্র নিয়ে সমগ্র কার্টুনগুলি নির্মান করা হয়। প্রতিটি পর্বে এদের দুজনের চরিত্রে কৌতুক, মারামারি বা একে অন্যকে ধাওয়া করতে দেখা যায় যা হচ্ছে এই কার্টুনের প্রধান আকর্ষন। স্বল্প দৈর্ঘ্যর পাশা পাশি এই কার্টুনের প্রায় ১৪৮টি অ্যানিমেটেড সিরিজ রয়েছে। টম এবং জেরি বিশ্বের একমাত্র কার্টুন যা কিনা সবচাইতে দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসছে। ৯০ দশকে টম এবং জেরি অ্যানিমেশনের পাশা পাশি অনেকগুলি কার্টুন দর্শকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘ ৮২ বছর ধরে টিকে আছে শুধুমাত্র এই টম এন্ড জেরি অ্যানিমেশন কার্টুনটি। এখন পর্যন্ত এই কার্টুনটিকে নির্দেশনা দিয়েছেন আটজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে উইলিয়াম হানা হচ্ছেন সর্বপ্রথম। এছাড়াও প্রয়োজক ছিলেন ৯ জন। লেখক ছিলেন ৯ জন। কন্ঠ দিয়েছেন ১৪ জন। এবং এই কার্টুনের সংগীত তৈরী করেছেন ১৬ জন ।অর্থ উপার্জন সহ বিভিন্ন পুরস্কার জেতার ক্ষেত্রে এই অ্যানিমেশন আছে সবার উপরে। আজও সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে এই কার্টুন।

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

সেকালের রেডিও

গান ফুরলো জলসা ঘরে ওমন করে আর ডেকো না। আমাদের রেডিওটা ছিল মোটা এবোনাইটের চৌকো বড় বাক্সের। সামনে কাঁচ দেওয়া। সামনে দুটো নব, একটা ঘোরালে রেডিও খোলা বন্ধ হতো ও আওয়াজ কমতো বাড়ত, অন্যটাতে সেন্টার ধরা হত। কলকাতা ক, খ, বিবিধ ভারতী, বাংলাদেশ, নেপাল, অল ইন্ডিয়া রেডিও।

বেশিরভাগ সময়ই রেডিওতে ভালো অনুষ্ঠান শুরুর আগে ওটাকে চালিয়ে গরম করে না রাখলে সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু থেকে শোনা যেতো না।

শুনতে পেতাম আকাশবানী, খবর পড়ছি -- নীলীমা সান্যাল , ইভা নাগ , প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আর স্থানীয় সংবাদ দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, তখন আশেপাশের অভিভাবকদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতো, আমাদের আবদার, চেঁচামেচি থেমে যেত।

শুক্রবারের রাত আটটায় লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি। শুক্রবার রাত আটটা - শুরু হচ্ছে আজকের নাটক - ব্যস, পাততাড়ি গুটিয়ে ফেল। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, পদ্মা নদীর মাঝি। কি অসাধারণ অভিনয় আর যন্ত্রানুষঙ্গ। ঝিঁঝি পোকার ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ব্যাঙ ডাকা মুহুর্তে শ্রোতাদের মাটির বাড়িতে নিয়ে হাজির করাতো।

ভোটের পর রেডিও খুলে বাবা , জেঠামশাই ভোটের ফলাফল শুনতেন। কিছু কিছু নাম ও রেডিওর দৌলতে শুনেছি অপূর্বলাল পোদ্দার , কেষ্টপদ ঘোষ আর যেই না শোনা যেতো জ্যোতি বসু ওমনি বাবা , কাকারা বলে উঠতো ও আবার জিতে গেছে। আসলে উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়ার চোরবাগান এর মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের ব্যানার্জি বাড়ির লোকজনদের চেনার তিনটি প্রধান উপাদান ছিল ীকংগ্রেস , ীআনন্দ বাজার আর মোহনবাগান। তাই জ্যোতি বসুর নাম শুনলেই বাবা জেঠাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হতো। ঐ সময়ে আমার বড় মামা উপস্থিত থাকলে দু হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে দিতেন। ওমনি ছোটো কাকা বলতেন নিমাইটা পাঁড় কম্যুনিস্ট।

শনিবার স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে দেখতাম আকাশ জুড়ে মেঘ আর রেডিও থেকে ভেসে আসতো অনুরোধের আসরের গান, আকাশ এতো মেঘলা যেয়ো নাকো একলা। সত্যি কি সুন্দর টাইম এডজ্যাস্ট করে গানগুলো বাজানো হতো। গান গুলো ছিল হত তা অমর সৃষ্টি। সে গানগুলো কোনদিনই হারিয়ে যাবে না। শনিবার স্কুল ছুটির পর গরমের ভরদুপুরে ঘরে ফেরার সময়ে শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র, হেমন্ত বা সন্ধ্যা মুখার্জি, লতা, প্রতিমার গানগুলো সুর ছন্দে কথায় মনের গভীরে ঢুকে চিরজীবনের মতো জায়গা করে নিয়েছিলো।

আমাদের জন্য খোলা হত শিশু মহল, রবিবার সকালে। ইন্দিরা দেবীর গলায় - তোমাদের ইন্দিরা দি বলছি ছোট্টো সোনা বন্ধুরা আদর আর ভালোবাসা নাও। আর গল্প দাদুর আসরে পার্থ ঘোষের চলি ভাই ?

রবিবার ছায়াছবির গান, রেডিও ঠিক সময়ে চালিয়ে দিত বোন মানে ছোড়দি। বোনের খুব রেডিও শোনার সখ ছিল বাবা মাঝে মাঝে বোন কে বিড়িওয়ালা বলে ডাকতেন। আসলে বিড়ি সিগারেট এর দোকানে একদল লোক মুখ বুজে বিড়ি তৈরি করতো আর পাশে রেডিওটা চলতে থাকত।

এরপর নকশাল পিরিয়ডের পর থেকেই পরিবেশটা ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে শুরু করল। তখন সন্ধ্যেবেলায় আলুর দাম, নৈনিতাল আলুর দাম কতোটা বেশি হলো আর ঐ আশাম বটম কাঁচা পাটের দাম শুনেই রেডিও বন্ধ করে দেওয়া হতো। কে শুনবে কোথায় কার ছেলে অকালে খুন হয়ে গেল।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রেডিওতে মুজিবর রহমানের ভাষন শোনানো হত। আমাগো দাবায়া রাখতে পারবা না -- ছোট্ট বুকে দামামা

চিকিৎসা- পথ্য ও সঠিক পরিষেবা পেলে রোগী সেরে ওঠে, রক্ষা পেলেন বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সিয়ান সংলগ্ন সিমেত গ্রামের ৬৯ বছর বয়সী রীতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণ সংশয় হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। গত ৮ ফেব্রুয়ারি বাথরুমে পড়ে যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে সেখানে অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে তাঁকে সেদিনই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। রীতা দেবীর পরিবার জানান, তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই সংকটজনক হয়ে পড়ে যে বর্ধমান যাওয়ার পথেই মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে উন্নত চিকিৎসার সুব্যবস্থায় থাকলে হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা পরিকাঠামোয় গড়ে উঠেছে। সেখানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ চিকিৎসক দল,

অভিজ্ঞ নার্স ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন রীতা দেবী। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, রীতা দেবীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকলেও সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করায় তিনি দ্রুত সাড়া দিতে শুরু করেন। চিকিৎসক ও নার্সদের নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে বর্তমানে তাঁর অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। রীতা দেবীর পুত্র জানান, আমরা সত্যিই চিন্তিত ছিলাম। বাড়ির সকলেই ভেবেছিলাম মা হয়তো আর ফিরবেন না। এখানে ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন ৭২ ঘন্টা না পেরোলে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মা সুস্থ হতে শুরু করেন। আজ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যই মা অনেকটাই সুস্থ। তাঁদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তিনি হাসপাতালের পরিকাঠামো, পরিষেবা ও পরিচ্ছনতারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, আমি নিশ্চিত, এখানে আমার মা যা সেবা যত্ন পেয়েছে, সেটা নিজের বা।তিতে থাকলে পেত না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, আমাদের মূল লক্ষ্য রোগীকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এবং আমাদের অভিজ্ঞ টিমের প্রচেষ্টায় রীতা দেবী আজ সুস্থতার পথে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রথম থেকেই দক্ষ ও উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদানের জন্য সুপরিচিত। স্থানীয় মানুষদের কাছে ইতিমধ্যেই এটি একটি নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, দক্ষ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে তারা ক্রমাগত উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিপন শেখ জানান, আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আমাদের অঞ্চলে রয়েছে। এখানে খুবই কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা পাওয়া যায়, যা আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। বর্তমানে রীতা চট্টোপাধ্যায় আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ। চিকিৎসকদের মতে, তিনি শীঘ্রই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আজ হাসি মুখেই বাড়ি ফিরলেন তিনি। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো যে উন্নত চিকিৎসা ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা জীবন রক্ষা করতে সক্ষম। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম রীতা দেবীর জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে।

কৃষিকাজে সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প ব্যবহারে জোর দিচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে রাজ্য সরকার কৃষিকাজে সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প ব্যবহারে জোর দিচ্ছে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচে ব্যবহৃত পাম্প গুলিতে বিদ্যুৎ অথবা পেট্রলিয়ামের মতো জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে অচিরাচরিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি জানিয়েছেন এই বিষয়ে সেচ, কৃষি এবং জলসম্পদ দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে রান্নার কাজে এলপিজির বদলে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন এরাজ্যে মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০ শতাংশ অচিরাচরিত ক্ষেত্র থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। তা পূরণ করতে কৌশলগত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পুরুলিয়ার ৯০০ মেগাওয়াট পাম্প স্টেরেজ প্রকল্প তেমনই একটি পদক্ষেপ। বিভাগীয় সচিব বরুণ রায় বলেন, অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার জনপ্রিয় করতে গেলে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার দরকার। সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুশক্তিকে এবং বায়োমাসকে একযোগে ক াজে লগিয়ে কীভাবে হাইব্রিড পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়েটিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। মিড ডে মিলে রান্নার গ্যাসের বদলে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে স্কুলের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত সরকারি নীতিও শীঘ্রই ঘোষণা করা হতে পারে বলে তিনি জানান।

জামতারায় সাইবার প্রতারণার কুটির শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গত একমাস ধরে বীরভূম, আসানসোল, দুর্গাপুর, চন্দননগর, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি থেকে বিভিন্ন ধরনের সরকার প্রতারণার অভিযোগ আসছে। বিখ্যাত সংস্থার বা কোম্পানির নাম করে অসভ্যভাবে হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণা করা। ডিজিটাল অ্যারেস্ট , ভোট বিনিয়োগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা। এই ধরনের অভিযোগ আসছিল । ২৫০ এর বেশি অভিযোগ আসে। অপারেশন সার্ভার শক্তি নামের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয় রাজ্য পুলিশের তরফে । রাজ্যে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় একাধিক জায়গায় তদন্ত এবং তল্লাশি চালিয়ে ১৫ দিন আগের বীরভূম থেকে ৩ জন কে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জন্য যায় এরা জামতারা গ্যাং এর সঙ্গে যুক্ত । বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৪৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এরা সবাই যে জামতারা গ্যাং এর সঙ্গে যুক্ত তা নয় । ২৫০ অভিযোগের মধ্যে ৯০ শতাংশ অভিযোগ মেটানো গেছে । বেশকিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । কয়েক কোটি টাকার প্রতারণা করা হয়েছে । তার মধ্যে বেশকিছু অংকের টাকা উদ্ধার করা হয়েছে । টাকা উদ্ধার করে প্রতারিতদের ফিরিয়ে দেওয়ার কাজও চালানো হচ্ছে। ৩ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতারনা চক্র দাঁড়ানো হচ্ছিল । বেশকিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ।

উত্তর সিকিম ও দক্ষিণ সিকিমে ব্যাপক তুষারপাত, খুশি পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল সিকিমের তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী সিকিমে শুরু হল তুষারপাত। আর তুষারপাত শুরু হতেই খুশিতে মেতে উঠলেন পর্যটকরা। বলা যেতে পারে পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা। জানা গিয়েছে উত্তর সিকিম ও দক্ষিণ সিকিমের একাধিক জায়গায় তুষারপাত হয়েছে। আর এতটাই তুষারপাত যার কারণে রাস্তা থেকে শুরু করে বাড়ি, গাড়ি সমস্তটাই বরফের চাদরে মরে গেছে। তুষারপাতের কারণে বেশিরভাগ রাস্তায় বন্ধ হয়ে। যদিও সেই রাস্তা চলাচলের উপযোগী করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন। কোন কোন জায়গায় মেশিন দিয়েও বরফ সরানোর কাজ করছেন তারা। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ছাঙ্গু ও নাথুলা যাওয়ার রাস্তার পাশ।

গরু সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার অধিক রাতে যন্ত্র চালিত ভ্যানে করে ৮ টি লাল রঙের গরু পাচার করা হচ্ছিলো। ভ্যান চালকের কাছে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় রামপুরহাটের অদূরে মনসুবা মোড়ে টহলরত পুলিশ এই ভ্যানকে আটক করে। চালক সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গরুগুলোকে স্থানীয় খোয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত দুই জনের নাম হলো সাহেব শা এবং আসরাফুল সেখ। প্রথম জনের বাড়ি সিউড়ি থানার অন্তর্গত ধলটিগুড়ি এবং দ্বিতীয় জনের বাড়ি মহম্মদবাজার থানার দীঘলগ্রামে। স্বতপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

HDFC BANK

আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল। সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০০২৯	গৌরাঙ্গ সুন্দর কুন্ডু	১৪,১৮৯.০০	১১-০২-২০২৫
২	XXXX০০৮৬	সত্যনারায়ণ দারোলিয়া	২,৩৪,৭২৩.০২	১১-০২-২০২৫
৩	XXXX১৭৮০	প্রেমলতা শর্মা	১,৭৪,০৩২.২৯	১১-০২-২০২৫
৪	XXXX৬৭৩৬	পারিজাত বিশ্বাস	৫১,৩৩৯.৬৫	১১-০২-২০২৫
৫	XXXX৭০৬২	সঞ্জয় শর্মা	৪৬,৭৯০.২৯	১১-০২-২০২৫
৬	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৭,৫৮৯.০০	১১-০২-২০২৫
৭	XXXX৩২৪২	মমতা চক্রবর্তী	৭,৩৬,৪৭৫.০৭	১১-০২-২০২৫
৮	XXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৭,৯৮,৩৯৮.৮৩	১১-০২-২০২৫
৯	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৮,৭৩৮.৮৫	১১-০২-২০২৫
১০	XXXX৮০০১	রুণানিধন ঘোষ	৮,৫৬২.৮১	১১-০২-২০২৫
১১	XXXX১৩৮৫	সোমনাথ মাঝি	১০,০৬,৬৯৫.০০	১১-০২-২০২৫
১২	XXXX২২৬০	সিকু মাঝি	১০,০৬,২২২.০০	১১-০২-২০২৫
১৩	XXXX৩১৬১	সৌরভ রায়	৪,৭৪,১৮৫.২৬	১১-০২-২০২৫
১৪	XXXX৫৬১৫	সুরজিত সুর	৭৩,৫২৮.৮২	১১-০২-২০২৫
১৫	XXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জন দত্ত বোস	২,০৩,৮৮৬.৮১	১১-০২-২০২৫
১৬	XXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৯,৩৩,৬৯৩.৮৭	১১-০২-২০২৫
১৭	XXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	১,৯৮,৪৮৪.৪৯	১১-০২-২০২৫
১৮	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫২,৭৬৩.১২	১১-০২-২০২৫
১৯	XXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,১৫,১৮৪.৮৪	১১-০২-২০২৫
২০	XXXX৬৯০১	রুম্পা সরকার দাস	৬২,৯৫১.৮০	১১-০২-২০২৫
২১	XXXX৮৬২২	বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী	২,৭৯,৮৩৫.০২	১১-০২-২০২৫
২২	XXXX৩৯৬২	চন্দন কুমার আগরওয়াল	৪,৮২,৮১৩.৩৮	১১-০২-২০২৫
২৩	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পল	১,৩৭,০২০.০০	১১-০২-২০২৫
২৪	XXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৯,০২,৯৩৬.০০	১১-০২-২০২৫
২৫	XXXX২৭৩৮	শিখা গাঙ্গুলী	৮,০৩,০১২.২০	১১-০২-২০২৫
২৬	XXXX৫৪৫২	দীপ্তি লোহিয়া	৩৩,২৪৬.০০	১১-০২-২০২৫
২৭	XXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,২১,৭৯৪.৮১	১১-০২-২০২৫
২৮	XXXX৭৯৪০	বিধি আগারওয়াল	৯,৯৬,৫০১.৮২	১১-০২-২০২৫
২৯	XXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৫০,৪৬২.০২	১১-০২-২০২৫
৩০	XXXX৭০৬৪	পম্পা ব্যানার্জী	১৬,৮০,৪০৩.৪৪	১১-০২-২০২৫
৩১	XXXX৬৮৯৬	ইলিয়াস স্বপন রোজারিও	১৫,৫৬,৪২৯.৯০	১১-০২-২০২৫
৩২	XXXX৯০৬৭	তাপস দে	৫,৩৫,৫৭৬.০০	১১-০২-২০২৫
৩৩	XXXX২৩১০	রমেশ কুমার আগরওয়ালা	১৯,৬২,১৪১.৩৩	১১-০২-২০২৫
৩৪	XXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৬,৯৬,৯৭৬.৮২	১১-০২-২০২৫
৩৫	XXXX১৮৬১	শ্যামলাল রমেশ্বর শর্মা	৩২,৩১,৯১৬.০০	১১-০২-২০২৫
৩৬	XXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৪,২৪,৭৬৪.০০	১১-০২-২০২৫
৩৭	XXXX৮৭৪১	অমিত মধুগড়িয়া	২,১৯,৬৮৩.৯১	১১-০২-২০২৫
৩৮	XXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৫,২১২.৯৮	১১-০২-২০২৫
৩৯	XXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৭,৩৩৭.৮৬	১১-০২-২০২৫
৪০	XXXX৪৭৩৪	রাজা জয়ওয়াল	৯,০১,৭৫৯.৭৯	১১-০২-২০২৫
৪১	XXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৬০০.০০	১১-০২-২০২৫
৪২	XXXX৯৫৩৯	নীতেশ শর্মা	১৬,৪৮,১৭৬.৩৫	১১-০২-২০২৫
৪৩	XXXX৬৩২২	মনীশ আগরওয়াল	১,৯৮,৫৭৪.০০	১১-০২-২০২৫
৪৪	XXXX০২১৫	অর্ধেন্দ সেন	২০,১৮,৯০৭.৫৯	১১-০২-২০২৫
৪৫	XXXX৮৪৫১	ইরা গায়েন	৮৭,৫৪৩.০০	১১-০২-২০২৫
৪৬	XXXX৭৬১২	অনিতা আগরওয়াল	২,৮২,৯১৪.০০	১১-০২-২০২৫
৪৭	XXXX৫৫৪৫	সিদ্ধার্থ দে	৩,৯২,৪১৮.০০	১১-০২-২০২৫
৪৮	XXXX৪৬৬৫	পার্থ সাহা	১,০৯৪.৩৫	১১-০২-২০২৫
৪৯	XXXX৯০৮২	করুণা গায়েন	৫,৮২,৯৪৬.০০	১১-০২-২০২৫
৫০	XXXX৩১৮২	অরিন্দম চক্রবর্তী	২,০৩,০৯,৫৫১.২৩	১১-০২-২০২৫
৫১	XXXX৬৮৫৯	কঙ্কনা ঘোষাল	১,১৬,০২৯.৮০	১১-০২-২০২৫
৫২	XXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,০১,৬৭৬.০০	১১-০২-২০২৫
৫৩	XXXX১৮৮৪	বিপ্লব সরদার	১,০০,৯১১.০০	১১-০২-২০২৫
৫৪	XXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৬,৯৭৯.০০	১১-০২-২০২৫
৫৫	XXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৬৩,৯৯৪.০০	১১-০২-২০২৫
৫৬	XXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	১৬,৯৩৯.৮৬	১১-০২-২০২৫
৫৭	XXXX৮৮০৩	প্রতাপ সিং কোঠারি	১৮,৪০৭.৬৪	১১-০২-২০২৫
৫৮	XXXX৮৭০১	নিবেদিতা পল	৩,৪২,০৮৯.৯৬	১১-০২-২০২৫
৫৯	XXXX৪৫০০	সৌমেন কুমার মাইতি	১,৮০,৬৭৩.০০	১১-০২-২০২৫
৬০	XXXX৭৯৬৫	মিতালি ভট্টাচার্য্য	২,১১৬.৯৫	১১-০২-২০২৫
৬১	XXXX২৩৩৯	মনীষ তুলস্যান	১৭,২৯,৪০৬.৬৭	১১-০২-২০২৫
৬২	XXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৫,৩৩,৮৮১.৮২	১১-০২-২০২৫
৬৩	XXXX৩৮৬৪	সুকান্ত পাল	৭,৩৫,১৪৫.৮২	১১-০২-২০২৫
৬৪	XXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৩,৪০৫.৮২	১১-০২-২০২৫
৬৫	XXXX৩৯৯২	ক্লা দাস	৪৫,২৮২.০০	১১-০২-২০২৫
৬৬	XXXX২৯৩৬	রাহুল বৈদ্য	২,৮৪,৩৮৩.৮২	১১-০২-২০২৫
৬৭	XXXX৪৯১১	আশিস কুমার ঘোষ	১,৫৪,১১৮.২০	১১-০২-২০২৫
৬৮	XXXX৫৭৮৪	রেনু শর্মা	৯,৯৯,১৭৫.৮২	১১-০২-২০২৫
৬৯	XXXX৮৯৪২	মঞ্জুশ্রী সুর	২,৬৪,৪০৮.০০	১১-০২-২০২৫
৭০	XXXX৮৫৩৩	তরুন কুমার পাল	৬,৫৮,০৮৯.৮২	১১-০২-২০২৫
৭১	XXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৯০,৩৬৯.৮৭	১১-০২-২০২৫
৭২	XXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৯৯,০৭৩.৮২	১১-০২-২০২৫
৭৩	XXXX০২৩৬	সুগত রঞ্জন চাকী	২,৪৯,০১০,২৪	১১-০২-২০২৫

তারিখ- ১৪.২ .২০২৫। স্থান- পশ্চিমবঙ্গ স্বা /- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মফস্বল এলাকার মানুষের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ঋণ মেলা রামপুরহাটে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জুতোর সুকতলা খুইয়ে নয়, খুব সহজ উপায়ে উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ঋণের অর্থ। শহর ছাড়িয়ে গ্রাম-মফস্বল এলাকায় মানুষের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবার ঋণ মেলার আয়োজন করল পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের রামপুরহাট শাখা। লক্ষ্য গ্রামীণ মানুষের হাতে টাকা পোঁছে দেওয়া এবং গ্রামবাংলার মানুষকে স্বাবলম্বি করা। দেশের মানুষকে স্বাবলম্বি করতে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে রয়েছে মুদ্রা যোজনা। এই প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন উপভোক্তারা। শুধু বর শিল্পই নয়, ছোট-মাঝারি শিল্পকেও দেদার ঋণ বিলি করার উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান ব্যাঙ্ক কর্তারা। ঋণের সুদের হার ৮.১৫ থেকে ঋণে বেসিক রেট ৮.৪০ শতাংশ। তার উপর .১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া চলবে বলে জানান ব্যাঙ্কের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং বর্ধমান সার্কেল হেড বুদ্ধদেব সাহা। তিনি বলেন, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্প চালু করেছে সেই সমস্ত প্রকল্প গুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা এগিয়ে এসেছি। ক্ষুদ্র, মাঝারি থেকে বড় শিল্পে ঋণ দিয়ে ওই সমস্ত প্রকল্প গুলিকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। খুব সহজেই মানুষকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এদিন মেলা থেকে এক কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও বেশি করে ঋণ নেওয়ার জন্য মানুষের কাছে আবেদন করা হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার পূর্ণ চন্দ্র বেহেরা, বর্ধমান সার্কেলের ডেপুটি হেড প্রদীপ প্রভাত, এম সি সি প্রধান তন্ময় বোস।

প্রতিটি বিষয়কে নিয়ে রাজ্য বাজেট

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও গতকাল রাজ্য বাজেট গ্রাম উন্নয়ন থেকে শুরু করে শহরের উন্নয়ন প্রতিটি বিষয়কেই মাথায় রেখে রাজ্য বাজেট হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলার আবাস যোজনার বাড়ি তৈরীর প্রকল্পের টাকা। এই নিয়ে বালুরঘাট শহরের আবাস যোজনায .বাড়ি প্রাপকরা যেমন খুশি। তেমনি বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও জামিন যোজনা থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন যোজনা পর্যন্ত সকল কিছুই মাথায় রেখে রাজ্য বাজেট তৈরি হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই বাজেটে সাধারণ মানুষ যে উপকৃত তা সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

অমানবিক দৃশ্য, শিশুর বমি পরিষ্কার করানো হল বাবাকে দিয়ে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো নদীয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। অভিযোগ গতকাল রাতে শান্তিপুর হরিপুর মেলের মাঠ এলাকার বাসিন্দা সমীর শীল তার পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে জ্বর এবং বমি সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান, তখনই এমার্জেন্সিতেই বমি করে ফেলে ছোট্ট নাবালিকা শিশুটি, হাসপাতালের ভেতরে বমি করেছে শিশু তাই পরিষ্কার করতে হবে তার বাবাকেই। এরপরেই জোরপূর্বক শিশুকন্যার বাবাকে দিয়ে. বমি পরিষ্কার করায় এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক তন্ময় সরকার। ঘটনায় ডাক্তারকে একাধিকবার বললেও ডাক্তার জানান এটা রোগীর পরিবারের কর্তব্য। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে আজ শান্তিপুর হাসপাতালে সুপার এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ওই শিশু কন্যার বাবা সমীর শীল। ঘটনায় এই ঘটনা ঘটে থাকলে তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান শান্তিপুর হাসপাতালের সুপার তারক বর্মন। অপরদিকে অভিযুক্ত ডাক্তার জানান রোগীর বাবা নিজেই বলেছিলেন তিনি বমি পরিষ্কার করে দেবেন, তাই তিনি বমি পরিষ্কার করার কথা বলেন। তবে তাকে কোনোরকম জোর করা হয়নি। এরপরেও যদি রোগীর পরিবার অভিযোগ করেন তাহলে তার কিছু বলার নেই। অপরদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। তবে এই অমানবিক চিত্র সামনে আসতেই রাজ্যের শাসকদল এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এখন দেখার এই ভিডিও সামনে আসার পর এবং শিশু কন্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। যদিও এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে মনে করছে শান্তিপুরবাসী।

দিনভর হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চাঁচলে বৃহস্পতিবার দিনভর পরিদর্শন করলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া। সঙ্গে ছিলেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বকসি, চাঁচল মহকুমাশাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায়, চাঁচল এসডিপিও সোমনাথ সাহা ও চাঁচল ১ ব্লকের বিডিও থিনলে ফুন্‌চসক ভুটিয়া সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিদর্শন করা হয়। সেখানে ইমার্জেন্সি বিভাগ সহ প্রতিটি বিভাগ ঘুরে দেখেন জেলাশাসক। হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের হাতে টিবি মুক্ত ভারত করার শপথের লিফলেট তুলে দেন জেলাশাসক। এসএনসিইউতে ১০ ও সিসিইউতে ৪ টি বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন হাসপাতালের দ্বিতলে থাকা মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরে তালা দেখেন ডিএম। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিককে শোকজের নির্দেশ দেওয়া হয়। বারোগাছিয়াতে অবৈধভাবে চলা একটি রাসায়নিক সারও সিল করেন ডিএম।

লোটাদেবী পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে বেশ জমজমাট করলাভ্যালি চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ লোটাদেবী পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে বেশ জমজমাট হয়ে ওঠেছে প্রত্যন্ত করলাভ্যালি চা বাগান এলাকা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমাগম হচ্ছে এখানে। লোটাদেবীর মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি ছোট্ট পুকুর। শতবর্ষ প্রাচীন এই পুকুরকে ঘিরেই রয়েছে লোটাদেবী মন্দিরের নানা রহস্য। যা ভক্তদের আরও বেশি করে কাছে টানে এখানে। মন্দিরের আসা ভক্ত ও স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস লোটাদেবীর কাছে কেউ কিছু মানত করে কখনও খালি হাতে ফিরে যায়নি। লোটাদেবীকে নিয়ে এখনও নানা গল্পকথা প্রচলিত রয়েছে স্থানীয় জনমানসে। গ্রামের মানুষেরা বলেন, মায়ের মন্দিরের কাছে থাকা ওই পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে রাতে কিছু চেয়ে গেলে পরদিন সকালেই তা পুকুরের জলে ভেসে ওঠে। একই সঙ্গে ভেসে ওঠে একটি করে লোটা। এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে। সেই থেকে এই মন্দিরের নাম হয়েছে লোটাদেবী মন্দির। গত ৬৮ বছর ধরে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে।

প্রাণ হারালো বিএসএফ আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ - মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো এক বিএসএফ আধিকারিক গুরুতর যখন ৪। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার সড়কের কাকরিবাড়ি ওভারব্রিজ এলাকায়। জানা গেছে এদিন একটি বিএসএফের বোলেরো গাড়ি এবং যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন বিএসএফের চিকিৎসক রয়েছে যার অবস্থা গুরুরত তাকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হস্তান্তর করা হয়েছে। মৃতের নাম হরিওম প্রকাশ ।

মুক্তমণী ফিনকো লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ২১/৭ সাহেরপুর কলোনি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৫৩
সিআইএনঃ ইউ৬৫৯৯৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৯৮০, ফোনঃ +৯১ ৮৯৮১৩৬৭৩১২
ওয়েবঃ muktamani@hotmail.com, ইমেলঃ www.muktamnifinco.com

সংখ্যা লক্ষে (টাকা)

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৬.৪৮	৪৩.৭৫	৯.৭৩	৯০.০৯	২৮.৭৮	৮৩.৪৪
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	২.৫৬	(১.১৭)	৪.৫৩	৮.৬৯	১৫.২৩	৬৬.৩৭
করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	২.৫৬	(১.১৭)	৪.৫৩	৮.৬৯	১৫.২৩	৬৬.৩৭
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬.৪০	(৭.০১)	৪.৪৭	৫.৭২	১৫.১৮	৫৫.৫৬
সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্তা]	৬.৪০	(৭.০১)	৪.৪৭	৫.৭২	১৫.১৮	৫৫.৫৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৪.৯০	৬৪.৯০	৬৪.৯০	৬৪.৯০	৬৪.৯০	৬৪.৯০
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)	১,০৯০.১৬	১,০৯০.১৬	১,০৩৪.৬০	১,০৯০.১৬	১,০৩৪.৬০	১,০৩৪.৬০
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
১. মৌলিক	০.৯৯	(০.১১)	০.৬৯	০.৮৮	২.৩৪	৮.৫৬
২. মিশ্র	০.৯৯	(০.১১)	০.৬৯	০.৮৮	২.৩৪	৮.৫৬

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (https://www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.muktamnifinco.com এ পাওয়া যাবে।
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ ('Ind IS') অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৩ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর নিয়ম ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

মুক্তমণী ফিনকো লিমিটেড-এর জন্য এবং পক্ষে
স্বা/- সুপর্ণা পাল চৌধুরি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৮১৯৫৯৮৪

ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Mahadia, PO.-Mahadia, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad
E-Tender No.-MSD/KAN/ANDULIA/06/2024-25
On behalf of the ANDULIA GP. The Prodhan, invites e-tender for 5(Five) Nos. similar works. Source of Fund: 5th SFC. Bid submission starting from **14/02/2025 at 14.00 Hrs. up to 21/02/2025 at 14.00 Hrs.** Bid opening date: **24/02/2025 at 12.00 Hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

INTERNATIONAL CONVEYORS LIMITED
CIN : L21300WB1973PLC028854
REGD. OFF: FALTA SEZ, VILL & MOUZA : AKALMEGH, SOUTH 24 PARGANAS - 743 504, WEST BENGAL
EMAIL : icltd@iclbelting.com & WEB SITE : www.iclbelting.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Three Months Ended			Nine Months Ended		Year ended	Three Months ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited	31.12.2024 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	TOTAL INCOME FROM OPERATIONS	2616	3234	2224	8762	10633	13822	2609	3077	2255	9725	10797	13393
2	NET PROFIT FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL ITEMS)	2761	3524	2328	10724	6885	7663	2750	3419	2354	10655	6938	7703
3	NET PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	2761	3524	2328	10724	6885	7663	2750	3419	2354	10655	6938	7703
4	NET PROFIT FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL ITEMS)	2014	2790	1908	7947	5589	6213	2000	2681	1931	7868	5632	6239
5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX)]	1772	2968	2291	8495	7022	7410	1758	2859	2314	8416	7065	7436
6	EQUITY SHARE CAPITAL (OF ₹1/- EACH)	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634
7	OTHER EQUITY	NA	NA	NA	NA	NA	28114	NA	NA	NA	NA	NA	26662
8	EARNINGS PER SHARE OF ₹1/- EACH (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS)												
	BASIC	3.18	4.40	3.00	12.54	8.79	9.78	3.16	4.23	3.03	12.41	8.86	9.82
	DILUTED	3.18	4.40	3.00	12.54	8.79	9.78	3.16	4.23	3.03	12.41	8.86	9.82

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2 The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the Company's website (www.iclbelting.com).

Place : Mackay, Australia
Dated : 13.02.2025

Sd/-
Yogesh Kajaria
(Chairman & Managing Director)
DIN: 01832931

গৃহসজ্জা

ছাদের মেঝের অতিরিক্ত জল কি সহজে শুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়

ইটপাথরের এই শহরে কমবেশি সবারই চাওয়া নিজের চারপাশটা সবুজে ঘিরে থাকুক। হোক সে ছাদবাগান কিংবা বারান্দার বাগান। তাতে নির্মল প্রকৃতির ছোঁয়া যেমন পাবেন, পাবেন অক্সিজেন-সমৃদ্ধ ফুরফুরে বাতাস। বাড়তি হিসেবে মিলবে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর মতো পুষ্টিকর ফল-ফসল উৎপাদনেরও সুযোগ। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাগান করায় আপনার প্রতিবেশীর কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? নানা কারণে বাগান করা সবার জন্য সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না।

১. একই ভবনে যখন অংশীদারত্বের ভিত্তিতে অনেকের বসবাস, তখন একজনের বাগান করা অন্য কারও ভালো না-ও লাগতে পারে। গাছের প্রাণ যে মাটিতে, বাগান করার জন্য সে মাটি তুলতে হয় ছাদে। সেই মাটির ভার বহন করার সক্ষমতা ছাদের আছে কি না, সে প্রশ্ন ওঠা জরুরি। ২. মাটি তোলা শেষে গাছ রোপণ হলে চলে জল দেওয়ার পালা। গাছ তো আর জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব জল শোষণ করার ক্ষমতা রাখে না। অতিরিক্ত জল টবের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে ছাদের মেঝেতে নামা সেই কাদাজল অন্যের অপছন্দের কারণ হতে পারে। ফলে পরিমিত জল দেওয়া উচিত, যাতে ছাদের মেঝের অতিরিক্ত জল সহজে শুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। চাইলে প্রতিটি টবের নিচে ট্রে রাখতে পারেন, ফলে অতিরিক্ত জল মেঝেতে না ছড়িয়ে ট্রেতে জমা থাকল। ৩. আবার কখনো কখনো স্প্রে করে জল দেওয়ার সময় চারপাশে ছিটকে পড়ে। নিচের কোনো বারান্দায় কেউ কাপড় শুকাতে দিয়ে থাকলে ছাদে স্প্রে করা জল সেই কাপড় ভিজিয়ে দিতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ৪. বাগান করার ফলে ছাদের খালি অংশ স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। অনেকে সকাল-বিকেল ছাদে হাঁটাহাঁটি করেন, কোনো এক কোণে বসার আয়োজন করেন। তাতে বাধা পড়লে কিছুটা অসন্তোষ কাজ করতে পারে। ৫. ছাদে কাপড় শুকান অনেকেই। কেউ আবার আচার শুকান, কেউবা কুমড়ার বড়িসহ নানা কিছু শুকাতে দেন। ছাদে বাগান করলে এসব কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, এ কারণেও অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে এসব বিবেচনা করে ছাদের কিছুটা খোলা অংশ ছেড়ে দিয়ে বাকি অংশের সর্বোত্তম ব্যবহার করে বাগান করুন। ৬. ছাদে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে থাকা গাছের শুকনা পাতা অনবরত ঝরে পড়তে থাকলে প্রতিবেশীর বিরক্তির কারণ হতে পারে। 'এসো বাগান করি' বাসিন্দা বলছিলেন একই কথা, 'আমার প্রতিবেশীর ছাদের গাছ নিয়ে তেমন অভিযোগ নেই। যদিও আশপাশের সবাইকে দিয়েই ফল-ফসল খাই, তবুও তাঁদের অভিযোগ, বাসার সীমানায় থাকা আতাগাছের পাতা ঝরা নিয়ে। এ কারণে প্রতিবছর গাছের পাতা ঝরার আগমুহূর্তেই ডাল কেটে দিতে হয়।' ৭. অনেকের ধারণা, ছাদে বাগান করলে মশা হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেলে চোখ পড়ে বাগানের দিকেও। বাগান মানেই মশার বিস্তার নয়। মশা যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখলেই হয়। বাগানে পরিমিত পানি দিন। অতিরিক্ত জল যাতে খুব বেশি সময় কোথাও জমে না থাকে, সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখুন। বাগানে কোনো জলজ গাছ না রাখাই ভালো। একান্তই যদি কেউ পছন্দের শাপলা কিংবা পদ্ম রাখেন জলের পাত্রে, সে ক্ষেত্রে জলেতে যোগ করতে পারেন গাপ্পি মাছ। এই মাছেরাই মশার সব লার্ভা খেয়ে ফেলবে, মশার উপদ্রব হবে না। ৮. আবার হিংসা কিংবা অবুঝ শিশুর কর্মকাণ্ডের কথাও মাথায় রাখতে হয়। একই ছাদ চোখের সামনে থেকে ফল-ফসল উৎপাদন করতে দেখে কিছুটা হিংসাও কাজ করতে পারে কারও কারও। এ ক্ষেত্রে সহজ সমাধান হলো প্রতিবেশীদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ফল-ফসল ভাগ করে খাওয়া। তাতে বাগানের প্রতি আলাদা ভালোবাসা কাজ করবে সবার মধ্যে। শুধু তা-ই নয়, বাগানে জন্মানো অতিরিক্ত চারা, গাছ ও ডালপালা দিয়ে প্রতিবেশীকেও বাগান করায় উৎসাহ দিতে পারেন। উৎসাহ পাক, বাগান বাড়ুক, সবুজে সবুজে ঢাকা পড়ুক এ শহরের প্রতিটি বাড়ির ছাদ।

বসার ঘরেই করে তুলতে পারেন আপনার পারিবারিক লাইব্রেরি

ছোট্ট একটা বসার ঘর। অতিথি আপ্যায়নের জায়গা। অনেক বাড়িতে আলাদাভাবে পারিবারিক বসার ঘর থাকে না। তাই পরিবারের আড্ডা কিংবা চা-নাশতাও সেখানেই চলে। এক পাশে হয়তো টেলিভিশন রাখার ব্যবস্থা। কোনো এক দিকে খানিক সবুজের ছোঁয়া। চাইলে এই ঘরেই বাড়ির আরও কিছু প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

যেমন বসার ঘরটাকেই করে তুলতে পারেন আপনার পারিবারিক লাইব্রেরি। জায়গার টানাটানি থাকলে বসার ঘরে পড়ালেখাও করা যায়, আবার সেখানেই হতে পারে ঘুমের আয়োজন। ছোট্ট বসার ঘরে কীভাবে হতে পারে এত সব কাজ? বই যখন বন্ধুবসার ঘরের একটা দেয়ালজুড়ে থাকতে পারে বই রাখার তাক। বইয়ের জন্য সুবিধাজনক মাপে তাক বানিয়ে নিলে ঘরের জায়গা কিন্তু কমে না। বই পড়ার আয়োজনও হতে পারে বসার ঘরে। সোফা কিংবা ডিভানে বসে আয়েশ করে বই পড়তে পারেন যেকোনো সময়। ঘরে একখানা হ্যামক ঝোলানোর ব্যবস্থাও রাখতে পারেন।

ব্যবহার শেষে খুলে ভেতরের কোনো ঘরে রেখে দিন। ধরা যাক, রাতে পেশাগত কাজের জন্য বইপত্র কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটার নিয়ে বসতে হয় আপনার। সে ক্ষেত্রে আপনি ভেতরের ঘরে রেখে দিতে পারেন ছোট আকারের হালকা একটা টেবিল, যা ভাঁজ করা যায়। প্রয়োজনের সময় টেবিলখানা বসার ঘরে বিছিয়ে নিন। লুকানো আসন, লুকানো খাটছোট বসার ঘরে অনেক আসন রাখা মুশকিল। তাতে চলাচল বিঘ্নিত হয়। ভালোও দেখায় না। এমন ক্ষেত্রে সোফা কিংবা টেবিলের নিচে লুকানো আসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সোফা বা টেবিলের নিচে মাপমতো টুলজাতীয় আসন ঢুকিয়ে রাখলে প্রয়োজনের সময় বের করে নেওয়াটাও সহজ। বসার ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করতে চাইলে এমন আসবাব বেছে নিতে পারেন, যা ভাঁজ করলে হয়ে যায় সোফা, ভাঁজ খুললে খাট। এমন খাটের ব্যবস্থাও করতে পারেন, যা ভাঁজ করে দেয়ালে তুলে রাখা যাবে। এ ক্ষেত্রে খাটের নিচের অংশটা এমনভাবে গড়া হয়, যা দেখলে মনে হয় দেয়াল। অর্থাৎ, ভাঁজ করে ফেললে খাটের নিচের দিকের দেয়ালের একটা অংশ বলেই মনে হয়। কিংবা টেলিভিশন ট্রলির সঙ্গে ড্রয়ারের মতো পদ্ধতিতে ছোট একটা খাটের ব্যবস্থাও করা যায়। টেনে আনলে বেরিয়ে পড়বে খাট, ঠেলে দিলেই নাই হয়ে যাবে। গোছানো অন্দরসোফা কিংবা ডিভানের নিচের অংশে আপনি এমন বহু জিনিস রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন, সচরাচর যা আপনার প্রয়োজন হয় না। তাতে জিনিসগুলো গোছানো থাকে, আবার প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এসব জিনিস রাখার জন্য বাড়ির অন্য কোনো ঘরে বাড়তি জায়গারও দরকার পড়ে না। জিনিসগুলো ঢোকানো বা বের করার জন্য আসবারের ওপরে বসার জায়গাটুকু খোলা-বন্ধ করা যায়, এমন ব্যবস্থা থাকতে পারে। তবে তাতে আসবাবটির বসার জায়গাটা খুব বেশি মজবুত হয় না। মজবুত করতে চাইলে বরং হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, এমন সোফা বা ডিভান বেছে নিন, যেটির গদির অংশটা বাক্সের ঢাকনার মতো করে তোলার ব্যবস্থা থাকবে।

যুক্তরাজ্যের ২ নাগরিক আটক

যুক্তরাজ্যের নাগরিক এক নারী ও এক পুরুষকে ইরানের দক্ষিণপূর্বের শহর কেরমানে নিরাপত্তারক্ষীরা আটক করেছে। আইআরএনএ নিরাপত্তা হেফাজতে নেওয়া দুই ব্রিটিশ নাগরিকের ছবিও প্রকাশ করেছে। অস্পষ্ট ওই ছবিতে তাঁদের যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। কবে তাঁদের আটক করা হয়েছে, তাও জানা যায়নি। যুক্তরাজ্যের আধিকারীক এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ইরানের অভিজাত রেভল্যুশনারি গার্ড গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন দ্বৈত নাগরিক ও বিদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। বেশির ভাগকেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও পশ্চিমা দেশগুলোর অভিযোগ, ইরান অন্য দেশ থেকে সুবিধা আদায় করতে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বিদেশি অথবা এই নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন তুলসী গ্যাবার্ড

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে ডেমোক্রেটিক পার্টির সাবেক কংগ্রেস সদস্য তুলসী গ্যাবার্ডের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে মার্কিন সিনেট। গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে স্বল্প অভিজ্ঞতা থাকা তুলসীর এ মনোনয়ন চূড়ান্ত হয় বুধবার। তুলসী গ্যাবার্ডের মনোয়নকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বিতর্কিত মনোনয়ন হিসেবেই দেখা হয়।সিনেটে ৫২-৪৮ ভোটে তুলসী গ্যাবার্ডের মনোনয়ন চূড়ান্ত হয়। তুলসী গ্যাবার্ড দেশটির ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থার কাজ দেখভাল করবেন। আবার তিনি গোয়েন্দা বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরামর্শ দেবেন। তুলসীর পক্ষে পড়া ৫২ ভোটের সব কটিই রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের। তবে এক রিপাবলিকান সদস্য এ মনোনয়নের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মিচ ম্যাককনেল।তুলসী গ্যাবার্ডের এই বিজয়কে ডোনাল্ড ট্রাম্পেরই একটি বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনিক নানা পদে তার মনোনীত ব্যক্তিদের দ্রুত সিনেটের অনুমোদন নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। ৪৩ বছর বয়সী গ্যাবার্ড সিনেটে অনুমোদনের আগে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিপক্ষকে সমর্থন এবং যে দায়িত্ব তিনি পেতে যাচ্ছেন, সেখানে অভিজ্ঞতা না থাকার বিষয়েই মূলত তাঁকে এসব প্রশ্ন করা হয়। এই কম অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কীভাবে ১০ হাজার কোটি ডলারের বিশাল ব্যয়ের এই কর্মযজ্ঞ সামলাবেন, সেটাও প্রশ্ন ছিল। তুলসী হাউসে যে চার বছর ছিলেন, সে সময় তিনি কোনো গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করেননি বা গোয়েন্দাসংক্রান্ত কোনো কমিটিতেও ছিলেন না।

রাজ্য বাজেটের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের

দুরন্ত বার্তা,ডায়মণ্ড হারবার, সারা বাংলা মিড ডে মিলের কর্মীদের উদ্যোগে রাজ্য বাজেটের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যের সব ব্লকে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। এব্যাপারে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার বলেন, গত ৭ ই ফেব্রুয়ারী সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর এর কাছে বেশ কিছু দাবি পেশ করা হয়।তা হলো -এই ভয়াবহ মূল্য বৃদ্ধির বাজারে দুহাজার টাকা মাসিক বেতন বাড়ানো সহ আরো অনেকে বিষয়।কিন্তু তা মানা হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই সীমাহীন বঞ্চনা র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলা ও ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিবাদের কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে এদিন ডায়মণ্ড হারবার হসপিটাল মোড় থেকে প্রায় শতাধিক মিড ডে মিল কর্মীদের এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং তারপর জনস্বার্থ বিরোধী এই রাজ্য বাজেট পোড়ানো হয়। এই রাজ্য বাজেটে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার। একই ভাবে জয়নগর, দক্ষিন বারাশত, গোচরণ, নিমপীঠ, জামতলা, রায়দীঘি সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয় এদিন।

ট্রাম্পের স্বেচ্ছা পদত্যাগ কর্মসূচি গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষিত স্বেচ্ছা পদত্যাগ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৭৫ হাজার কর্মী। ইউএস অফিস অব পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের একজন মুখপাত্র গতকাল বুধবার এ তথ্য জানান। কেন্দ্রীয় সরকারের আকার কমিয়ে সরকারি ব্যয় হ্রাসে নানা পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প। এমনই এক পরিকল্পনায় ২৩ লাখ বেসামরিক কর্মীর অনেককে বাদ দিতে চান তিনি।

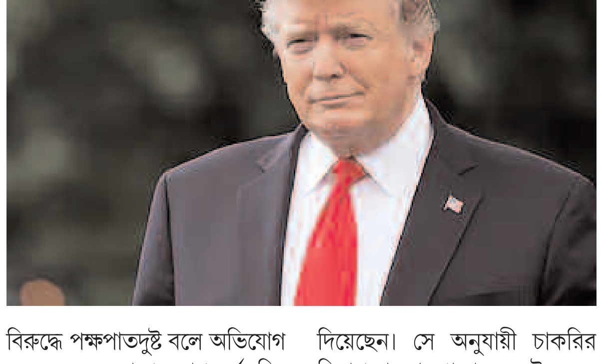

এ লক্ষ্যে প্রণোদনার বিনিময়ে কর্মীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের ওই প্রস্তাব (বাইআউট কর্মসূচি) দেওয়া হয়েছে। এ বিপুলসংখ্যক জনশক্তিকে তিনি অকার্যকর ও তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন। স্বেচ্ছা পদত্যাগ কর্মসূচির বাইরেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে ব্যাপকভাবে কর্মী ছাঁটাই করার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী চাকরির নিরাপত্তা না থাকায় এরই মধ্যে কয়েকটি সংস্থা সম্প্রতি তাদের নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের ছাঁটাই করেছে। একাধিক সূত্র বলেছে, কয়েকটি সংস্থার কর্মকর্তাদের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কর্মচারী ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। এদিকে নিজেদের সদস্যদের প্রতি ট্রাম্পের প্রস্তাব গ্রহণ না করার আহ্বান জানিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো। তারা বলেছে, ট্রাম্পের কথা রাখার বিষয়ে আস্থা রাখা যায় না।

প্রস্তাবে স্বেচ্ছা পদত্যাগের বিনিময়ে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কোনো কাজ না করেই নিয়মিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ প্রতিশ্রুতি অকাট্য নাও হতে পারে। সরকারি ব্যয়সংশ্লিষ্ট বর্তমান আইনগুলোর মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৪ মার্চ। যেসব কর্মী স্বেচ্ছা পদত্যাগ কর্মসূচি গ্রহণ করবেন না, ওই সময়ের পর তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমনকি তখন চাকরিচ্যুতির শিকার হতে পারেন তাঁরা। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনে যুক্ত করা নতুন বিভাগ 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিশিয়েনসি'র প্রধান করেছেন ইলন মাস্ককে। এ ধনকুবের যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বাজেটের এক লাখ কোটি ডলার সাশ্রয় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত বছর এ বাজেটের আকার ছিল ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি ডলার। সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় হয় বাজেটের ৫ শতাংশের কম।

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা শুরু

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। গতকাল বুধবারের এই ফোনালাপে দুই নেতা ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে গতকাল দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এসব কথা বলেন। এতে ট্রাম্প বলেন, তিনি ও রুশ প্রেসিডেন্ট একমত হয়েছেন, তাঁদের নিজ নিজ কূটনৈতিক দল অবিলম্বে আলোচনা শুরু করবে এবং আলোচনার জন্য একে অপরকে নিজেদের রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানাবে। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পর ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেন। এ সময় দুই নেতার মধ্যে 'টেকসই ও নির্ভরযোগ্য শান্তির বিষয়ে' আলোচনা হয়। পোস্টে ট্রাম্প আরও লিখেন, 'এই হাস্যকর যুদ্ধ বন্ধের এটাই সময়। এই যুদ্ধে ব্যাপক ও পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। ঈশ্বর রাশিয়া ও ইউক্রেনের জনগণের সহায় হোন!'আলোচনার জন্য পুতিনের সঙ্গে কবে মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন, সেই বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সময় জানাননি ট্রাম্প। পরবর্তী সময়ে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, তাঁর ও পুতিনের মধ্যকার বৈঠক সৌদি আরবে হতে পারে।একসঙ্গে কাজ করার সময় এসেছে্ট্রাম্পের এমন ধারণাকে পুতিন সমর্থন দিয়েছেন বলে জানান ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ। পেসকভ আরও জানান, ট্রাম্প ও পুতিন ঘণ্টা দেড়েক টেলিফোনে কথা বলেছেন। এ সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এদিকে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেছেন, 'ইউক্রেনের হারানো সব ভূখণ্ড ফিরে পাওয়াটা কার্যত অসম্ভব।'

Name Change

I, Argha Pratim Chowdhury S/o Late Anjan Krishna Chowdhury Residing at 23 D K.P Roy Lane Tollygunge, P.o - Tollygunge, P.s - Charu Market, District - Kolkata, Pin- 700033 West Bengal India shall henceforth be known as Argha Pratap Chowdhury. I declare that Argha Pratim Chowdhury and Argha Pratap Chowdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-02-2025.

Name Change

I, PRASANTA MONDAL (Old Name) S/O SHASANKA SEKHAR MONDAL Residing at Vill-Bhabanipur, P.O.-Chakdaha, P.S.-Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741222, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit No. 4075 Dated 27-01-2025. PRASANTA MONDAL (Old Name) and PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bajgita Nazreen (Old Name) D/o Haji Abdul Jabbar Residing at 25/1B, Mofidul Islamlane, Entally, Intally S.O, Intally,District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Bazgha Nasreen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 13-02-2025. Bajgita Nazreen (Old Name) and Bazgha Nasreen (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I SK AJIMUL MOHAMMAD (Father's Name) on behalf my minor son MUJAHID MAHAMMAD SHAIKH (Old Name) Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District-East Medinipur, Pin-721463, West Bengal, India have changed his name and he shal henceforth be known as SK MUJAHID MAHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 13/02/2025. MUJAHID MAHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK MUJAHID MAHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Juliet Bhatia (Old Name) W/o John A Bhatia Residing at Manaspur Road, Purbayan, Lily Bagan, Vtc - Hugli-Chinsurah (M), P.o - Sahaganj, District - Hooghly, Pin - 712104 West Bengal India shall henceforth be known as Juliet Fatima Bhatia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 13-02-2025. Juliet Bhatia (Old Name) and Juliet Fatima Bhatia (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I SK AJIMUL MOHAMMAD (Father's Name) on behalf my minor son MOYAJ MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District-East Medinipur, Pin-721463, West Bengal, India have changed his name and he shal henceforth be known as SK MOYAJ MOHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 13/02/2025. MOYAJ MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK MOYAJ MOHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, AJIMUL MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) S/O SK EKRAM MOHAMMAD Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District - East Medinipur, Pin - 721463, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK AJIMUL MOHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2025. AJIMUL MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK AJIMUL MOHAMMAD (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, AJIMUL MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) S/O SK EKRAM MOHAMMAD Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District - East Medinipur, Pin - 721463, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SK AJIMUL MOHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2025. AJIMUL MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK AJIMUL MOHAMMAD (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I SK AJIMUL MOHAMMAD (Father's Name) on behalf my minor son MOYAJ MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District-East Medinipur, Pin-721463, West Bengal, India have changed his name and he shal henceforth be known as SK MOYAJ MOHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 13/02/2025. MOYAJ MOHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK MOYAJ MOHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pratima Podder W/O Sanjay Poddar resident of 23, Ranir Chara Road South, Ward No.-07, P.O. & P.S.-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India do hereby declaring that I have changed my name from Pratima Podder to Pratima Poddar and henceforth I shall be know as Pratima Poddar in all purpose, vide affidavit no. 44 sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 10/02/2025. Pratima Poddar and Pratima Podder both are same and one identical person.

Name Change

I SK AJIMUL MOHAMMAD (Father's Name) on behalf my minor son MUJAHID MAHAMMAD SHAIKH (Old Name) Residing at Vill-Jatimati, P.O.-Digha New Township, District-East Medinipur, Pin-721463, West Bengal, India have changed his name and he shal henceforth be known as SK MUJAHID MAHAMMAD (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit Dated 13/02/2025. MUJAHID MAHAMMAD SHAIKH (Old Name) and SK MUJAHID MAHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sanjay Podder S/O Ganesh Poddar resident of 23, Ranir Chara Road South, Ward No.-07, P.O. & P.S.-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India do hereby declaring that I have changed my name from Sanjay Podder to Sanjay Poddar and henceforth I shall be know as Sanjay Poddar in all purpose, vide affidavit no. 42 sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 10/02/2025. Sanjay Poddar and Sanjay Podder both are same and one identical person.

I, Musakarim Mandal (Old name) S/o- Keyamat Mondal, resident at, Teinpur, Po-Digalkandi, Ps-Murutia, Dist-Nadia, 741152, I have changed my name to Muchhakalim Mondal (New name) I shall be known as Muchhakalim Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 12/02/2025 Muchhakalim Mondal and Musakarim Mandal same and one identical person.

Name Change

I, PRASANTA MONDAL (Old Name) S/O SHASANKA SEKHAR MONDAL Residing at Vill-Bhabanipur, P.O.-Chakdaha, P.S.-Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741222, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit No. 4075 Dated 27-01-2025. PRASANTA MONDAL (Old Name) and PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rik Podder S/O Sanjay Poddar resident of 23, Ranir Chara Road South, Ward No.-07, P.O. & P.S.-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, India do hereby declaring that I have changed my name from Rik Podder to Rik Poddar and henceforth I shall be know as Rik Poddar in all purpose, vide affidavit no. 43 sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 10/02/2025. Rik Poddar and Rik Podder both are same and one identical person.

I, Mujibar (Old name) S/o- Kochimuddin Mondal, resident at, Vill-Jompukur, Debagram, Kaliganj, Dist-Nadia, 741137, I have changed my name to Mujibar Mondal (New name) I shall be known as Mujibar Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 12/02/2025 Mujibar Mondal and Mujibar same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sushanta Choudhury, Sushanta Chowdhury (পুরাতন নাম) পিতা Kathiswar Chowdhury ঠিকানা -Vill - Kaikhali Nutanpara, Haritala, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shusanta Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shusanta Chowdhury (নতুন নাম) ও Sushanta Choudhury, Sushanta Chowdhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,TEWARI SANJAY (OLD NAME),SON OF DEVENDRA TIWARI, RESIDING AT FLAT - 203, BLOCK - G, PANCHSHEEL APARTMENT, 493/B/1 G.T. ROAD,PO & PS - SHIBPUR, HOWRAH - 711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY TIWARI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025.THAT TEWARI SANJAY AND SANJAY TIWARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

I, Jasimuddin Md (Old name) S/o- Taksed sk, resident at, Vill & Po- Khosbaspur, Kandi, Murshidabad, 742136, I have changed my name to Md Jasimuddin (New name) I shall be known as Md Jasimuddin vide affidavit before the Notry at Berhampore on 12/02/2025 Md Jasimuddin and Jasimuddin Md same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Biswanath Choudhury (পুরাতন নাম) পিতা Shusanta Chowdhury ঠিকানা -Vill - Kaikhali Nutanpara, Haritala, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biswanath Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biswanath Chowdhury (নতুন নাম) ও Biswanath Choudhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,DEBENDRA (OLD NAME),SON OF RAMANAND TIWARI, RESIDING AT FLAT - 203,BLOCK - G,PANCHSHEEL APARTMENT,493/B/1 G.T. ROAD,PO & PS - SHIBPUR,HOWRAH - 711102, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEVENDRA TIWARI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025.THAT DEBENDRA AND DEVENDRA TIWARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Alam (old name) son of Abdul Gafar, residing at P R 55/2, Canning Street, Hare Street, Kolkata-700001, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Alam Hussain (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/02/2025. Md Alam (old name) and Md Alam Hussain (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ajanta Choudhury (পুরাতন নাম) স্বামী Shusanta Chowdhury ঠিকানা - Vill - Kaikhali Nutanpara, Haritala, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ajanta Chowdhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ajanta Chowdhury (নতুন নাম) ও Ajanta Choudhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SARDDAR SAKILA BEGUM,D/O-HAMZA MOLLA,R/O SARISHA HAT,PO-SARISHA,PS-DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PGS-743368, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKILA BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025, THAT SARDDAR SAKILA BEGUM AND SAKILA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, JAYANTI MONDAL (Old Name) D/o- BISWANATH MANDAL, Residing at Chuyanpur Power House road, Chaltia Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAYANTI MONDAL To JAYANTI MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAYANTI MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 22 January 2025, JAYANTI MANDAL and JAYANTI MONDAL both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Samrat Mandal পিতা Late Sankar Mondal (Date of Death: 23-02-2005) ঠিকানা Vill - Kaikhali, P.o - Haritala, P.s - Hanskhali, District - Nadia Pin-741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-02-2025 এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Shankar Mondal and Sankar Mandal এখন থেকে Sankar Mondal নামে পরিচিত হলেন। আমার মৃত পিতা Shankar Mondal, Sankar Mandal ও Sankar Mondal একই ব্যক্তি।

Name Change

I RAJKUMARI, W/O- RAMA DOM,R/O 1,SHAHID RANJAN DUTTA SARANI, KONNAGAR, PS-UTTARPARA, HOOGHLY- 712235,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJKUMARI DOM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT RAJKUMARI AND RAJKUMARI DOM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, BISWANATH MONDAL (Old Name) S/o- DURGADAS MANDAL, Residing at Dakshinayan Natunpara, Simla (CT), Chinsurah Rs, Chinsurah, Magra, Dist- Hooghly, Pin- 712102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BISWANATH MONDAL To BISWANATH MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BISWANATH MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 22 January 2025, BISWANATH MANDAL and BISWANATH MONDAL both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Samrat Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Late Sankar Mondal ঠিকানা Vill - Kaikhali, P.o - Haritala, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 13-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Samrat Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Samrat Mandal (নতুন নাম) ও Samrat Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SUMA DAS,S/O Late GOURANGA DAS,R/O DURGANAGAR RABINDRA SARANI NEAR ANANDA SOCIETY CLUB,DIST- 24 PGS (N)-700049,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOMU DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT SUMA DAS AND SOMU DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ফুটবল টুর্নামেন্টের মঞ্চ থেকে আইসিকে পাশে বসিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ব্লক তৃণমূল সভাপতির, শুরু তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফুটবল টুর্নামেন্টের মঞ্চ থেকে আইসিকে পাশে বসিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ব্লক তৃণমূল সভাপতির। ভোটের সময় বিরোধীদের আক্রমণ করার উস্কানি কর্মীদের। এদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ফুটবল টুর্নামেন্টে গোলকিপার হলেন আইসি। বল মারলেন তৃণমূল নেতারা। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ খেলার মাঠেও পুলিশকে পাশে বসিয়ে বিরোধীদের মারার হুঁশিয়ারি আসলে পুলিশের তৃণমূলীকরণের প্রমাণ। পুলিশ তৃণমূলের রেফারি না হলে তৃণমূল থাকবে না বলে খোঁচা বিরোধীদের। এদিন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল মাঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে আট দলীয় একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান, দুই ব্লক তৃণমূল সভাপতি মর্জিনা খাতুন এবং জিয়াউর রহমান, যুব তৃণমূল সভাপতি পূজন দাস, ছাত্র নেতা প্রণব দাস, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার। এখানেই মঞ্চ থেকে জিয়াউর রহমান বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন ফুটবল খেলার সময় যে ভাবে গোল বাঁচানোর জন্য পায়ে মারে। সেই ভাবে ভোটে বিরোধীদের আক্রমণ করতে হবে। ফুটবল মাঠে রেফারি থাকে লাল কার্ড দেখানোর ভয় থাকে। কিন্তু বিধানসভা ভোটে কোন রেফারি থাকবে না। খেলার মাঠ থেকে বিরোধীদের আক্রমণের এই ভাবে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর শুরু হয়েছে বিতর্ক। আবার সেই সময় মঞ্চে বসে ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মনোজিত সরকার। এদিন খেলার শুরুতে উপস্থিত অতিথিরা মাঠে নামেন বল নিয়ে। সেখানেই দেখা যায় আইসি গোলকিপারের ভূমিকায়। আবার বল মারছেন তৃণমূল নেতা জম্মু রহমান, জিয়াউর রহমান, মর্জিনা খাতুন। বিরোধীদের অভিযোগ এই ভাবেই পুলিশ তৃণমূলকে বাঁচায় যেভাবে গোল বাঁচাচ্ছে। আর ভোটের সময় তৃণমূলের রেফারি হলো পুলিশ। পুলিশ উঠিয়ে নিলে কত ধানে কত চাল সেটা বুঝে নেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত যে অঞ্চলে আজ খেলা ছিল সেই অঞ্চলে এই মুহূর্তে বিরোধীদের দখলে। ব্লক তৃণমূল সভাপতির সাফাই সামনে নির্বাচন তাই কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি এই কথা বলেছেন। তার এই মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, সামনে বিধানসভা নির্বাচন। বিরোধীরা অনেক কুসা করে। আমি আমার কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই বক্তব্য রেখেছি। অবশ্যই খেলা হবে ভোটে। ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন জানান, আইসি সাহেব কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। খেলা দেখতে এসেছেন। মাঠে নেমেছেন। এতে বিতর্কের কিছু নেই। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের কটাক্ষ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুলিশ তৃণমূলের রক্ষক হয়েছিল এইসব এলাকায়। কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি। বিধানসভাতেও কিছু হবে না। মানুষ প্রস্তুত এদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

উধাও হয়ে যাচ্ছে শীত, আলু গাছে ধরেছে পচন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উধাও হয়ে যাচ্ছে শীত, নতুন আলু উঠতে বাকি এখনো এক মাস তার আগেই গাছে ধরেছে পচন ফলে এবারেও কমবে আলুর ফলন মহার্ঘ্য হবে আলু। বিগত কয়েক বছর ধরে অতিবৃষ্টির কারণে আলু চাষে মার খাচ্ছেন চাষীরা। এবার অতিবৃষ্টি নয়, কুয়াশার জেরে আলু গাছে ধরেছে পচন, বিগত দশ বারো দিন এক টানা কুয়াশার পর রোদের উত্তাপে হুগলি জেলায় হাজার হাজার বিঘা জমিতে আলু গাছে পচন ধরায় মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। তার উপর উধাও হয়ে যাচ্ছে শীত যার জেরে ব্যাপক হারে ফলন কমার আশঙ্কায় পহর গুনছেন চাষীরা। আলু চাষীদের দাবি কুয়াশার পরই রোদের উত্তাপে বিঘার পর বিঘা জমির আলু গাছ পচে যাচ্ছে। এখন আলু গাছের বয়স দু মাস এই সময়েই ফলন বাড়ার সময়। আলু পরিপুষ্ট হতে এখনো এক মাস সময় লাগবে তার আগেই যদি গাছ পচে শুকিয়ে যায় তাহলে ফলন হয়ে যাবে অর্ধেক। অন্যদিকে গাছ বাঁচাতে অতিরিক্ত খরচ করে সেচ বা কীটনাশক স্প্রে করেও রক্ষা করা যাচ্ছে না আলু গাছ এই ভাবে বিঘার পর বিঘা জমির আলু গাছ পচে নষ্ট হয়ে গেলে হাহাকার পরে যাবে চাষীদের। চাষীদের আরো দাবি সমবায় থেকে নেওয়া কৃষি ঋণশোধ করাই দায় হয়ে পড়বে তাদের। যেটুকু ফলন হবে তা বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ খরচের সিকিভাগও জুটবে না চাষীদের কপালে। যা হবে সবই যাবে ফড়েদের পকেটে । এক প্রকার জেলা জুড়ে যেভাবে আলু গাছে পচন ধরেছে তাতে করে শুধু চাষীরাই নয় মধ্যবিত্তের কপালেও ভাঁজ পড়েছে কারণ বিগত মরশুমে আলুর দাম বাজারে সর্বদা ছিল উর্ধমুখী এবারেও তার থেকে আরো বেশি দাম দিয়ে আলু কিনতে হবে সাধরণ মানুষকে এমনই দাবি হুগলির আলু চাষীদের।

বেনিয়ম ভাবে সার বিক্রির অভিযোগ, দোকান সিলের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বেনিয়ম ভাবে সার বিক্রি করার অভিযোগ মালদার চাঁচলের একটি সারের দোকান সিল করার নির্দেশ দিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংগানিয়া। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি রুখতে জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে অভিযানে নামেন খোদ জেলা শাসক নীতিন সিঙ্হানিয়া । তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন দুপুরে মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের ব্লক প্রশাসন ও মহাকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে চাঁচল ১ ব্লকের বারো গাছিয়া এলাকায় একটি সারের দোকানে অভিযান চালাতে গিয়ে বেশ কিছু বেনিয়ম দেখতে পান জেলা শাসক। পাশাপাশি সরকারি কাগজপত্র ছাড়া বেশকিছু কীটনাশক মজুত রয়েছে ওই দোকানে। এর পরেই জেলাশাসক ব্লক প্রশাসন ও ব্লক কৃষি আধিকারিক কে ওই দোকানটি সিল করার নির্দেশ দেন। ব্লক কৃষি আধিকারিকদের থেকে জানা যায় যে, ওই দোকানে বেনিয়ম ভাবে সার বিক্রয় করা হচ্ছিলো এবং পাশাপাশি বেশ কিছু কীটনাশক বৈধ নথি ছাড়াই দোকানের মধ্যে মজুত পাওয়া গেছে তাই দোকানটি আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে।

BEFOUND MOVEMENT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS REGENCY TRUST LIMITED)

Reg. Office: 39 R B C Road, Ground Floor, Near DumDum Central Jail, Kolkata - 700028
Corp Office : G-10, Harmony, 3rd Cross Lane Lokhandwala Complex, Andheri West, Mumbai - 400053 | **CIN:** L27109WB1988PLC045119 | **Website :** www.regencytrust.co.in
Email ID : rtltd2011@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-Dec-24 Unaudited	Nine Months ended 31-Dec-24 Unaudited	Quarter ended 31-Dec-23 unaudited
1	Total Income from Operations	5.00	20.00	17.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-7.58	-45.96	-0.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-7.58	-45.96	-0.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-7.58	-47.66	-0.80
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	-7.58	-47.66	-0.80
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00
7	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic :	-0.08	-0.48	0.00
	2. Diluted :	-0.08	-0.48	0.00

Notes:
a. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on Record by the Board of Directors at its meeting held on February 11, 2025
b. The Segment-wise details are not applicable to the Company as the Company has no segments.
c. The result is provisional and unaudited and subject to change, regrouping and restatement.
d. The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended December 31, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter ended December 31, 2024 are available on the websites of BSE (www.bseindia.com) and Company's website (www.regencytrust.co.in)

For BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN: 02757121

Date : February 11, 2025
Place : Mumbai

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

(CIN : L65993WB1974PLC157598)
রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩
ইমেলঃ kilgroup2010@gmail.com, ওয়েবঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com সংখ্যা লক্ষে (টাকা)

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	রাজস্ব থেকে মোট আয়	৮.৪৪	২০.৪৩	৮.১৫	৩২.০০	২৬.৬০	৩৩.৭২
২.	অন্যান্য আয়	--	--	--	--	--	--
৩.	মোট আয়	৮.৪৪	২০.৪৩	৮.১৫	৩২.০০	২৬.৬০	৩৩.৭২
৪.	মোট পরিচালন ব্যয়	৪৭.৫৩	৪৮.৮৯	৪৬.০০	১৪১.৮০	৮৩.৬২	১২৭.৪৫
৫.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩৯.০৯)	(২৮.৪৭)	(৩৭.৮৫)	(১০৯.৮০)	(৫৭.০২)	(৯৩.৭৪)
৬.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩৯.১১)	(২৮.৪৭)	(৩৭.৮৭)	(১০৯.৮৬)	(৫৭.০৬)	(১১২.৩৬)
৭.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(২১৫.১২)	১,৩৬৬.৭৯	৪২৫.৯৭	১,২৪১.৩১	১,০৩৩.০৩	১,১২২.১৩
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯.	অন্যান্য ইক্যুইটি						২,৫২১.৬৬
১০.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১ টাকা) (বার্ষিকী নয়) মূল	(০.৯৯)	(০.৭২)	(০.৯৬)	(২.৭৮)	(১.৪৪)	(২.৮৪)
	মিশ্র	(০.৯৯)	(০.৭২)	(০.৯৬)	(২.৭৮)	(১.৪৪)	(২.৮৪)

কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	রাজস্ব থেকে মোট আয়	৮.৪৪	২০.৪৩	৮.১৫	৩২.০০	২৬.৬০	৩৩.৭২
২.	কর-পূর্ব লাভ	(৩৯.০৯)	(২৮.৪৭)	(৩৭.৮৫)	(১০৯.৮০)	(৫৭.০২)	(৯৩.৭৪)
৩.	পরবর্তী লাভ	(৩৯.০৯)	(২৮.৪৭)	(৩৭.৮৫)	(১০৯.৮০)	(৫৭.০২)	(১১২.২৫)
৪.	মোট ব্যাপক আয়	(২১৫.০৯)	১,৩৬৬.৭৯	৪২৫.৯৯	১,২৪১.৩৮	১,০৩৩.০৭	১,১২২.২৪

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (https://www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kabirdasinvestmentslimited.com এ পাওয়া যাবে।
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ ('Ind IS') অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৩ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর নিয়ম ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর জন্য এবং পক্ষে
স্বা/- জুবিন দীপক মেহতা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৫৫৮২৫৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, আরো এক দফায় বৈঠক রবিবার

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার আরো এক দফায় বৈঠকে বসতে চলেছে। সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়ার পৌরহিত্যে আগামী রবিবার ঘাটাল টাউন হলে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ছাড়াও জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, মাস্টার প্ল্যান সাব কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য ঘাটাল শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া শিলাবতী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে রাজ্য আগামী অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৯৯১
রেজি. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ইমেলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com,

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষেপণ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	এ বছর এখনও পর্যন্ত সংখ্যা ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	২০১.৫৮	৬৫৬.৯২	১৪০.২৯
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	(১৪.৬৬)	৮৫.৫৮	(১৪৬.৯৩)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১৪.৬৬)	৮৫.৫৮	(১৪৬.৯৩)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	(১৪.৬৬)	৮৫.৫৮	(১৪৬.৯৩)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) [সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(১৪.৬৬)	৮৫.৫৮	(১৪৬.৯৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা)	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০	১,১৭৫.০০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি শেয়ার (Ind AS অনুসারে)	--	--	--
৮	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) ১. মৌলিক	(০.১২)	০.৭৩	(১.২৫)
	২. মিশ্র	(০.১২)	০.৭৩	(১.২৫)

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com. / www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://norbentea.com/pdf/sqfr_dec_2024.pdf-এ পাওয়া যাবে।
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

স্বা/-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
ডিআইএনঃ ০০১২৩৩৮৬

তারিখঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/জিবিটি/আরএস/২৪ তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৫
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১ ১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বানা করা হচ্ছে ঃ **ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **এসইকিউ নং., লট নং এবং বিবরণ** নিম্নরূপঃ **এএ/১**, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- ডিকেএই-ওএইচ-১৩৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), ডানকুনি, বেলুড়মঠ এবং শেওড়াফুলি স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ০৭ (সাত)টি গ্লোবল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এএ/২**, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-ওএইচ-১৩৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), বৈদ্যবাটি, মানকুণ্ডু, চুঁচুড়া এবং ব্যান্ডেল স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ০৯ (নয়)টি গ্লোবল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এএ/৩**, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- ডিইএ-ওএইচ-১৪০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), দিয়ারা, নালিকুল, হরিপাল, কৈকালা এবং আরামবাগ স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ০৬ (ছয়)টি গ্লোবল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। HWH-602/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Haturia-I Gram Panchayat

Under Bagnan-I Panchayat Samity
Vill. Natibpur, P.O.-Agunshi, Dist.-Howrah, Pin-711303
NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 31 OF 2024-2025

E-Tenders are invited by the Pradhan, Haturia-I Gram Panchayat for the execution of **5(Five)Nos.** similar works. Last date of submission of Bid(online) **21/02/2025 up to 11.00 A.M.** Date and time of opening of Technical & Financial Bid(Online): **24/02/2025 from 11:00 A.M.** onwards. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT

Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / memo no. **40/MGP, Dated: 12.02.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **15.02.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **22.02.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রামঃ- উত্তর শ্রীরামপুর, পাটুলি স্টেশন বাজার, পূর্ব বর্ধমান
রেজিস্ট্রেশন নং- ২৩৪৮, তারিখঃ- ১৯.০৪.১৯৫৭

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য / সদস্য গণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী **৩০.০৩.২০২৫ তারিখ (রবিবার) সকাল ১১ ঘটিকায়** শ্রীরামপুর ভারতী ভবন হাইস্কুলে একটি বিশেষ সাধারন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত সভায় সকলের সক্রিয় উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
আলোচ্য বিষয়ঃ-
পরিচালক মন্ডলীর ৯ (নয়) জন সদস্য / সদস্যা নির্বাচন [অসংরক্ষিত ০৬ (ছয়), মহিলা সংরক্ষিত ২(দুই) ও তপশিলী জাতি / তপশিলী উপজাতি ১(এক)]

স্বাক্ষর /-
বিশেষ আধিকারিক
উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

বি.দ্র. খসড়া ভোটার তালিকা (যা প্রকাশিত হয়েছে ১১.০২.২০২৫এ), নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নিয়মাবলী উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমিতির নোটিশ বোর্ডে, পূর্বস্থলী ২ ব্লক অফিসে, পিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে সকল সদস্যকে তা দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

সিআইএন নংঃ এল১৭২৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪৩৭২
রেজি. অফিস- ৪০বি, তৃতীয় তল, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭২
ইমেলঃ skjpl1981@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in, ফোন নং.- ৯০৭৩৯৬৫৫০৩

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অ-নিরীক্ষিত-আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

পার্ট-১ (লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নীচে নোটগুলি দেখুন)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	এ বছর এখনও পর্যন্ত সংখ্যা (৩১.১২.২০২৪) (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (৩১.১২.২০২৩) (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তি (৩১.০৩.২০২৪) (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	৩৮৮.৯০	৩৯০.৭১	০.০০	৪.৮৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম*)	২০.০১	১০.৬৩	-০.৮৮	০.৬৩
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে*)	২০.০১	১০.৫৩	-০.৮৮	০.৬৩
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে*)	১৭.৬৬	৮.১৮	-০.৮৮	০.৬৩
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	১৭.৬৬	৮.১৮	-০.৮৮	০.৬৩
৬	ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) ১. মৌলিক	৭.১৩	৩.৩০	-০.৩৬	০.২৬
	২. মিশ্র	৭.১৩	৩.৩০	-০.৩৬	০.২৬

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি 'সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন' পরিচালনা করেছেন।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধি, ২০১৫ এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. IND AS ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট অনুসারে কোম্পানির শুধুমাত্র একটি 'রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট' রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধনে ২,৪৭,৫০০ শেয়ার রয়েছে যার প্রতিটি ১০ টাকা=২৪,৭৫,০০০ টাকা।
৫. পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সিএসই এবং এমএসইআই।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- সুরজ কুমার ঝাঁ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০১৯৭৮৫৪

তারিখঃ ১২.০২.২০২৫
স্থানঃ নয়া দিল্লি

বিজ্ঞপ্তি

মৌয়ামারী দেবিনগর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেড
Reg.No....05, Dated..05.04.2005.
গ্রাম+ পো..দক্ষিণমৌয়ামারী.ময়নাগুড়ি. জলপাইগুড়ি

এতদ্বারা সকল সদস্য / সদস্যদের জানানো যাইতেছে যে আগামী ইং ০৮।০৩।২০২৫ তাং শনিবার মৌয়ামারী দেবীনগর এস.কে.ইউ. এস লিমিটেডে এর পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। সময় সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ০৩ টা পর্যন্ত ।
এই উপলক্ষে সময় সূচী প্রকাশ হয় ইং ৩১।০১।২০২৫ তারিখ।
এই উপলক্ষে মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও গ্রহণ করার তারিখ ও সময় ১৭।০২।২০২৫ এবং ১৮।০২।২০২৫, দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ০৩ টা পর্যন্ত, সমিতির কার্যালয়ে হবে। বিশদভাবে জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Special officer
মৌয়ামারী দেবিনগর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেডে

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY

LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 480/MM/NIeT/2024-25 2nd Call, published Date: 12-02-2025**, And **486/ MM/NIeT/2024-25 published Date: 12-02-2025.** The last date for online submission of tender is **26-02-2025(Wednesday) up to 16:00 Hours and 12-03-2025 Monday 14:00 HRS**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Murshidabad Municipality

নোটিশ

আমমোক্তার নাম

(১) রামকৃষ্ণ ঘোষ (২) প্রেমানন্দ ঘোষ উভয়ের পিতা মৃত ভদ্রেশ্বর ঘোষ (৩) বিষ্ণু প্রিয়া ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষ সর্ব সাকিম-হরগৌরিতলা বোলপুর পো+ থানা - বোলপুর জেলা- বীরভূম, পিন-৭৩১২০৪ মহাশয় / মহাশয়া গত ইংরাজী ২০২২ সালে বোলপুর এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪১৪ নং একখণ্ড আমমোক্তার নাম দলিল দ্বারা শশীকান্ত মিশ্র পিতা- বংশীধর মিশ্র সাকিম-প্রান্তিক বিশ্ববাংলা হাট এর নিকটস্থ পোস্টঃ শান্তিনিকেতন, থানাঃ শান্তিনিকেতন, জেলাঃ বীরভূম পিন- ৭৩১২৩৫ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন অত্র নোটিশের আবেদনকারী আমি গত ইংরাজি ২০২৪ সালে বোলপুর এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২২৮২ নং দলিল মূলে দেবাশীষ গোস্বামী ১৬.৫৩ শতক সম্পতি ২০২৪ সালে বোলপুর এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২২৮১ নং দলিল মূলে সায়নী গোস্বামী ১৬.৫৩ শতক সম্পতি পৃথক রেজিস্ট্রিকৃত কেবলা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছে। যাহার তপশীল নিম্নে দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা-বীরভূম থানা বোলপুর মৌজা-মধুসূদনপুর জে. এল. নং ৬৮ এল. আর. খতিয়ান নং ১৬১৩, ১৬১৪, ১৬১৬, আর. এস ও এল আর ২০৯ নং দাগে বিক্রিত ভূমির পরিমাণ ৩৩.০৬ শতক মাত্র।
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, কাহার ও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি অধিকার থাকে তাহার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।
তাং- ১১।০২।২০২৫

ইতি বিনীত
শশীকান্ত মিশ্র, পিতা- বংশীধর মিশ্র
সাং প্রান্তিক বিশ্ববাংলা হাট এর নিকটস্থ
পোস্ট + থানাঃ শান্তিনিকেতন জেলা-বীরভূম
পিন-৭৩১২৩৫, মোঃ- ৯০৬৪৭২৬৬৯০

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD

(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN: L68100WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;
Email id :secretarial@rdbindia.com; **Website:** www.rdbindia.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অ-নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্বতন্ত্র ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	২৮১৮.৮৩	৯১৬৫.৩১	৬৯৯.৩৪
কর পূর্বে নিট লাভ এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	২৩০.৫৭	৫৮৪.৮৭	১২৯.৬৫
ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে করপূর্ব নিট লাভ	২৩০.৫৭	৫৮৪.৮৭	১২৯.৬৫
করপূর্ব নিট লাভ / ক্ষতি	১৭২.৫৬	৪৩৭.৭২	৯২.৪৩
এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করপূর্ব সময়ের জন্য লাভ এবং করপূর্ব অন্যান্য ব্যাপক আয় অন্তর্ভুক্ত)	১৭২.৫৬	৪৩৭.৭২	৯২.৪৩
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অভিহিত মূল্য ১০ /- প্রতি শেয়ার)	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো হয়েছে)	২০১৪.২২	২০১৪.২২	২০১৪.২২
মূল এবং মিশ্র এই সময়ের জন্য প্রতি শেয়ার আয়	১.০০	২.৫৩	০.৫৩

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।
২. উপরোক্ত ফলাফলটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
স্বা /-
অমিত কুমার গোয়েল
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিএফও
DIN :05292585

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪।০২।২০২৫

Office of the Haturia-I Gram Panchayat

Under Bagnan-I Panchayat Samity
Vill. Natibpur, P.O.-Agunshi, Dist.-Howrah, Pin-711303
NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 32 OF 2024-2025

E-Tenders are invited by the Pradhan, Haturia-I Gram Panchayat for the execution of **2(Two)Nos.** similar works. Last date of submission of Bid(online) **21/02/2025 up to 11.00 A.M.** Date and time of opening of Technical & Financial Bid(Online): **24/02/2025 from 11:00 A.M.** onwards. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

চন্ডীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-২০২, তাং-১৯-১২-১৯২৭
গ্রাম- চণ্ডীপুর, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান

খসড়া নির্বাচক তালিকা (**Draft Voter list**) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতিসমূহের সহ-নিয়ামক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা সমবায় সমিতিসমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশনামা নং ১১০৯ তাং- ২১।০৮।২০২৪ এর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী নবেন্দু ঘোষ, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জ তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, চণ্ডীপুর এস. কে. ইউ.এস. লিঃ এর সমস্ত সদস্য / সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন উপলক্ষ্যে খসড়া নির্বাচক তালিকা আগামী ইং ১৭।০২।২০২৫ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকায় অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে। এই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যর কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদিসহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইং ০৩।০৩।২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১টা হইতে বৈকাল ০৩ টার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ০৪।০৩।২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ০২ টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, চণ্ডীপুর এস. কে. ইউ.এস. লিঃ এর দ্বারা সমিতি অফিসে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ওইদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা আগামী ইং ০৫।০৩।২০২৫ অরিখে দুপুর ০২ টায় অত্র সমিতির নোটিশবোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তাং-১৪।০২।২০২৫

স্বাক্ষর /-
নবেন্দু ঘোষ
অ্যাসিসট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
চন্ডীপুর এস. কে. ইউ.এস. লিঃ

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭১১ ১০১
(CIN: L51100WB1979PLCO32376) ফোন ঃ ২২৩০ ৯০৯৫, ইমেল ঃ omnikol1979@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০।০৯।২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ৩১।০৩।২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	০	০	০	০	০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	-৩৬৭.০১	-৮৬৫.০৯	১৮১৩.৪২	-১৬৬.৮৪	১১,৬১৫.৯২
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	-৩৬৭.০১	-৮৬৫.০৯	১৮১৩.৪২	-১৬৬.৮৪	১১,৬১৫.৯২
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	-৩৬৭.০১	-৮৬৫.০৯	১৮১৩.৪২	-১৮৪.৫৫	৯,৭৫৯.৯৭
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে))	-৪৭,১৪৮.৬২	৩৭,৪৩৮.৩১	২৪০৪৬৭.৫৫	২৪০,৮৮৫.২২	৩৪১,৪০৪.৫৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০০০	২৪০০০০	২৪০০০০	২৪০০০০	২৪০০০০
৭.	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো হয়েছে)	২,০২৭,৬৪৫.৬৫	১,৬৮৬,২৪১.০৮	২,০২৭,৬৪৫.৬৫	২,০২৭,৬৪৫.৬৫	২,০২৭,৬৪৫.৬৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১ টাকা (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)					
	(ক) মূল	-০.১৫	-০.৩৬	০.৭৬	০.০৮	৪.০৭
	(খ) মিশ্র	-০.১৫	-০.৩৬	০.৭৬	০.০৮	৪.০৭

দ্রষ্টব্য
(ক) উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির সাথে স্ট্যান্ডঅ্যালোন ফাইন্যান্সিয়াল রেজাল্টস ফিল্ডের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। স্ট্যান্ডঅ্যালোন ফাইন্যান্সিয়াল রেজাল্টসের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.csindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.omniholdings.in) এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশানুরে,
স্বা /-
(এ. কে. লোহিয়া)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 00613134

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; Email Id: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com **CIN: L65999WB1993PLC058107**

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operations	85.05	83.59	74.95	246.89	226.72	306.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	4.40	2.98	1.55	10.83	6.86	8.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	4.40	2.98	1.55	10.83	6.86	8.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	3.50	2.33	1.55	8.38	5.56	6.54
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3.50	2.33	1.55	8.38	5.56	6.54
6	Equity Share Capital	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-			171.60
8.	Earning Per Share (of ₹10/-each) (for continuning and discontinuing operations)						
	Basic ₹	0.13	0.09	0.06	0.31	00.	0.24
	Diluted ₹	0.13	0.09	0.06	0.31	00.	0.24

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February, 13 2025. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Sd/-
Dilip Kumar Choudhary
Director
(DIN - 00080390)

Place : Kolkata
Date : 13.02.2025

বুমরা প্রশ্নে বল 'ছেড়ে' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের 'অস্ত্র' বাছলেন গম্ভীর

মুম্বই, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ জসপ্রীত বুমরা ফিট, নাকি নন? এই প্রশ্নই যেন ক্রমশ ক্রিকেট মহলে জোরাল হচ্ছে। বোর্ডের এক কর্তা সম্প্রতি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছিলেন, বুমরা ফিট। তাঁর স্ক্যান রিপোর্টও ঠিক আছে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ বোর্ড এবং নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। এ বার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার পর গৌতম গম্ভীরের সামনে বুমরাকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ঠিক যেভাবে অফস্টাম্পের বাইরের বল অনেক সময় ছেড়ে দিতে হয়। বুমরাকে নিয়ে প্রশ্নে যেন তাই করলেন গম্ভীর। গৌতম গম্ভীর এই প্রসঙ্গে বলেন, ''এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। এনসিএর মেডিকেল টিম এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে

পারব না।'' বুমরা না থাকা মানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কি ভারত চাপে পড়বে? তা অবশ্য মানতে নারাজ গম্ভীর। বরং তিনি বুমরার অনুপস্থিতিতে বেছে নিলেন যে, কে হতে পারেন মিনি বিশ্বকাপে ভারতের সেরা অস্ত্র। মহম্মদ সামিকে সেই গুরুদায়িত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতের হেড কোচের মতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মহম্মদ সামি দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র বুমরার অভাব ঢেকে দিতে পারবেন। পাশাপাশি অন্য বোলাররাও রয়েছেন। যাঁরা এই মঞ্চে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। সামিকে বিশ্বমানের বোলার বলার পাশাপাশি চোট থেকে সুস্থ হয়ে তিনি যেভাবে ফিরে এসেছেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন গুরু গম্ভীর। সামির অভিজ্ঞতা, সামর্থ্যর উপর টিমের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এ কথাও বলেছেন গম্ভীর। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমরা জানি বল যখন ওর হাতে থাকে, তখন ও কী করতে পারে। আমরা চাই ও নতুন করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামুক। এই কারণেই ও চোট থেকে ফিরে আসার পর, আমরা ওর কাজের চাপও সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।'' এই সিরিজে কিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো হয়েছে লোকেশ রাহুলকে। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় গুরুতর চোটের কারণে বাইরে ছিলেন পন্থ। বিশ্বকাপে কিপিং করেছিলেন লোকেশ রাহুলই। শুধু তাই নয়, ওয়ান ডে-তে রাহুলকেই বেশির ভাগ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে ঋষভ পন্থকে এক ম্যাচেও না খেলানো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সাংবাদিক সম্মেলনে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর জানিয়ে দিলেন, লোকেশ রাহুলই কিপার-ব্যাটার পজিশনে প্রথম পছন্দ। একাদশে দু-জনকে খেলানো হবে না, এটাও জানিয়ে দিলেন।

বিরাট নন তরুন ক্রিকেটার কাঁধে আরসিবি'র দায়িত্ব

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ আলোচনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। গত কাল ধরেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু নানা ভিডিয়ো-সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, নতুন ক্যাপ্টেন বেছে নেওয়া হবে আজ। কিছুক্ষণ আগেই বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে রজত পাতিদারকে নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আইপিএল অকশনের পরই আলোচনা চলছিল আরসিবির ক্যাপ্টেন কে হবেন। তার কারণ, ফাফ ডুপ্লেসিকে রিটেন করেনি আরসিবি। ২০২২ সালে নিজে থেকেই ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বিরাট কোহলি। আবারও তিনিই ক্যাপ্টেন হিসেবে ফিরবেন কি না, এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল। তেমনই ভবিষ্যতের কথা ভেবে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, এমন ভাবনাও ছিল। এদিন সকাল থেকেই নানা অনুমান চলতে থাকে। অভিজ্ঞ বিরাট কোহলি ফের দায়িত্ব নেবেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছিল। ২০২১ সালে বিরাট ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের ক্যাপ্টেন্সিও ছেড়েছিলেন। আর তখনই আরসিবির ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার কথাও জানান। গত দু-মরসুমে আরসিবিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফাফ। রজতকে রেডি করা করা হচ্ছিল। সে কারণেই তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটেও নেতৃত্বের কথা বলা হয়। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে মধ্য প্রদেশকে নেতৃত্ব দেন রজত পাতিদার। টিমকে ফাইনালেও তোলেন। যদিও ফাইনালে

বেঙ্গালুরুতেই মুম্বইয়ের কাছে হার রজত পাতিদারকে ক্যাপ্টেন ঘোষণার পরই বিরাট কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসিরা ভিডিয়ো বার্তায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। বিরাট বলেন, ''আমি তোমাকে লিডার হিসেবে বেড়ে উঠতে দেখেছি। সব সময় তোমার পাশে রয়েছি। তুমি সাফল্য দেবে, এই বিশ্বাস রয়েছে।'' আরসিবি কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার বলেন, ''ওর সবচেয়ে বড় বিষয়, শুধুই নিজের কথা ভাবে না। সবসময়ই দেখে ওর আশেপাশের মানুষগুলোও কেমন পরিস্থিতিতে রয়েছে। টিম মেম্বারদের প্রতি এই দায়িত্ববোধটাই প্রয়োজন।'' রজতকে ক্যাপ্টেন করার সিদ্ধান্ত যে রাতারাতি হয়নি তা নিশ্চিত। অকশনের পর বিরাট এবং রজত এই দু-জনই ভাবনায় ছিলেন, এমনটাই জানান আরসিবি ডিরেক্টর মো বোবাত। এ ছাড়া টিমের ক্যাপ্টেন্সি করার মতো, ক্রুনাল পান্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমাররাও ছিলেন। এমনকি বিদেশিদের মধ্যে ফিল সল্টরাও ভাবনায় ছিলেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জানান আরসিবি ডিরেক্টর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ওর ব্যাটিংয়ে যে নেতৃত্বের নেতিবাচক ছাপ পড়েনি, সেটা নজরে রেখেই এমন সিদ্ধান্ত। বেঙ্গালুরুর ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব পেয়ে রজত পাতিদার বলেন, ''খুবই ভালো লাগছে। আমি খুব একটা প্রকাশ করতে পারি না। তবে পরিস্থিতিটা ভালো বুঝি। শান্ত থাকি। এবং আত্মবিশ্বাসী। আমাদের টিমের প্রচুর লিডার রয়েছেন। ফলে আমি খুবই লাকি।'' মধ্যপ্রদেশের তারকা রজত কি টের পেয়েছিলেন যে তাঁকে আরসিবির ক্যাপ্টেন বানানো হবে? এর উত্তরে তিনি বলেন, ''আভাষ আগেই পেয়েছিলাম। তবে বলেছিলাম, আমি আগে রাজ্য টিমের ক্যাপ্টেন্সি করতে চাই। যখন জানতে পারি, বিরাট আর আমার মধ্যে কেউ একজন ক্যাপ্টেন হবে আরসিবির, তখন খুবই খুশি ছিলাম। অনুভূতিটা বলে বোঝাতে পারব না।'' রজত জানিয়েছেন, তিনি আরসিবির দায়িত্ব পেলেন ঠিকই। একইসঙ্গে এই সময় তিনি বেশ কিছু জিনিস শিখতে চান কোহলির থেকে। তিনি বলেন, ''বিরাটের মতো প্লেয়ার আমার ক্যাপ্টেন্সিতে খেলবে, তাতে অবশ্য আমার চাপ নেই। বিরাটকে দীর্ঘ সময় চিনি। আমার কাছেই বরং দারুণ সুযোগ। ওর চিন্তাভাবনা আমাকে আরও সফল ক্যাপ্টেন তৈরি করবে। এই দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিরাটের সঙ্গে সেইভাবে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে ও যেভাবে ম্যাচ পড়তে পারে, সেটা দ্রুত শিখতে চাই।''

অস্ত্রোপচার করে আইপিএল ২০২৫ অনিশ্চিত সঞ্জু স্যামসন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন সম্প্রতি আঙুলের চোটে আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে ভোগান্তিতে পড়েন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে ইংল্যান্ডের পেসার জোফ্রা আর্চারের বলে চোট পান স্যামসন। এই চোট সঞ্জুর জন্য এক বড় ধাক্কা, কারণ তার তর্জনীতে চির ধরেছিল। যা পরবর্তীতে অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছিল। আইপিএল ২০২৫ আগে সঞ্জু স্যামসনের এই চোটের পর রাজস্থান রয়্যালস দলের অনুরাগীরা চিন্তিত। কারণ সঞ্জু দলের অধিনায়ক এবং একাধিক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জানা গিয়েছে, ১১ ফেব্রুয়ারি সঞ্জু স্যামসনের আঙুলে সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তার পরবর্তী সময়টা রিহ্যাবের মাধ্যমে কাটবে, এবং দ্রুত ফিট হতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। রাজস্থান রয়্যালসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সঞ্জু আইপিএল মরসুম শুরুর আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরবেন। তবে তার ফিটনেসের বিষয়টি এখন দল এবং সমর্থকদের মধ্যে অনেক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোট পাওয়ার সময় সঞ্জু স্যামসন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে একের পর এক ভালো শট খেলছিলেন। প্রথম বলেই আর্চারের বিরুদ্ধে ছক্কা মেরে শুরু করেছিলেন এবং এরপর তার ব্যাট থেকে ১৬ রান আসে। কিন্তু তৃতীয় বলেই আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। এই চোটের কারণেই তিনি পরবর্তী ম্যাচগুলোতে অংশ নিতে পারেননি। এটি সঞ্জুর

জন্য নতুন কোনো সমস্যা নয়, কারণ এর আগেও তিনি চোটের কারণে মাঠে অনুপস্থিত ছিলেন। তবে, সঞ্জু স্যামসন একজন শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী খেলোয়াড়। মাঠে ফিরে আসার জন্য তিনি দ্রুতই রিহ্যাব শুরু করবেন বলে জানা গেছে। তার সুস্থতা এবং ফিরে আসার সময়টা আইপিএল শুরুর আগে সুনিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজস্থান রয়্যালসের জন্য সঞ্জু স্যামসন এক অমূল্য সম্পদ। সঞ্জু স্যামসনের ফর্মও গত কিছু সময় ধরে কিছুটা খারাপ চলছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ধারাবাহিকভাবে বড় রান করতে ব্যর্থ হন। তবে আইপিএলে তার পারফরম্যান্স সবসময়ই উজ্জ্বল ছিল। সঞ্জু স্যামসন আইপিএলের মঞ্চে আগের ফর্মে ফিরে আসার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রাজস্থান রয়্যালস তার দলে সঞ্জুকে প্রয়োজন এবং তাকে দলে ফিরতে হলে সুস্থ হওয়া জরুরি। তবে, সঞ্জু স্যামসন এই চোটের পর আইপিএলে খেলতে পারবেন কি না, সেটা আসলে সময়ই বলবে। তার স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস পুরোপুরি সেরে উঠলে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলের শুরুর দিকে মাঠে ফিরবেন। দল তার পাশে থাকবে এবং সঞ্জু স্যামসনও কঠোর পরিশ্রম করে নিজের পুরনো ফর্মে ফিরে আসতে পারবেন, এমন প্রত্যাশা দলের ভক্তদের।

বছরের শুরুতেই সাত বছর পর কলকাতা ময়দানে জ্বলে উঠল মশাল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ বর্তমানে কলকাতা ফুটবল ময়দানে উন্মাদনার অন্যতম এক নাম হল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ শিবিরের জন্য একে একে আসা সাফল্য এবং ব্যর্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক গল্প রয়েছে, যা অনুরাগীদের মাঝে আলোচনার ঝড় তুলে থাকে। কিন্তু সাত বছর পর কলকাতা লিগের শিরোপা আসছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির এই ক্লাবে। তবে এই জয় এসেছে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ডায়মন্ডহারবার এফসি তাদের খেলোয়াড়দের মাঠে নামায়নি এবং ইস্টবেঙ্গল একরকম ওয়াকওভার পেয়েছে। এতে এই মরসুমের প্রথম ট্রফি অর্জন করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল, অপেক্ষা শুধু সরকারি ভাবে ঘোষণার। যদিও পুরো বিষয়টি বিতর্কিত ও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ডহারবারের ম্যাচটি নৈহাটিতে খেলার কথা ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের কিছু আপত্তির কারণে ম্যাচটি কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। এর পরেও, ম্যাচে অংশ নিতে রাজি হয়নি ডায়মন্ডহারবার এফসি। তাদের দাবি ছিল, ১৬ ফেব্রুয়ারি তারা আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে, আর সেজন্য কলকাতা লিগের ম্যাচে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। এদিকে, আইএফএ রিলায়েন্স ডেভলপমেন্ট লিগের ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে, ডায়মন্ডহারবারের না আসার কারণে ইস্টবেঙ্গলকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়। এর আগেও ইস্টবেঙ্গল ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়েছিল।

চার লাল কার্ডের নাটকীয় ম্যাচে লিভারপুলের হতাশা

লিভারপুল, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ যেখানে হাতে থাকা বাড়তি ম্যাচটির সুবিধা নিতে পারল না লিভারপুল। এভারটনের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে পয়েন্ট হারিয়েছে 'অল রেড'রা। ম্যাচটি ড্র হয়েছে ২-২ গোলে। লিভারপুলের হয়ে গোল করেছেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও নিজের সেরা ছন্দে থাকা মোহাম্মদ সালাহ। আর এভারটনের হয়ে গোল করেছেন বেতো ও জেমস তারকোফস্কি। এদিন ম্যাচ শেষে সংঘর্ষে জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেছেন চারজন। লিভারপুলের হয়ে কার্টিস জোন্সের পাশাপাশি লাল কার্ড দেখেছেন কোচ আর্নে স্লট ও সহকারী কোচ সিপকে হালশফ। আর এভারটনের হয়ে লাল কার্ড দেখেছেন আবুদলাই দুকুরে। গুডিসন পার্কে এই ড্রয়ের পর ২৪ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থানেই থাকল লিভারপুল। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৫০। অর্থাৎ লিভারপুল এগিয়ে আছে ৭ পয়েন্টে। এভারটনের মাঠে মাত্র ১১ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। আয়োজকদের হয়ে প্রথম গোলটি করেন বেতো। তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ১৬ মিনিটে সালাহর দারুণ এক সহায়তায় গোল করে ব্যবধান কমান

আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ম্যাক অ্যালিস্টার। এই গোলে সহায়তা করে আরও একটি মাইলফলক নিজের করে নিয়েছেন সালাহ। এটি ছিল চলতি মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে (প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচ) সালাহর ২২তম গোলে অবদান (১৩ গোল ও ৯ সহায়তা)। যা কিনা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নির্দিষ্ট মরসুমে কোনো খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান। এই মাইলফলক অর্জনে সালাহ পেছনে ফেলেছেন অ্যান্ডি কোলকে। যিনি ১৯৯৩-৯৪ মরসুমে ২১ অ্যাওয়ে গোলে অবদান রেখেছিলেন। সমতা ফেরার পর দুই দলই সতর্ক ফুটবল খেলে। যে কারণে খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দল। ১-১ সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা। বিরতির পরও একই গতিতে চলতে থাকে খেলা। তবে লিভারপুলের চেয়ে এ সময় এভারটনই আক্রমণে ও সুযোগ তৈরিতে বেশি এগিয়ে ছিল। একাধিকবার গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। যদিও পাওয়া হয়নি গোল। অন্যদিকে সুযোগ কম পেলেও ৭৩ মিনিটে ঠিকই বাজিমাত করে লিভারপুল। দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করে লিভারপুলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সালাহ। এটি প্রিমিয়ার লিগে চলতি মরসুমে সালাহর ২২তম গোল। সালাহর এই গোলের পর লিভারপুল যখন জয়ের অপেক্ষায় তখন অ্যানফিল্ডের দলটিকে বড় ধাক্কা দেয় এভারটন। একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করেন তারকোফস্কি। ভিএআর বেশ সময় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই গোলের সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। এরপর ম্যাচ শেষে অবশ্য দুই দলের খেলোয়াড়েরা সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়েন। যদিও তাতে ম্যাচের ফলে কোনো প্রভাব পড়েনি। পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে লিভারপুলকে।

ইংল্যান্ডের লিগে এ বার দল কিনল দিল্লি ক্যাপিটালসও

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, লখনউ সুপার জায়ান্টস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পর এ বার দিল্লি ক্যাপিটালস। ইংল্যান্ডের লিগে দল কিনল দিল্লি ক্যাপিটালস। ১০৬৫ কোটি টাকায় সাউদার্ন ব্রেভের মালিকানা নিল তারা। এর ফলে ইংল্যান্ডের লিগের মালিক হল আইপিএলের চারটি দল। আগামী মরসুমের আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতার দলগুলির মালিকানা হস্তান্তর করা হবে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হল। শেষ দল হিসাবে মালিকানা হস্তান্তর হল সাউদার্ন ব্রেভের। বাকিদের পিছনে ফেলে দল কিনল দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিক জিএমআর গোষ্ঠী। সাউদার্ন ব্রেভের মালিকানা ছিল হ্যাম্পশায়ার ও সাসেক্স কাউন্টির কাছে। গত বছরই হ্যাম্পশায়ার কাউন্টি কিনে নিয়েছে জিএমআর গোষ্ঠী। ফলে এই দল কিনতে কোনও সমস্যা হয়নি তাদের। ইংল্যান্ডের লিগে যে চারটি দলের মালিকানা আইপিএলের দলগুলির হাতে গিয়েছে তার মধ্যে দু'টি দল ১০০ শতাংশ মালিকানা নিয়েছে। হায়দরাবাদ ও দিল্লি পুরো মালিকানা নিয়েছে।

অ্যাক্রোব্যাটিক জিমনাস্টিকে ৫ ছাত্রীর রুপো জয়ে খুশির হাওয়া পূর্বস্থলীতে

পূর্বস্থলী, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় স্তরের খেলায় অ্যাক্রোব্যাটিক জিমনাস্টিকে এবার রুপোর পদক জয় ৫ ছাত্রীর। পূর্বস্থলীর এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের এই কন্যাদের সাফল্যে খুশি এলাকাবাসী। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিদ্যানগর জিডি জিমন্যাস্টিক অ্যাকাডেমীর প্রশিক্ষিত পড়ুয়ারা অ্যাক্রোব্যাটিক জিমনাস্টিকে অংশগ্রহন করে ৫ টি রুপোর পদক পায়। ওমেনস পেয়ার ইভেন্টে স্নেহা দেবনাথ ও রিম্পা দেবনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ও রুপোর পদক পায়। অন্যদিকে ওমেনস ট্রায়ো ইভেন্টে রুপোর পদক পায় প্রিয়াংকা দেবনাথ, স্নেহা মণ্ডল, সঙ্গীতা বিশ্বাস। তাদের এমনই এক সাফল্যে খুশি সকলেই। পূর্বস্থলীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জিমনাস্টিক শেখানো এই পড়ুয়াদের কোচ অভিজিৎ দেবনাথ বলেন, রুপোর পদক পাওয়া এই ৫ কন্যা সকলেই পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি তারা এই খেলাধূলার প্রতি ভীষণ আগ্রহী। তাদের কঠিন কঠোর অনুশীলন ও পরিশ্রম তাদের সাফল্য এনে দিয়েছে।

সেল্টিকের ৩২ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামিয়ে এগিয়ে গেল বায়ার্ন, এসি মিলানের হারের বেদনা

ঘরের মাঠে ছন্দে থাকা সেল্টিকের ৩২ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামিয়ে দিল বায়ার্ন মিউনিখ। স্নায়ুক্ষয়ী শেষের কঠিন সময় কোনোমতে কাটিয়ে দিয়ে পেল স্বস্তির জয়। সঙ্গে উজ্জ্বল করল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলার আশা।

গ্লাসগো, ১৩ ফেব্রুয়ারিঃ সেল্টিক পার্কে বুধবার রাতে ২-১ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে মাইকেল ওলিসে বায়ার্নকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ান ছন্দে থাকা হ্যারি কেইন। শেষ দিকে ব্যবধান কমিয়ে লড়াই জমিয়ে তোলেন দাইজেন মায়েদা। শেষের দিকে প্রবল চাপ তৈরি করলেও লম্বা সময়ের মধ্যে ঘরের মাঠে প্রথম হার এড়াতে পারেনি সেল্টিক। ইউরোপ সেরার মঞ্চে টিকে থাকতে তাদের ফিরতি লেগে জিততে হবে বায়ার্নের মাঠে। প্রথম মিনিটেই বায়ার্নের জালে বল পাঠান নিকোলাস কুন। অ্যাডাম আইডা গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ারের সামনে অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। অমন শুরুর পর কিছুক্ষণ বায়ার্নকে প্রবল চাপে রাখে স্কটিশ চ্যাম্পিয়নরা। নিজেদের গুছিয়ে নিতে একটু সময় নেয় কোম্পানির দল। এরপর একের পর এক আক্রমণে গোলের খোঁজ করতে থাকে সফরকারীরা। ৩১তম মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন লেরয় সানে। গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন তিনি কিন্তু সতীর্থের বাড়ানো বলে শটই নিতে পারেননি জার্মান ফরোয়ার্ড। ১২ মিনিট পর আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন কেইন। ওলিসের ক্রসে দূরের পোস্টে ফাঁকায় বল পেয়ে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ইংলিশ স্ট্রাইকার। ৪৫তম মিনিটে বাঁ পায়ের গতিময়

বাঁকানো শটে বায়ার্নকে এগিয়ে নেন ওলিসে। সতীর্থের বাড়ানোর বল রিসিভ করলেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। তবে কপাল ভালো ছিল, সেল্টিক ডিফেন্ডার গ্রেগ টেইলরের পায়ে লাগলে পেয়ে যান তিনিই। কেউ এগিয়ে এসে বাধা দেওয়ার আগেই নিখুঁত শটে জাল খুঁজে নেন ফরাসি মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধে গোলের জন্য কোনো শটই নিতে পারেনি সেল্টিক। ২০০৮ সালের মার্চে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম এই অভিজ্ঞতা হলো তাদের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ান কেইন। সানের শট সেল্টিকের একজনের গায়ে লেগে পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে গেলে কর্নার পায় বায়ার্ন। সেটা থেকেই স্কোরলাইন ২-০ করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। এবারও কেইনকে পাহারায় রাখেননি কেউ! জশুয়া কিমিখের কর্নারে দূরের পোস্টে বল পেয়ে চমৎকার ভলিতে জাল খুঁজে নেন তিনি। বায়ার্নের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৭৪ ম্যাচে তার গোল হলো ৭৩টি। ৭২তম মিনিটে একটুর জন্য আরও বাড়েনি ব্যবধান। সের্জে জিনাব্রির শট কোনোমতে পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন সেল্টিক গোলরক্ষক কাস্পের স্মাইকেল। সাত মিনিট পর গোল করে ম্যাচ জমিয়ে দেন মায়েদা। কর্নার থেকে বল পেয়ে ইয়াং হিয়ুন-জুন খুঁজে নেন জাপানের ফরোয়ার্ডকে। খুব কাছ থেকে অনায়াসে বল জালে পাঠান তিনি। লক্ষ্যে এটাই সেল্টিকের প্রথম শট! ঘরের মাঠে শেষ দুই ম্যাচে ৬-০ ও ৫-০ ব্যবধানে জয় পাওয়া দলটি বাকি সময়ে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া ছিল। কিন্তু বায়ার্নের জমাট রক্ষণ আর ভাঙতে পারেনি ব্রেন্ডন রজার্সের দল। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে অ্যালেস্টার জনস্টনের শট দারুণ রিফ্লেক্সে ঠেকিয়ে দেন নয়ার। স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন। এদিনই প্লে-অফের প্রথম লেগের অন্য ম্যাচে আতালান্তাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ক্লাব ব্রুজ। ১০ জনের মোনাকোকে ১-০ গোল হারিয়েছে বেনফিকা। এসি মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ফেইনুর্ড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com